



# বিদুর ।

( পৌরাণিক নাটক )

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মথুরানাথ সাহা ও শ্রীলকান্ত দাসের  
যাত্রার অভিনীত

( শ্রীভূতনাথ দাস দ্বারা সুরলয়ে গঠিত )

কলিকাতা, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,  
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্সএর পুস্তকালয় হট্টে  
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য  
কর্তৃক প্রকাশিত

১৩২০ সাল

মূল্য ১৥০ টাকা মাত্র ।



# নাটোলিখিত ব্যক্তিগণ ।

পাত্র ।

শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, ধৃতরাষ্ট্র, বিহর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৰ্ণ,  
কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অৰ্জুন, নকুল,  
সহদেব, দুর্যোধন, দুষ্ট্যাসন, বিকর্ণ, শকুনি,  
অধিরথ, দারুক, পুরোচন, প্রতিকামৌ,  
থনক, নাবিক, ধোম্য, প্রজাগণ,  
ঋষিবালকগণ, যম, সৈন্তগণ,  
মুনিগণ, সঞ্জয়,  
ইত্যাদি ।

পাত্রী ।

ভগবতী, বিজয়া, সত্যভামা, কৃষ্ণভামিনীগণ,  
দিগঙ্গনাগণ, পদ্মাবতী, ( বিহরের স্ত্রী ), কুন্তী,  
গান্ধারী, দ্রোপদী, সহচরীগণ, নটীগণ,  
ভৈরবীগণ, পুরনারীগণ, নর্ত্তকীগণ,  
বৈষ্ণবীগণ, বিষ্ণুশক্তি,  
" ইত্যাদি ।



## গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ ।

পদ্মিনী -বাঁধান	( মথুরনাহার যাত্রায় অভিনীত )	১।০
দীনবন্ধু	( বাঁধান )	১।০
ভাণী	" "	১।০
ভূর্গাহর	" "	১।০
চাণকা	" "	১।০
ষট্‌শংখাংশ	( নচিত্র )	১।০
ভৃগুচরিত	" "	১।০
শুকদেব চরিত	" "	১।০
প্রহ্লাদ চরিত	" "	১।০
কল্লাঙ্গদরাজার চরিতাম্বর	" "	১।০
রগড়	( প্রহসন )	১।০
প্রবীরপতন বা জম্বা	( অভয় দাসের যাত্রায় অভিনীত )	১।০
দাতাকর্ণ	" "	১।০
কালকৈতু	" "	১।০
লবণ সংহার	( বাঁধান সচিত্র )	১।০
কালাপাহাড়	" "	১।০
মহীরারণ		১।০
জয়দেব	( নাসন্যাল থিয়েটারে অভিনীত )	১।০

পাঁচোয়ারসিং ( নক্সা ) ১।০, চান্দ্রার অম্বল, খাসা দই, ছানার পায়ের, ক্ষীরের-  
নাড়ু ( খোসগল্প ) প্রত্যেকের মূল্য ১।০, খুন্নী পাঁচখানা হাফটোন চব্বিসহ  
( স্ত্রীপাঠ্য ) ১।০, অলোক-চতুরা গার্হস্থ ( উপন্যাস ) ৫।০, সত্যনাগধর্ম ( ব্রত কথা )  
১।০, আদর্শপত্রদলিল ১।০, হস্তলিপির আদর্শ ১।০, তালপাতায় ছাপা শাস্ত্রগ্রন্থ—  
চণ্ডী ১, গীতা ১, কালীপূর্ণা পদ্ধতি ১।০, জগদ্ধাত্তী পূর্ণাপদ্ধতি ১, ভবদেব  
১।০, ভূর্গাপূর্ণাপদ্ধতি তিনপ্রকার ( কালিকা, দেবীপুরাণ, বৃহনন্দিকেশ্বর )  
প্রত্যেকের মূল্য ১।০, ব্রহ্মমালা ১।০, নাগরী অক্ষরে চণ্ডী ১।০

# প্রস্তাবনা ।



নটীগণ ।

গীত ।

আমরা গাইব একটা গান, আমরা গাইব একটা গান ।  
জুড়িয়ে যাবে কাণ, কিন্তু মন দিতে হবে, নৈলে বিগড়ে যাবে প্রাণ ।  
ভাল না ব'লে ব'ল'বে মন্দ, কবির উপর লাগবে মন্দ,  
নয় মন্দ মহাভারতের কথা অমৃত সমান —  
সে কালে পুণ্যবানে শুন্ত কথা, এ কালে কি নাই পুণ্যবান ॥  
ক'বি তরে নয়, দিতে ধর্মের জয়, গোলোক ছেড়ে এ ভুলোকে—  
এলেন দয়াময়,—  
নাশ ক'রলেন দুর্বোধনে, রাখলেন পঞ্চপাণ্ডবের মান,  
খুন খেলেন বিদুর-ঘরে, দেখাইলেন ভক্তের ভগবান ।  
আর ক'রলেন কি ? জাতি-কলহে কুরুকুলের না হ'ল বা কি ?  
পুরাণ-কথা নয় পুরান—ঘরে-ঘরে দেখ বর্তমান,  
এখন আমরা আস্তে পারি, ঐ শোন কি বলেন বিদুর যতিমান ॥







# বিদুর ।



( পৌরাণিক নাটক । )

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

রঙ্গভূমি ।

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, সম্ভয়, অন্যান্য রাজগণ,  
দর্শকগণ, কুপাচার্য্য, গান্ধারী, পুরনারীগণ  
ও কুন্তীর প্রবেশ ।

বিদুর। অর্ঘ্য ! আচার্য্যের বিধিস্থষ্ট রঙ্গভূমিমাঝে,  
সমাগত পুরনারী রাজেন্দ্রমণ্ডলী—  
মহাবলী জ্যেষ্ঠতাত গন্ধার নন্দন,  
ভায়বরায়ণ কুপাচার্য্য আদি মহামতি ।

যদি হয় অনুমতি—আসে তবে অস্ত্র-গুরু দ্রোণ—

সহ শিষ্য কুরুশিষ্যগণ, দেখান্ অস্ত্রের শিক্ষা—

লভিয়াছে কোন্ শিশু কত ।

ধৃতরাষ্ট্র । হাঁ বিহুর ! যদি সকলেই উপস্থিত হ'য়ে থাকেন, তা

হ'লে আর বিলম্ব কেন ? জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি গ্রহণ

ক'রে আচার্য্যকে রঙ্গভূমিতে আহ্বান কর । দেখা যাক্—

কুমারগণ কে কেমন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ ক'রেছেন ।

ভীষ্ম । বিহুর ! অন্ধরাজের অনুমতির সহিত আমারও সম্মতি

প্রদান করা হ'য়েছে । আচার্য্যকে আহ্বান কর ।

বিহুর । বাদকগণ ! ঘোষক বাদ্যে আচার্য্যকে আহ্বান কর ।

( বাদ্য বাদন )

### দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ ।

দ্রোণ । নমি অগ্রে দেব শূলপাণি—

সংহার-মুরতি ধ্বজটী শঙ্করে ।

পরে নমি সভাস্থিত দ্বিজপদাশুজে ।

( অস্থখানা সহ প্রণাম )

শিষ্য মোর কুরুবংশধরগণ,

অকিঞ্চন আকিঞ্চন করি,

শিব স্মরি শিখাইল, তাহাদেবে সাধ্যমত তাঁর—

বহুবিধ অস্ত্রব্যবহার ।

## বিহুর ।

৫

পরীক্ষা তাহার আজি রক্তভূমিমাত্রে—  
বীরের সমাজে দোষগুণ হইবে বিচার ।  
রূপ পুরস্কার—নয় তিরস্কার লভিবে অধম ।  
এস অগ্রে পাণ্ডব-অগ্রজ !  
ধনুর্বিদ্যাবিশারদ ব'লি ব্যাখ্যানি তোমার  
দাও আসি পরিচয় তার ।

( বাদ্য বাদন )

### ধনুর্হস্তে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ ।

যুধিষ্ঠির । অস্ত্র-গুরু ! নমো দাঁস পদ-সরসিজে !

( বাণক্ষেপণ ও দ্রোণের পাদপদ্মে পতিত হওন )

সকলে । আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

দ্রোণ-গুরু-পদে—পড়ে পদ্ম !

ধনু জ্যোষ্ঠ-পাণ্ডবের শিক্ষা ধনুর্কর্ষণ ।

কৃতরাষ্ট্র । বিহুর ! কি হ'ল ? কে কি ক'রলে ?

বিহুর । আর্ঘ্য ! পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির ধনুর্কর্ষণ যোজনা ক'রে  
পদ্মকানন হ'তে পদ্ম এনে গুরু-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান  
ক'রলে ।

কৃতরাষ্ট্র । হ্যাঁ ! আমার যুধিষ্ঠিরের এমন ক্ষমতা জন্মেছে ! ধনু  
আচার্য্য ! তোমার অস্থশিক্ষা-দান-প্রণালী ! বাবা যুধিষ্ঠির !  
নিকটে এস । ( যুধিষ্ঠিরের মস্তকে হস্ত-প্রদানপূর্ব্বক ) তোরা

বাপ, আমার বংশের গৌরব, দীর্ঘায়ু লাভ কর বাবা ! 'তার  
পর বিহুর ! তার পর আমার হুর্যোধান আসবে না ?

বিহুর। ( স্বগত ) অহো কি কাপটা ! দাদার কেবল আপন  
সন্তানের প্রতি তীব্র লক্ষ্য ! তবে পাণ্ডবদিগকে যে ছই একটা  
প্রিয় বাক্য বলেন, তা মোখিক মাত্র। ইচ্ছা হয়—এই  
মুহূর্ত্তে এই রক্তভূমি হ'তে স্থানান্তরিত হই ; কিন্তু কর্তব্য-  
গণ্ডীতে আবদ্ধ র'য়েছি ! বিহুর ! আর কতদিন তুমি এ  
স্বার্থপরতা-মহাবিষের মধ্যে অবস্থান ক'রবে ?

ধৃতরাষ্ট্র। আচার্য্য ! আমার হুর্যোধানকে কখন আহ্বান  
ক'রবেন ?

ভীষ্ম। ( স্বগত ) অন্ধের ব্যবহারে নিলুপ্ত ক্রোধ যেন সাকার  
মূর্ত্তি ধারণ ক'রে সংযত হৃদয়কে চঞ্চল ক'রে দেয়।

দ্রোণ। এস এবে প্রাণাধিক ভীম-হুর্যোধান,  
করিয়া যতন বহু—শিখায়েছি গদাযুদ্ধ উভে !  
দেখাও সভার মাঝে নৈপুণ্য তাহার।

( বাদ্য বাদন )

গদাহস্তে ভীম ও হুর্যোধানের প্রবেশ।

ভীম। গুরু ! নমে ভীম। ( প্রণাম )

গদা আমি বড় ভালবাসি।

হুর্যোধান। নমে হুর্যোধান গুরো ! ( প্রণাম )

ভীম চেয়ে আমি গদাযুদ্ধ জানি।

আয় ভীম ! বোকা যাবে আজ—

কেবা কত গদাযুদ্ধ জানে ।

ভীম ! মুখে আড়ম্বর বৃথা, ভাব মনে মনে ।

( উভয়ের যুদ্ধ )

কতিপয় দর্শক । ধনা—ধন্য বৃকোদর !

কতিপয় দর্শক । ধনা—ধন্য বীর হুর্যোধন ।

স্বতরাষ্ট্র । বিহুর ! আমার হুর্যোধনকে কেমন যোদ্ধা দেখ্চ ?

বিহুর । দাদা ভীমই সমধিক যোদ্ধা ।

স্বতরাষ্ট্র । বিহুর ! আমি আজ অতিশয় হুঃখিত হ'লাম, অনেকেই

ত ব'ল্চে, হুর্যোধন বীর, তুমি কেন ভীমের এত প্রশংসা

ক'রচ ? কারণ কি বল ত ?

বিহুর । দাদা, জীবনে কখন পরাধীনতার কারে বলে, তা জানিনি ।

স্বতরাষ্ট্র । না, না আমি তা ব'ল্ছি না, তবে হুর্যোধনের আমার

অনেকেই ত প্রশংসা ক'রছে ।

কুন্তী । আমার ভীমের অসীম শক্তি ! ভগবান্, তুমি আমার

ভীমকে বাঁচিয়ে রাখ ।

গান্ধারী । কেন ভগিনি ! হুর্যোধনের শক্তি কি ভীমের অপেক্ষা

অল্প ?

দ্রোণ । ( স্বগত ) হয় হিতে বিপরীত বুঝি,

নারী-বন্দ্য ঘটিল সহসা ।

ধাক্, যুদ্ধে ক্ষান্ত করি ভীম-হুর্যোধনে ।

( মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া )



বৎস ! রণ কর সম্মরণ ।

সভাগণ বুঝিয়াছে—

কে কেমন লভিয়াছ সমর-কৌশল !

এস এস তৃতীয় পাণ্ডব !

বিখ্যাত সংসারে—প্রিয় শিষ্য তুমি রে আমার,

দেখাও কৃতিত্ব সেই, সভার মাঝারে ।

( বাদ্য বাদন )

ধনুর্বাণ হস্তে অর্জুনের প্রবেশ ।

অর্জুন । গুরু ! বন্দে পদ ভূত্যা ধনঞ্জয় । ( প্রণাম )

কর আশীর্বাদ—

অভিলাষ যেন পূরে গুরু গো তোমার ।

এই বাণে জ্বালাব অনল,

এই বাণে হবে জল তাহা ।

সকলে । ধন্য অর্জুন, তুমিই ধন্য, ধন্য তোমার কুন্তী মাতা,

ধন্য তুমি কুরুকুলের গৌরব-চক্র ।

ধৃতরাষ্ট্র । বিদুর ! আমার অর্জুন এল নয় ? আমার বংশের

সার্থকজন্মা মহাপুরুষ ; আমাদের পরম সৌভাগ্যে এ হেন রত্ন

আমরা লাভ ক'রেছি ।

অর্জুন । এই দেখ, এই বাণে জ্বলিল অনল,

পুনঃ বাণে বার্ষি বারি করিল শীতল ।

হের শূন্যে উঠি গেল এই শর,

অই হের পুষ্পরূপি হয় ভূমি'পর !

এই দেখ—এই বাণ করিছু ক্ষেপণ,

অই শোন মহারণ্যে সিংহের গর্জ্জন !

সকলে । ধন্য অর্জুন ! ধন্য তুমি ! ধন্য তোমার ধনুর্ধ্বাণ শিক্ষা,

তোমার তুল্য বীর ধরাধামে আর দ্বিতীয় নাই !

নকুল, সহদেব ও দ্রুশাসন সহ কর্ণের প্রবেশ ।

দ্রুশাসন । স্থির হোন, স্থির হোন, অত প্রলাপ ব'কবেন না ।

এই দেখুন—কিরূপ মহাবীর এসেছেন, দেখুন । দেখছেন—

হস্তের ধনুর্ধ্বাণ ! এ আর তৃতীয় পাণ্ডবের ধনুর্ধ্বাণ নয় ।

সকলে । তাই ত কে ইনি !

কর্ণ । কোথা তুমি ধনঞ্জয় তৃতীয় পাণ্ডব !

কিবা অসম্ভব বিদ্যা, বল দিলে পরিচয়,

হয় হাশ্বের উদয়—ইহাতে তোমার এতই সম্মান ?

'ভনি দূর হ'তে যশোগান তাই !

তবে দেখাইতে চাই, আছে মম ঠাই—

কত শিক্ষা—অস্ত্রের কোশল ।

অর্জুন । ভাল, দেখালেই হ'ব স্তম্ভী ।

দ্রোণ । কেবা তুমি—কহ কিবা বিদ্যা জান ?

কুন্তী । ( স্বগত ) একি সকুণ্ডল বীর কে ! এ ত আমার কর্ণ না!

হ'য়ে যায় না ! হায় বাছাকে যে আমি কন্যাকাবস্থায় প্রসব

ক'রে জলে ভাসিয়ে দিয়ে ছিলাম, সেই কর্ণ আমার 'এত  
বড় হ'য়েছে ! ভগবান্, তুমিই বাছাকে রক্ষা কর ।  
কর্ণ । বর্ণনায় কি হবে ধীমান্ !

হের বাণের সন্ধান,  
জানি আমি, তুমি দ্রোণগুরু আচার্য্য-প্রধান ।  
হের সবে এই বাণে জলিল অনল,  
এই হ'ল জল, নিবাইল সে আগুনে ।  
এই বাণে পুষ্পবৃষ্টি হবে ইন্দ্রলোকে—  
এই বাণ আক্রমবে সিংহ ব্যাঘ্রে কাননভিতরে ।  
এই ত শিক্ষিত বিদ্যা তব,  
হের মোর বিদ্যা আর' কত রূপ !

সকলে । ধন্য, ধন্য তুমি মহাবীর !

অর্যোধন । ধন্য, ধন্য তুমি ভাই !

ভাগ্যবশে পাই আজ হেন দুর্লভ রতন !  
না জানি যতন, দেহ আলিঙ্গন,  
নিজ গুণে ভাব সৌন্দর্য সমান ।  
দিহু প্রাণ তব করে, এই সংসারমাকারে,  
অদের তোমায় মোর না রহিল কিছু ।

কর্ণ । করি অঙ্গীকার—

আজি হ'তে সখা হইহু তোমায়,  
কিন্তু ভাই, এক নিবেদন,  
চাই মাত্র রণ শুধু অর্জুনের সহ ।

অঞ্জুন । এত দূর আশা !

কোন কীট তুই নরাদম ! নাই আমন্ত্রণ,  
তবু আগমন করিলি সভার ?  
নাই অধিকার, বাতুল প্রকার—  
ভদ্র তার সীমা এড়ি ক'স্ কথা,  
পশু যথা জ্ঞানশূন্য হেরি ।  
মরি মরি পশু কেন পশে মানব-সমাজে ?  
থাক্ পশু, নয় পাবি শান্তি পাঁচনী-প্রহারে ।

কর্ণ । অহঙ্কারে মত্ত সদা তুই ধনঞ্জয়,  
বুধা গর্ক আমার সমীপে ।  
বলী বল অস্ত্রেতে প্রকাশে,  
নীচ ভাষে ইতর যে জন !  
ধর্ম অস্ত্র—কর্ম রণ,  
শুষ্ক দ্রোণ আছে বর্তমান,  
নয় যাবে প্রাণ কহিহু নিশ্চয় ।

দ্রোণ । এত আশা তোর দুরাশয় !  
ধনঞ্জয় ! ধর্ম শর,  
করহ পামর সহ রণ,  
দেখা যাক্ বীরত্ব কেমন ধরে বীর !  
ফেল কাটি শির,  
হয় হবে প্রলয়-ঘটন ।

কৃপাচার্য্য ও ভীম । ভয় নাই অর্জুন তোমার !

দ্রোণ, পাণ্ডবগণ ও } মার, মার ছরাচারে !  
পাণ্ডবপক্ষীয় রাজগণ ।

দ্রুপদ্যোদ্ধন প্রভৃতি ভ্রাতা ও } কার সাধ্য—শত ভ্রাতা থাকিতে আম  
দ্রুপদ্যোদ্ধনপক্ষীয় রাজগণ । } আগন্তুক অতিথিরে নাশিবারে পারে !

কুপাচার্য্য । দ্বন্দ্ব কিবা প্রয়োজন !

শোন শোন আমার বচন,

হয় পার্থ পৃথার নন্দন,

সুপ্রসিদ্ধ কুরুবংশে জন্ম তার ।

কহ আগন্তুক, কোন্ বংশে জন্ম তব;

সম বংশ হইলে তোমার—

অর্জুনের সহ করাটব রণ,

নয়—নয় সুশোভন—

রাজপুত্র সহ অযোগ্য সমর !

কর্ণ । (বিসম্ব হওন)

দ্রুপদ্যোদ্ধন । কি—কি—রাজা কিম্বা রাজপুত্র—

না হইলে যদি ধনঞ্জয় নাহি বুদ্ধ করে,

তবে এখনি ইঁহারে দিহু অঙ্গরাজ্য আমি;

এখনই অভিষেক করিব এখানে ।

যাও অমুচর, আনহ সত্ত্বর অভিষেক-দ্রব্য যত ।

দ্রুশাসন চামর দুলাবে,

কনক-অঞ্জলি দিবে যতেক ভূপতি,

আপনি ধরিব স্বর্ণ-ছাতি,  
বৈস মহামতি, এই সিংহাসনোপর ।

( কর্ণকে সিংহাসন প্রদান )

দুঃশাসন । তবু চাই পার্থ সহ রণ,  
কে বড়, কে ছোট বুঝিব এখন,  
পার্থ ভাই বড়ই বড়াই করে ।

বিদুর । ( স্বগত ) অন্ধরাজ তবু এখন' নীরব !  
হইতেছে সমুদ্রমস্থন—উঠিতেছে কালকূট,  
অন্ধরাজ তবু এখন' নীরব !

অভিষেক-দ্রব্য লইয়া অনুচরগণের প্রবেশ ।

দুর্যোধন । আসিয়াছে অনুচর,  
দুঃশাসন ভাই ঢুলাও চামর,  
কনক-অঞ্জলি দাও যতেক ভূপতি,  
আপনি ধরিলু স্বর্ণ-ছাতি,  
থাকে যদি শক্তি কাহার',  
দিক্ আসি সেই বাধা ।  
গাও ভট্টগণ,  
অঙ্গাধিপ-অভিষেক মঙ্গলের গান ! ( তথাকরণ )

ভট্টগণ ।

গীত ।

গা রে প্রকৃতি সম্মুখে গা, জয় জয় অঙ্গাধিপ জয় ।  
-তোর পতি ভূপতি, আজি রে তোর হৃদয়ে পুলকে সমুদ্র-ধা

নয়নরঞ্জনে, নে গো যতনে, রাধ তোর মূলভ রতনে ঢাকি,  
 তোর যে বেদনে— হবে সমদুখী, তোর পানে সদা যার আঁখি,  
 তোর যে দেউলে আলিয়ে পঞ্চপ্রদীপ, মা—  
 করিবে শুভ আরতি নাশিবে আঁধার-ভয় ॥  
 তোর নম্রপ্রাঙ্গণে মর্ম ঢালিয়ে মা, ধর্ম পালিবে যে জন,  
 ব্রীড়া করি মুক্ত, হ' মা আসি যুক্ত, দে মা দে মা তারে আলিঙ্গন,  
 তোরি ফুল ফল, তোরি নির্মল বায়ু স্বাদু জল—  
 অনুরাগে দে মা তারে, বল্ সদা থাকিতে সদয় ॥

ভীষ্ম । ( স্বগত ) কুরুক্ষেত্রাকাশে এতদিনের পর কাল মেঘের  
 সমুখান হ'ল, আর বজ্র পতনের বিলম্ব নাই !

দ্রোণ । ( স্বগত ) বুঝলাম—কুরুক্ষেত্রে তিথিনক্ষত্রযোগত্রয়ের  
 সংযোগে ধ্বংসযোগের সূত্রপাত হ'ল ।

কর্ণ । হুর্যোধন, আজ তুমি, যে সম্মান করিলে অর্পণ,  
 হবে মনে অনুক্ষণ ভাষা ।

হুর্যোধন । মিত্র বলি যদি করহ গ্রহণ,  
 তবে সার্থক জীবন জ্ঞান করি ।

কর্ণ । এই—সখা ! আজ হ'তে সখা তুমি,  
 সমপ্রাণ এ মহীমণ্ডলে ।  
 এস সখা, দাও আলিঙ্গন ।

- ( উভয়ের আলিঙ্গন ।

অধিরথের প্রবেশ ।

অধিরথ । হাঁ গো, আমার কর্ণ নাকি রাজা হ'য়েছে ?

কর্ণ । পিতা, পিতা, নমে পুত্র, (প্রণাম)  
 পিতা তব আশীর্বাদে,  
 আর এই দুর্ঘোষন সখার প্রসাদে  
 রাজা আমি আজ, অঙ্গরাজ্য হ'য়েছে আমার।  
 অধিরথ । বেঁচে থাক বাবা, শ্রবণ-সুখ আর নয়ন-সুখ !

[প্রস্থান ॥

সকলে । একি—একি স্ততপুত্র কর্ণ !  
 ভীম । দূর হ'রে নরাধম,  
 অধম আস্ত্রাজ স্তত !  
 এতক্ষণে বোঝা গেল,  
 বীর কেন হয় মন্দভাষা ?  
 নীচ কূলে জন্ম যার,  
 হয় তার নীচ ব্যবহার,  
 মরি—মরি—সেই সে আবার  
 অঙ্গরাজ্যে রাজা হয় !  
 সত্যচয় ! দেখহ বিচারি—  
 রাজহুত্র লও কাড়ি,  
 হাতে দাও বাড়ি,  
 দাও রথে অশ্ব করিতে চালন,  
 জাতি-কার্য্য করুক সাধন,  
 ছিঃ ছিঃ দুর্ঘোষন !



সখা ব'লে তুই কারে দিলি আলিঙ্গন ?

লভে কি কখন সারমেয় যজ্ঞ-হবি ?

কর্ণ। সখা, সখা—

হর্যোধান । সাবধান বৃকোদর, জন্মতত্ত্ব ক'র না বিচার,

নিজ গাত্রে নিক্ষেপ অঙ্গুলি—

ভাল বলি তবে ঘোষিবে ত্রিলোকে ।

কর লোকে, জন্মে কেহ পূজ্য নাহি হয়,

কার্যো হয় সর্ব পূজনীয় ।

কার্ত্তিকেয়-জন্ম হ'ল শরবনে,

মানে তারে দেবকুল ।

ভুল, ভুল তোর রে বাতুল,

যারে আমি সখা ব'লে ক'রেছি গ্রহণ,

তার যোগ্য তুই নহেক কখন !

সমস্ত ভারতে সম্মান তাহার ।

আজি দিগু অঙ্গরাজ্য,

কাল তারে দিব সর্ব অধিকার,

দেখি কার কত শক্তি—

সখা-শক্তি-বলে সব রাজা মোর হবে অঙ্গুগত ।

এস সখা, যাই বিজ্ঞান-ভবন ।

দ্রুশাসন প্রভৃতি । চল সখা, শুনে নাই কাজ কুকুর-চীৎকার !

[ হর্যোধান সহ কর্ণ দ্রুশাসনাদি ভ্রাতাগণের প্রস্থান ]

ভীম । শুহুন্ পিতৃব্য ! শুহুন্ জ্যেষ্ঠতাত !

অমৃত্যু পাওব । পাওব কি এত শক্তিহীন ! চল গৃহে যাই !

ভীম । হের অর্ঘ্য ! ভীম চিরক্রোধী,

এবে হের, কার কত মন্দ ব্যবহার !

[ পাণ্ডবগণের প্রস্থান ।

সকলে । হায় হায় ! কুরুকূলে ভ্রাতার ভ্রাতার ভেদ হ'ল ! লক্ষণ বড়

ভাল ব'লে বোধ হয় না । চল, এখন স্ব স্ব স্থানে যাওয়া বাক্ ।

ভীম । আমুন আচার্য্য ! কুরুক্ষেত্রের ভাবী বৃক্ষের অঙ্কুর

দেখলেন ত ?

[ প্রস্থান ।

বিহুর । দাদা, শুনলেন ?

ধৃতরাষ্ট্র । হাঁ, দুঃশাসন ছেলেমানুষ, এদিকে সে সব কথা ব'লে

ভাল, তবে শেব কথাটা একটু অশ্রাব্য ক'রে ফেল্, ছেলে-

মানুষ কিনা !

বিহুর । ( স্বগত ) বিহুর ! এখনও তুমি নীরব ? থাক, নীরব

ভাবেই থাক ! কিন্তু এ বিষময়ী পুরাতে আর কতক্ষণ থাকতে

পারবে ? থাক, থাক, যতক্ষণ পার, ততক্ষণ থাক । ( প্রকাশ্যে )

সঞ্জয় ! দাদাকে নিয়ে এস ।

[ প্রস্থান ।

ধৃতরাষ্ট্র । সঞ্জয় ! পুরনারীদিগকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রে

চল । এ যে অন্যায় কথা সঞ্জয় ! জন্ম নিয়ে কি বিচার চলে ?

তাহ'লে নিজেদের মুখেই ত চুণকালী পড়ে ।

[ সকলের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

অন্তঃপুর ।

### পদ্মাবতী ও সহচরীগণের প্রবেশ ।

সহচরীগণ ।

গীত

কুলধধু—আঁচল দিগে মুখখানা ঢাক, আসছে লো তোর নাথ—

কোকিল দিচ্ছে গিটকারী ।

( ওমা—তুই যে কুলধধু গো ) ।

সদা স্তব্ধজন-স্তব্ধ—পাছে কেউ লো দেখে—চুজনার বোলাবুলি প্রাণ,

ছিঃ ছিঃ কি বল্বে লোকে নেহারী ।

( ও মা তুই যে কুলধধু গো ) ।

প্রজন্মের বৃকে পরি নীলসাড়ী, ঘাস পতিপাশে করি লুকোচুরী,

সাম্রাজ্যে কল্পনের খা, নৃত্যে দিগে বেশ বাঁধিস্ তা,

চোখ ছটো তোর চারিপাশে ঘুরে, পাছে কেউ কোথা পাত্তে আড়ি ।

সলাজ হৃন্দরী তুই কুলধধু, তুই ও সহিতে পারিথি না টিটকারী ॥

পদ্মা । সত্যি বোন, তোরা যখন আমার কাছে থাকিস, আর নাথ

যদি তখন এসে পড়েন, তাহ'লে আমি আর লজ্জায় বাঁচানি ।

১ম সহচরী । আজ আর ছোট প্রভু এলে আমরা বাব না, দেখি

কচিথুকী তুমি কি কর ?

২য় সহচরী । আজ সে শুড়ে বালি । তাঁর আজ আসবার

টিক নেই, কতক্ষণে কুমারদের যে অন্ত্রপরীক্ষা শেষ হবে, তা বলা যায় না ।

৩য় সহচরী । অন্ত্রপরীক্ষা হ'য়ে গেছে, বড় কুমার হৃষ্যোধন নাকি একটা ছুঁতোরের ছেলের সঙ্গে মিতে পাতিয়ে সভায় সকলকে অপমানিত ক'রেছেন, সেই নিম্নে খুব একটা হাঙ্গামা হ'চ্ছে ।

পদ্মা । তাই ত, হৃষ্যোধন হ'ল কি ? সে সকলেরই অবাধ্য । বিশেষতঃ মেজভাস্করের ছেলেদের সঙ্গে ত একদম বনে না । উনিও দিন দিন বিরক্ত হ'য়ে যাচ্ছেন । আমিও তাই তাঁকে বাল, যারা আপনার কথা শুনে না, তাদের সঙ্গে আপনি মিশেন কেন ? তাতে বলেন, দাদা যে আমার ছাড়তে চান না । দাদার অবাধ্য হই কেনে ? সবি সত্যি ! কিছু ভেবে ভেবে ত শরীর নষ্ট করা ! হাক, আজ পরীক্ষার ভাল হ'ল কে, তা শুনেছিস চিত্রাবদা !

৪র্থ সহচরী । সবার চেয়ে ভাল নাকি তৃতীয়পাণ্ডব হ'য়েছিলেন, তার পর সেই একটা কে ছুঁতোরের ছেলে এসে সকলের চেয়ে ভাল হ'য়েছে । বলে—তার মত যোদ্ধা আর কেউ নেই ।

পদ্মা । সেই জন্তই বুঝি হৃষ্যোধন তাকে সখা ক'রেছে ? সে আমার অর্জুনের চেয়েও যোদ্ধা ? না—একথা আমি বিশ্বাস ক'রতে পারি না । প্রভু আমার কত বার বলেছেন, অর্জুনের সমযোদ্ধা এ ভারতে আর কেউ নেই । এঁকে,

সহসা আমার বামচক্ষু নৃত্য ক'রে উঠল কেন ? কি যেন  
সুগন্ধ এসে নাসিকার প্রবেশ ক'রছে । চারি দিকে যেন কি  
এক মঙ্গলের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে ! কৈ, কুকপুরীতে আসা  
অবধি ত এমন আনন্দ কোন দিনই পাইনি !

১ম সখী । তবে বুঝি ছোটপ্রভু আসছেন । চল্ ভাই, ঢের  
রাত হ'য়ে গেছে, বড় দীদিরও চোখ ঢুল ঢুল ক'রছে ; এখন !  
পালাই চল ।

সহচরীগণ । তাই ভাগ ভাই ! এখন আসি ।

[ প্রস্থান ।

পদ্মা । তাই ত, সহসা এমন হ'ল কেন ? একটা পদশব্দ আসছে  
না ! এ পদশব্দ ত প্রভুরই । আবার যে শব্দ নিস্তক হ'ল !  
তবে কি প্রভু আসতে আসতে আবার প্রত্যাবৃত্ত হ'লেন !  
একি—প্রভুর যে সম্মাসীর বেশ !

সম্মাসাবেশে বিদুরের প্রবেশ ।

বিদুর । পদ্মা ! বিস্মিত হ'চ্ছ ? রাজপরিচ্ছদ—রাজভূষণ পরিত্যাগ  
ক'রেছি দেখে বাস্তব হ'চ্ছ ? এত দিন রাজভোগেশ্বরের  
স্বর্থ সব ত বুঝেছি সাক্ষি ! তখন আর কেন ! যেখানে  
লাগসার ভূপ্তি নাই, বরং বৃদ্ধি, যেখানে শাস্তির কণা নাই,  
বরং অশান্তি, সে স্থান হ'তে দূরে থাকবার জন্ত তাই আজ  
প্রস্থত হ'য়ে এসেছি । এক্ষণে প্রসন্নহৃদয়ে বিদায় দান কর ।

পদ্মা । বিদায় দান ক'ব'র কথা কেন বলছেন নাথ !

বিহুর । এ কুরুপুরে আমার আর স্থান নাই পদ্মা ! অবিচারে, স্বার্থপরতার, ঘোর অধর্মের কুরুপুরী প্লাবিত হ'য়েছে ! ধ্মায়মান ধ্বংসবহি এত দিনের পর বেশ দেখা দিয়েছে ! তখন অগ্র হ'তে সতর্ক হওয়া ত বিশেষ আবশ্যক প্রিয়ে ! আর সময় নাই, তাই আজ এইক্ষণে কুরুপুরী ত্যাগ ক'রব মনস্থ ক'রে শাস্তিধামের বেশভূষা পরিধান ক'রে এসেছি। পদ্মা ! এই নিশীথেই আমি রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রব ।

পদ্মা । রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাবেন প্রভু !

বিহুর । যেখানে ক্রোধ, ঘেন্না, হিংসা ও অভিমান নাই, যেখানে আত্মানুতা—স্বার্থপরতা নাই, সেই রাজ্যে পদ্মা, সেই রাজ্যে ।

পদ্মা । আমার বাবস্থা কি ক'রলেন প্রভু ।

বিহুর । হাঁ, তোমার ব্যবস্থা—কেন এখানেই তুমি অবস্থান কর না ?

পদ্মা । এই কি প্রভুর আদেশ ?

বিহুর । না—না আমার আদেশ নয় । পতিব্রতা সাক্ষী তুমি—তোমার স্বকল্প যা হবে, তাতেই আমার মত । তুমি ইচ্ছা কর—কুরুপুরীতে অবস্থান ক'রতে পার, অথবা পিত্রালয়ে যেতে পার ।

পদ্মা । প্রভুর সহিত গমন ক'রবার কি কোন আপত্তি আছে ?

বিহুর । রাজনন্দিনি ! আমার সহিত তুমি গমন ক'রতে পারবে ?

পদ্মা । প্রভু, এখন ত রাজনন্দিনীর পরিচর্য দাসীর নয় । প্রভুর পরিচর্যই দাসীর পরিচর্য ।

সন্ধ্যাসিনীবেশে পদ্মার প্রবেশ ।

পদ্মা । এক প্রহরী বাতীত কুরুপুরীতে সকলেই নিদ্রিত ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

কক্ষ ।

পিতৃ-অস্থি লইয়া শকুনির প্রবেশ ।

শকুনি । পিতৃ-অস্থি ! পিতৃ-অস্থি ! অপঘাতে অকালমৃত্যু ! একা  
পিতা নন, তাঁর সঙ্গে শকুনির প্রাণের প্রাণ শত ভ্রাতার প্রাণ !  
শুণের ভাগিনের—হর্যোধন—হর্যোধন ! তাই পিতৃ-অস্থি—  
পিতৃ-অস্থি, গলার হার ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছি, আর কাল  
প্রতীক্ষা ক'রছি । কারাগারে পিতার শোচনীয় মৃত্যু ! সে মৃত্যু  
কিরূপ ! অহো হো ! জল জল ক'রতে ক'রতে—চক্ষের নীলতার  
উর্দ্ধদিকে উঠে প'ড়ল ! তাইগুলো ছুটে দেখতে এলো—নিষ্ঠুর  
কলি অবতার হর্যোধন স্বহস্তে—স্বহস্তে তাদের মস্তক ছেদন  
ক'রলে ! অমনি পিতার সেই নীলতারার মধ্য থেকে অশ্রুর  
পরিবর্তে রক্তের স্রাব বহির্গত হ'তে লাগল ! আমার  
কাণে কাণে ব'ললেন, যদি প্রতিশোধ চাও, আমার অস্থিতে অক্ষ

প্রস্তুত ক'রে রেখ' । একদিন সেই অক্ষে প্রতিশোধ নিতে পারবে । পিতা ! পিতা ! সেই প্রতিশোধের দিন কবে পাব ? সেদিনের দিন এই নরাধমের ভাগ্যে কবে ঘটবে ? চ'লে গেল, চ'লে গেল ! ব'লে যা ভাই ! ব'লে যা, কবে তোদের মত দুর্ঘ্যো-  
ধনের শত ভ্রাতাকে তোদের সঙ্গে খেলা ক'রতে পাঠাব ? পিতৃ-  
অস্থি ! পিতৃ-অস্থি ! যতনের হার, রতনের মণি ! ছার রাজকাগী,  
ছার রাজ্যশাসন, ছার স্ত্রী-পুত্র, ছার শকুনি ! পিতৃ-অস্থি —  
পিতৃ-অস্থি, এই তপ, এই জপ, এই সাধনা, এই সিদ্ধি । তবু  
প্রতিশোধ হবে না ? যোগি, তুমি যোগসাধন ক'রতে পার, আর  
শকুনি প্রতিশোধ দিতে পারবে না ? কেবল কালপ্রতীক্ষা !  
কেবল কালপ্রতীক্ষা । তা না হ'লে কুরুমেধযজ্ঞ পূর্ণ হবে  
কেন ?

[ প্রস্থান ।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

প্রাঙ্গণ ।

## স্বতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর প্রবেশ ।

স্বতরাষ্ট্র । গান্ধারি ! অনেক দিন যে হ'রে গেল, কেউ কি আমার  
বিহুরের তব্ব আন্তে পারলে না ? কুলের কুলবধু—সুদেব-  
রাজকুমারী, তাকেও বিহুর আমার নিম্নে পালিয়ে গেছে !



ভায়—হায়, অভাগ্যের ভাগ্যদোষে প্রাণের ভাই বিহুরও আমারি  
 ত্যাগ ক'রে ভুলে গেল! গাফারি, কোথায় বাই ?  
 কোথায় গেলে আমি বিহুরের সন্ধান পাব ? কে অন্ধকে তার  
 সন্ধান ব'লবে ? বিহুর ! বিহুর ! গুণের ভাই, প্রাণের ভাই  
 বিহুর ! কি ক'রলি দাদা, কেমন ক'রে অন্ধকে ভুলে গেলি ?  
 আমি যে তোরই অনেক আশাভরসা ক'রতাম চাঁদ ! সে  
 আশাভরসার তুইও আজ জলাঞ্জলি দিলি ? আমার কোন্  
 ক্রটিতে, আমার কোন্ অপরোধে আমার সঙ্গ চিরদিনের জন্য  
 ত্যাগ ক'রলি ভাই ! না, না গাফারি ! হ'ল না, আমি কিছু  
 তেই স্থির থাকতে পারলেম না । আমার নিয়ে চল, আমার  
 প্রাণের বিহুর যেখানে, যে অবস্থায় আছে, আমাকে সেইখানে  
 নিয়ে চল ।

গাফারী । একটু স্থির হ'ন নাথ ! অনেকেই ত ঠাকুরপোর  
 সন্ধানে বাহির হ'য়েছে । এমন কি জোষ্ঠতাত স্বয়ং এ কার্যের  
 ভার গ্রহণ ক'রেছেন । তখন শীঘ্রই কেউ না কেউ ঠাকুর-  
 পোর সংবাদ আনবেই আনবে ।

ধৃতরাষ্ট্র । কে আর আনবে ! এক দিন নয়, দু দিন নয়, বৎসরাধিক  
 হ'তে চ'ললো—হায় হায়, সেই ধর্মসহচর—সাক্ষাৎ জ্ঞানের  
 অবতার, স্পষ্টবাদী, সংযতাত্মা প্রাণের ভাই বিহুরের সংবাদ  
 আর কে এনে দেবে ? এক জোষ্ঠতাত ব্যতীত কে আর  
 আমার বিহুরের বেদনা বুঝতে পারবে গাফারি ! বিহুর আমা  
 ছাড়া স্থানান্তরে থাকলে কারো ত কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে

না সাক্ষি! অন্ধেরই বৃষ্টির প্রয়োজন হয়, চাতকেরই বৃষ্টি-  
ধারার আবশ্যক করে—আমারই বিদ্রু, বিদ্রু ত আর  
কারো নয়, তখন বিদ্রুরের জন্ত আর কার প্রাণ কাঁদছে? কে  
তার জন্ত আপন ভেবে তাকে চারিদিকে অন্বেষণ ক'রছে?

### গীত।

প্রাণের ভাই বিদ্রু আমার, অবেবিবে কে তার ভরে।  
তার অভাবে কার অভাব, কাঁদিয়ে কে বল অন্তরে।  
ভয়ের অভাব ভাই না হ'লে, কে বুঝিবে ভ্রমণে,  
অর্থে তা না কত মিলে—স্বর্ণেও যক্ষ বিনয়ে,  
কোন অভাবে অভিমানে, গেল যে ভাই কোন্ স্থানে,  
কে বলিবে কেবা জানে, সকলি অদৃষ্ট আমার,—  
ভ্রমের ভাই রে বিদ্রু ধন, জানিসু ত ভাই অন্ধের জীবন,  
আছে মাত্র তোরি কারণ, তবে ভুলে রৈলি কেমন ক'রে।

গাঙ্গারী। স্নেহে যে সব ভুল্ছেন মহারাজ! ঠাকুরপোর জন্ত  
সকলেই ত বাস্তব হ'য়েছেন। এমন কি আচার্য্যপ্রধান  
দ্রোণাচার্য্যও ঠাকুরপোর অহুসন্ধানের জন্ত কুরুপুরী ত্যাগ  
ক'রে গেছেন।

শ্রুতরাষ্ট্র। আহা ব্রাহ্মণ! তা না হ'লেই বা জগতের জীবের শির  
তোমার পদে নত কেন? তুমিই বস্তুার্থ বুঝেছ যে, বিদ্রুরের জন্ত  
অন্ধের প্রাণকিরূপ কাতর হ'য়েছে! ব্রাহ্মণ! তুমি আমার  
বিদ্রুরের সংবাদ এনে দাও। আমি তোমার অতি বিশ্বাস করি,  
তুমি যে অকপটভাবে আমার বিদ্রুরের অহুসন্ধান ক'রবে,

তাতে আমার স্থির বিশ্বাস র'য়েছে। তুমিই আমার বিহুরের সংবাদ আনতে পারবে। এস ব্রাহ্মণ, বিহুরের সুসংবাদ বলে আমার চঞ্চল চিত্তকে স্থস্থির কর। না, গাক্কারি! হ'ল না, অনেক ক'রে মনকে বোঝালাম, কিছুতেই স্থির হ'তে পারলাম না! মনে হয়, বিহুর আমার সুস্থ নাই, কোন বা ভাল-মন্দ ঘ'টেছে! তা না হ'লে প্রাণের ভাই আমার এতাবং কাল আমাকে ভুলে কি থাকতে পারে? বিহুর কি আমার নিষ্ঠুর ভাই। সে যে সাক্ষাৎ দয়ায় প্রতিমূর্তি। আমাকে যে তার গুরুত্বলা ভক্তি! সে যে আমার ছায়ার মত অনুসঙ্গী। সে যে ভ্রমেও কোন দিন আমার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেনি। হা বিহুর, কি হ'ল ভাই! গাক্কারি! আমার ধর! আমি চারিদিক শূন্য দেখছি! প্রাণবায়ু বহির্গমনের আর বিলম্ব নাই! হা বিহুর! হা বিহুর! তুই কোথায় ভাই! (অবসাদ প্রাপ্ত হওন)।

গাক্কারী। হায় হায় অন্ধরাজ যে মুচ্ছিত হ'লেন! কে কোথায় গো—

মৃতরাষ্ট্র। না গাক্কারি! অন্ধের মৃত্যু হয় কৈ? মৃত্যু হ'লে যে বিহুরের বিচ্ছেদ-বন্ধন আমাকে সহ্য ক'রতে হ'ত না! ভগবান তাই আমার অন্তরে মৃত্যুও লিখেন নাই।

ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ।

ভীষ্ম। অন্ধরাজ! বিহুরের সংবাদ প্রাপ্ত হ'য়েছি, আমাদের পরম-

হিতৈষী মহামতি দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং বিহুরের সংবাদ আনয়ন  
ক'রেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র। দ্রোণা—সংবাদ পেয়েছেন? কোথায়? জ্যেষ্ঠতাত।  
আমার বিহুর ভাল আছে? পূজনীয় আচার্য্যপ্রধান দ্রোণ-  
মহাশয় কোথায়? শীঘ্র আমার তাঁর নিকট নিয়ে যাবার  
ব্যবস্থা করুন। আমি তাঁর প্রমুখ্যাত আমার প্রাণাধিক  
বিতরের সংবাদ অবগত হব'।

দ্রোণ। মহারাজ! আমিও এখানে উপস্থিত।

ধৃতরাষ্ট্র। অহোহো, কি দয়া আপনার! প্রভু! আপনার পাদ-  
পদ্মে আমার কোটি কোটি বার প্রণাম! তারপর, তারপর—  
আমার বিহুর কোথায়? কি অবস্থায় আছে? সঙ্গে শ্রুদেবরাজ-  
কুনারী সাক্ষী সতী পদ্মাবতী আছেন কিনা? এই সকল  
বিস্তৃত বিবরণ বর্ণন ক'রে অক্লের উপস্থিত প্রাণরক্ষা করুন।

দ্রোণ। মহারাজ! মহামতি বিহুর সম্বন্ধে ভিক্ষুক সন্ন্যাসীবেশে  
মহর্ষি দ্বৈপ্যয়ের আশ্রমে ঋষি-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন।

ধৃতরাষ্ট্র। হায়, বিহুর আমার এত অতুলধর্ম্মের মায়া ত্যাগ  
ক'রে আজ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী! জ্যেষ্ঠতাত! এর কারণ কি?  
কোন্ হুংথে—কোন্ অভাবে বিহুর আমার আমাকে ও  
আপনাকে ত্যাগ ক'রে রাজপুত্র হ'য়ে আজ সন্ন্যাসীর বেশ পরি-  
ধান ক'রলে! যে, অতুল সাম্রাজ্যের অধিকারী, অসংখ্য দাসদাসী  
যার আজ্ঞাকারী, সে আজ কিনা বনাশ্রমে সম্বন্ধে ঋষিপরি-  
চর্য্যায় নিযুক্ত!

ভীষ্ম । অক্ষরাজ ! তুমিই তার মৌলিক কারণ । দ্রুথিত হ'ও না, তোমার স্বার্থপরতার তীব্র বিষে ভ্রামণান বিদূষ জঞ্জরিত হ'য়ে এ পিতৃ-পুত্রী—কুরুপুত্রী ত্যাগ ক'রেছে । তুমি স্বেহাক্ষ হ'য়ে যেরূপ পক্ষপাতদ্বরূপ মহাপাপে লিপ্ত হ'তে ব'সেছ, তাতে ধন্বান্না বিদূষ কেন—আজ নয় কাল বাদে অনেকেই এ পুত্রী পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে । তখন বিদূষের দ্রুথ বা অভাব অনুসন্ধানে বাস্তব হ'য়েছ কেন ? আত্ম-হিত অনুসন্ধান কর । আত্মার সন্ধীর্ণতায় জগৎ পর হয়, আত্মবিস্তৃতির মহাকালে জগৎ আপনায় হয় । যাক্, এ সময় আমি তোমার হিতোপদেশ প্রদান ক'রতে আসি নাই । এখন ত বিদূষের সংবাদ শুন্লে, যা ব্যবস্থা হয় কর । আমরা তোমার আজ্ঞাকারী, তোমার ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্য ক'রব মাত্র, কোন স্বাধীন ভাবে প্রণোদিত হব না ।

ঋতরাষ্ট্র । জ্যেষ্ঠ তাত ! সবই বুঝি, 'সবই জানি, কিন্তু কেমন কে জানে, সেহ কি বিষম পদার্থ ! বাছা দুর্য্যোধনের কথা শুন্লেই অমনি যেন কেমন হ'য়ে পড়ি । তখন শত হিতোপদেশ, শত উৎকৃষ্ট ধারণা সবই যেন কোন্ রসাতলে গিয়ে প্রবেশ করে, তা আর বুঝতে পারি না । যাক্ বুঝেছি, আর কার' কথা শুন্ব না, আমি এইবার প্রাণের সুখিষ্টিকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ক'রব । জটিলরাজ্য ব্যাপারে আর লিপ্ত হ'তে চাই না । মন্ত্রী কণিককে আমার আজ্ঞা প্রকাশ ক'রে বলবেন, অবিলম্বে যেন সে শুভদিন নির্দিষ্ট ক'রে আমার

সুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যাভিষেকের সমুদয় দ্রব্য আরোজন করে ।  
আর চলুন, আজই এই মুহূর্ত্তে আমি বিহরকে আনতে যাত্রা  
করি । বিহর, ভাই, তুমি আমার জন্ত আজ এই সকল  
অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রেছ দাদা ! আমার জন্য আজ  
সুদেব-রাজকুমারী ভিখারিণী ? হা অদৃষ্ট ! আজ কুরুবংশধর  
বিহর কি না আপন পিতৃ-পুরীর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ ক'রে  
বনবাসী ! উঃ, ভাবতে গেলেও যে বুক ফেটে যায় ! জ্যেষ্ঠ-  
তাত ! এক্ষণে চলুন, আমাদের বিহরকে আমরা আনি গে ।  
হা স্নেহ ! ভগবান্ ! এত স্নেহে জন্মাককে গঠন ক'রে ছিলে  
কেন ?

ভীষ্ম । অকুরাজ ! আমি একাই নয় ধোম্যপ্রমে যেতেম ?

শ্রুতরাষ্ট্র । না জ্যেষ্ঠতাত ! আমিও বাব, হয় ত আপনি একা  
গেলে সে না আসতে পারে, আমি গেলে অন্ধকে সে কিছুতেই  
প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারবে না ।

ভীষ্ম । উত্তম, এস বৎস ! রাজসভায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করা  
যাক্ ।

[ সকলের প্রস্থান ।



## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

ধোম্যাশ্রম ।

( যান্ত্রিক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত )

পুষ্পপূর্ণ সাজিহস্তে ঋষিবালকগণের প্রবেশ ।

ঋষিবালকগণ ,                      গীত ।

নাইতে গেছে ঋষিঠাকুর তাঁর যাগের আগুন অ'ল'তেছে ।

উঠেছে তার নীল শিখা চুপ্-চুপ্-ব'ল'তেছে ।

চুপ্-চুপ্-চুপ্- ॥

প্রভাত-গান সেরে পাখী, পাঁচের ডালে বসে,

সলসল হাওয়ার বারণ করে যাসু না ব'রে ক'সে,

ময়ূর হরিণ সময় বুঝে যায় না পাশে তার,

ঋষির যোগের কারণ সব যোগাযোগ, এমনটী হয় কার,

পাতার ছাওয়া ঋষির কুটির তাও সে চুপটি ক'রে ভাব'তেছে ॥

•                      চুপ্-চুপ্-চুপ্- ॥

পদ্মার প্রবেশ ।

পদ্মা । বাছারা, এরি মধ্যে এসেছ ? একটু দাঁড়াও, আমি এই  
আশ্রমমার্জ্জনপূর্ব্বক স্থান ক'রে জল আন্ছি, ঠাই ক'রে  
নি. পরে ফুলগুলি রাখ'ব' । ( স্থান করণ ও পুষ্প রক্ষণ ) ।

১ম ঋষিবালক । কথা কই মা, ঋষির আসবার সময় হয় নি ?

পদ্মা । এখনও একটু সময় আছে বাবা । প্রভুর এখনও সমিধ নিয়ে আসবার সময় হয় নি ।

২য় ঋষিবালক । হাঁ মা, শুন্‌চি, তুই রাজার মেয়ে, আর বিদুর প্রভু রাজার রাজা কুরুবাজার বংশধর, তবে তোরা এমন ক'রে কষ্ট ভোগ ক'র'চিস কেন মা !

পদ্মা । বাবাবো, ঋষিদেবার কি কষ্ট হয় ? যিনি ভগবানের সেবার জন্য দিবারাত্রি বাস্ত, তাতে বীর বিন্দুমাত্র শ্রম জ্ঞান হয়নি, আমরা তাঁর সেবা ক'রতে কই অসুভব ক'রব ? দাও বাবা, ফুলগুলি দাও । ( গ্রহণ )

### সমিধ সহ বিদুরের প্রবেশ ।

বিদুর । লও পদ্মা, সমিধ যথাস্থানে রাখা কর । পদ্মা, ভাবাবেশে আমার প্রাণ নৃত্য ক'রে উঠেছে ; আজ গ্রামময় অরণ্যে গ্রাম সমিধ-ক্ষেত্রে গ্রামসুন্দরের সুন্দর চিত্র হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হ'রে আমার পাগল ক'রে তুলেছে । একবার আমার চিন্তা ক'রতে দাও, আমি এই পাখী-উপবেশন করি । আশা হা—কি অনন্ত সুন্দর রূপ ! যতদূর নয়ন-শক্তি প্রসারিত হয়, ততদূর যেন সেই সুবনা-রাশি । হরি হরি, গোবিন্দ ! কি আনন্দ ! এ আনন্দ কুরুক্ষেত্রে কি বোধ হয় ত্রিদিবক্ষেত্রেও নাই ! ( ধ্যানস্থ । )

পদ্মা । প্রভু ধ্যানস্থ হ'লেন । পদ্মা, এ দেখেও তোর প্রভুত্ব আনন্দ ! প্রভু যে শান্তি পেয়েছেন, প্রভু যে আনন্দ লাভ



ক'রেছেন, এই আমার স্বৰ্গস্থ! কুরুপুরীতে নাথ  
যখন পাপাচারগণের খত্যাচার দর্শনে ম্রিয়মাণ হ'য়ে বিষম-  
মুখে "পদ্মা আমার মৃত্যু কেন হয় না" ব'লে কক্ষে এসে প্রবেশ  
ক'রতেন, তখন একদিন আর এখন একদিন। দয়াময়  
গোবিন্দ! করুণানিদান তুমি, তোমার দয়ার অন্ত নাই।  
ঠাকুর! আমার স্বামীর হৃদয়ে আনন্দ দাও। আমার আর  
তোমার কাছে কোন আবেদন নাই করুণাময়।  
ঋষিবালকগণ। চুপ, চুপ, মা! ঋষি আসছেন।  
পদ্মা। প্রভু, দাসী সকলই প্রস্তুত ক'রে রেখেছে।

### ধৌম্যের প্রবেশ।

ধৌম্য। মা, কোন্ দিন আর তোমার কার্গের ক্রটি আছে?  
এত কষ্ট ক'রছিস কেন মা রাজরানি! এখনও ব'লছি,  
রাজ্যে যা, তোদের সব কাজ হ'য়েছে! অর্থ উপার্জন ক'রে  
বিদেশে কেন মা, স্বদেশে গিয়ে স্বদেশবাসীর উপকার  
ক'র্গে যা। এই যে ভক্তপ্রধান বিহুর ভাবে তন্নয় হ'য়েছে!  
বিহুর রে, তুই কি আমার শিষ্য! মনে হয়, তুই যেন আমার  
গুরু ভবার স্তম্ভই কুরুপুরী ত'তে আমার আশ্রমে এসে আমার  
শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছিস। ধন্য ভক্ত তুই, আর দত্ত তোর  
ভক্তি। বালকগণ! ভক্তের মনোভাব বুঝতে পাবছ না?  
শ্রীমদ্ভক্তের সত্যিত শ্রীমদ্ভক্তের রূপ প্রকাশ কর, ভাবকের  
ভাব-গহর আরও উদ্বেলিত হ'ক।

ঋষিবালকগণ ।

গীত ।

অমুপ শ্যামসুন্দর-রূপ কোথায় তুলনা পাই ।

জামল প্রান্তরে, জামল অন্ধরে, জামাষুধি-পরে জামল নসো নাই ।

জাম লাবণ, জাম ভূধর, জামা প্রকৃতি জাম কলেবর,

জামা লতাশুষ্ঠিত জাম তকবর,

জাম সুন্দরকণা যদি এত সুন্দর,

কত সুললিত শ্যামসুন্দর,

ভাবিতে ভাবিতে শ্যাম অনন্তে মিশায়ে যাই ॥

ধোমা । বিহুর । অমুপ শ্যামসুন্দরের রূপ যে ধারণার অতীত, তা'ত এবার স্বকল্পজন ক'বেছ ? কঠোর যোগাচরণে অনাদি-কল্প কাগধ'রে বাঁধ অশ্রু পাওয়া যায় না, সেই অপ্রাকৃত নির্বিকল্প পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ কখন সহজসাধ্য নয় । তবে বৎস ! যে মহাত্মা ভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় গ্রহণ ক'রতে পেরে-ছেন এবং শুদ্ধমতি ভক্তিদেবী যাব প্রতি প্রসন্ন হ'য়েছেন, তাঁর পক্ষে বামনের চক্রধারণের আশ্রয় এই অসাপাণ্ড সাধা মধো পরিগণিত হয় । তৎক্ষণাৎ শাস্ত্রাবগণ শূদ্রদিগের এই সাধন-পন্থাই প্রশস্ত ব'লে নির্দেশ ক'রেছেন । ফল ! তাই আমি তোমার বৈক্যবর্ষে দীক্ষিত ক'রে ভক্তি-পন্থাসুন্দর ক'রতে ব্যবস্থা দান ক'বেছি । জেন' ভক্তির ভক্ত, ভক্তের ভগবান । তাই বলি, সেই বিজ্ঞানাত্মিক ভক্তি-দেবীর প্রসন্নতা লাভে চেষ্টেত হও । তাহ'লেই সংসার-অশান্তির ভর হ'তে পরিদ্রাণ লাভ ক'রতে সমর্থ হবে ।

বিভূর। মহর্ষি! এ নরাধমের কি একপ ভাগা হবে যে, সেই সদানন্দময়ী ভক্তিদেবী আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি ক'রবেন! দোষী। ক্ষান্ত, তোমার সে ভাগা ত পূর্বেই হ'য়েছে। যখন মনাকার্য্যে ভয় এসে উপস্থিত হ'য়েছে এবং সেই সঙ্গে বিষয়-বাসনা ত্যাগ ক'রতে পেরেছ, তখন ভক্তিদেবীর দর্শন লাভ ক'রেই ত বাছাকুরুপুরী ত্যাগ ক'রে আমার তপোবনে এসে উপস্থিত হ'য়েছ। নতুবা সংসারী বা বিষয়ীর সাধা কি যে, সেই দাশদণ্ড মায়ী-শৃঙ্খল ছেদন ক'রতে সমর্থ হয়?

বিভূর। প্রভু! আশীর্ষাদ করুন, আর যেন সেই ভীষণ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে না হয়। যতদিন জীবিত থাক্বে, ততদিন যেন প্রভুর পরিচর্যায় এ পতিত জীবন অতিবাহিত ক'রতে পারি।

দোষী। না বৎস! আমি ত তোমার পূর্ন হ'তেই ব'লে আসছি, তোমার দ্বারা ভগবানের একটি মহত্বেদগু পূর্ণ হবে। এ অকিঞ্চিৎ কার্য্য অপেক্ষা জগতের একটি মহৎকার্য্য সংসাধিত হবে। তোমার দুর্লভ জীবন সামান্য ঋষি-পরিচর্য্যায় অতিবাহিত হ'তে পারে না।

বিভূর। ক্ষুদ্র কীট আমি প্রভু, প্রভুর সেবা বাতীত আমার আর দ্বিতীয় বাসনা নাই। গোবিন্দ, গোবিন্দ! ( ধ্যানস্থ হ'ওন। )  
ঋষিবালাকগণ। সাবধান, সাবধান—ইহা মহর্ষি ধোমোর আশ্রম।

### ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ।

ভীষ্ম। আমরা মহর্ষির অমুগত ভৃত্য, মহর্ষির চরণ-দর্শনার্থি না হই আশ্রমসম্মুখীন হ'য়েছি।

ঋষিবালক । স্বপ্নেই অপেক্ষা কর, মহর্ষির আত্মগ্রহণের অবসর  
দাও । পরিচয় দানে বাধা না থাকলে পরিচয় দান কর ।

ভীষ্ম । আমার নাম গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, আর উনি সেই জাতাক  
কুরুপতি দ্রুতরাষ্ট্র ।

দ্রোণা । বালকগণ ! আমাদের আশ্রয়দাতা রক্ষাকর্তা মহারাজ  
দ্রুতরাষ্ট্র ও কর্তব্যনিষ্ঠ প্রতিজ্ঞাদক্ষ মহামতি ভীষ্মদেবকে  
সাদর আপ্যায়নে আমার নিকট ল'য়ে এস । আমাদের  
সৌভাগ্য যে, আজ প্রভাতে আশ্রমেই রাজদর্শন দ'টল ।

ঋষিবালকগণ । আশুন, আশুন, মহারাজ, আশুন ।

১ম বালক । আপনি কৃষ্ণ আমাদের রাজা ?

২য় বালক । আপনার গারে উজ্জ্বল এ গুলো কি মহারাজ !

৩য় বালক । অতি নয়নরঞ্জক মনোবন বস্ত্র ত !

৪র্থ বালক । মহারাজ ! এ সকলের নাম কি ? বা বেশ ত !

৫ম বালক । মহারাজ ! এ সকল কোথায় পাওয়া যায় ?

৬ষ্ঠ বালক । কোন্ পুষ্পোদ্যানের পুষ্পরঞ্জে ইহাদের জন্ম ?

ভীষ্ম । সরলজন্মের ঋষিকুমারগণ ! এই সকল উজ্জ্বলতাবিশিষ্ট  
বস্ত্রের নাম মণি-মুক্তা-প্রবাল, এক কণায় ইহাদিগকে রত্ন  
বলে । বিশ্বপতির বিশ্বপুষ্পোদ্যানবেষ্টিত রত্নাকরে ইহাদের  
জন্ম । চলুন, এক্ষণে মহর্ষির চরণ বন্দনা করি । তপোধন  
দাস ভীষ্মের প্রণাম গ্রহণ করুন ।

দ্রুতরাষ্ট্র । মহর্ষি ! জাতাক হতভাগোরও প্রণাম গ্রহণ ক'রবেন !

জ্যেষ্ঠতাত, মহর্ষি এই স্থানে না ?

ধোনা । কুরুপতি ! বাস্তব হবেন না, আমি আপনার প্রণাম গ্রহণ ক'রেছি ! এক্ষণে কি মানসে সহসা আমার তপোবনের ঐশ্বর্য্যশ্রী বর্জিত ক'রলেন ? আশা করি, সে অমুসন্ধিৎসা-বৃত্তি শীঘ্রই চরিতার্থ ক'রবেন ।

বিহুর । (ধোম্যকে প্রণামপূর্ব্বক) একি বাবা গোবিন্দ, একি আদেশ ক'রছেন ! আচ্ছা বাবা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, আমি কে বাবা ! জ্যেষ্ঠতাত, অর্থাৎ দাস বিহুর আপনাদিগকে প্রণাম ক'রছে । (পদ্মারও ধোমাচরণে পরে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও স্বামী-পদে প্রণাম) আপনাদের কুলবধু পদ্মাও শ্রীপদে প্রণত, আশীর্বাদ করুন ।

ভীষ্ম । ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাক মা !

ধৃতরাষ্ট্র । মহর্ষি ! সব কথাই শ্রুত আছেন এবং সকল কথাই শুনবেন । অন্ধের অপরাধ গ্রহণ ক'রবেন না । উপস্থিত আমার বিহুর আমার প্রণাম ক'রলে না ? একবার প্রাণের বিহুরকে আমার হৃদয়ে হস্তার্পণ ক'রতে বসুন, আপনার শ্রীচরণে আমার এই নিবেদন ।

ধোনা । বিহুর ! তোমার পূজা অগ্রকের অনুরোধ রক্ষা কর ।  
( বিহুরের তথাকরণ )

বিহুর । (স্বগত) বাবা, গোবিন্দ, এই তোমার ইচ্ছা হ'ল ! আবার কণ্টকে বিদ্ধ ক'রবেন ! আচ্ছা বাবা, তোমার কি ইচ্ছা আছে, তাই দেখি ! (প্রকাশ্যে) দাদা, এ আদেশ কেন ?  
ধৃতরাষ্ট্র । এ আদেশ কেন ? দে—দে ভাই, হাত খানা তোর

দে । (বক্ষে গ্রহণ পূর্বক) দেখ্, দেখ্, বিভূর, দেখ্, দেখি নিষ্ঠুর,  
তোমার জন্ত অন্ধের হৃদয় কিরূপ অস্থির হ'য়েছে দেখ্ ? দেখ্,  
অনুভব ক'রতে পার্ছিস্ ? ভাই রে, তোমার জন্য আমার  
আহার নিদ্রা সকলই অম্লহিত হ'য়েছে । আমাদের কুরুপুত্রী  
অন্ধকারময় হ'য়েছে । অন্ধের আশাভরসা তুই যে আমার  
বিভূর ! কি হ'ল ভাই, কোন্‌ ছাথে, কোন্‌ অভাবে তুই অন্ধের  
উপর অভিমান ক'রে কুলের কুলবধূকে ল'য়ে সংসারশ্রম ত্যাগ  
ক'রে এলি দাদা ! এও কি প্রাণে সম ? মহর্ষি ! তব প্রাণের  
বিভূরকে আমার সঙ্গে দিন, নয় হতভাগাকে আশ্রমের  
কণ্টকস্বরূপ জ্ঞান ক'রেও তাকে আশ্রয় দান ক'রে আপনার  
অনন্ত উদারতার পরিচয় দান ক'রুন । আমি বিভূর বিহনে  
ক্ষণমুহূর্ত সেই অন্ধকারনগরী কুরুপুত্রীতে কিছুতেই অবস্থান  
ক'রতে পারব না । মা গো ! কুরুকুলের কুললক্ষ্মী সুদেব-  
রাজনন্দিনী, তুইও মা, সময় পেয়ে হতভাগোর উপর বাম  
হ'লি ? অথবা সাক্ষি ! তোমার দোষ কি ? কায়ামুগত ছায়া,  
ইচ্ছাই চিরপ্রসিদ্ধ । মা, অন্ধের অবস্থা তুইও একবার  
দেখ্ !

ভীষ্ম । বিভূর ! তুমি মহাজ্ঞানী, তোমার শরীর বিশিষ্ট দয়ামায়ার  
গঠিত । সুতরাং সহজেই বুঝতে পার্ছ যে, তোমার বিরহ-  
যন্ত্রণা অন্ধরাজের হৃদয়ে কিরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় পরিণত  
হ'য়েছে ! এখন তোমার কর্তব্যবিহিত কার্যের অনুষ্ঠান  
ক'রে অন্ধের নিস্তেজ হৃদয়ে বল দান কর বৎস !

দেমা। ক্ষান্ত! আমি তোমায় পূর্বেই বলেছি, তোমাকর্তৃক  
ভগবানের একটা মহত্বদেয়া সংসাধিত হবে। যাও, তাঁর ইচ্ছায়  
তোমার পূজনীয়গণের সম্মান রক্ষা কর গে।

শুভরাত্রি। প্রাণের বিহুর! আমার সহিত গমন ক'রে আমার  
প্রাণের আশা পূর্ণ ক'রবি চন্ ভাই! আমি আর রাজকাণ্ড  
ক'রব না, আমার প্রাণের যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যভিষিক্ত  
ক'রবার ব্যবস্থা ক'রে আমি তোকে নিয়ে বাবার জন্মই  
এসেছি। মহর্ষি! দয়াপূর্বক আপনিও গমন ক'রবেন  
চলুন। কি বিহুর, নীরব রৈলে কেন ভাই!

বিহুর। আর্গা, আর সেই পাপময়ী পুরীতে প্রবেশ ক'রব না  
ব'লেই প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হ'য়ে এই মহর্ষির তপোবনে এসে প্রবেশ  
ক'রেছিলাম, তারপর আজ যদি আবার বাবা গোবিন্দের  
ইচ্ছায়, মহর্ষির আজ্ঞায়, আপনার ও জ্যেষ্ঠত্বের অনুরোধে  
সেইস্থলে গমন ক'রতে হয়, তাহ'লে আমার ক'য়েকটা  
অনুরোধ আপনাকে রক্ষা ক'রতে হবে। তা না হ'লে  
আমি কখনই আপনাদের অনুরোধ রক্ষা ক'রতে পারব না  
দাদা!

শুভরাত্রি। বল ভাই, আমি স্বীকার ক'রছি, নিশ্চয় আমি তোমার  
অনুরোধ রক্ষা ক'রব। বিহুর রে! নিষ্ঠুর! তোকে আমার  
অদেয় কি আছে ভাই!

বিহুর। তবে দাদা, আপনি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন যে,  
আমি আর সে পাপপুরীর মধ্যে অবস্থান ক'রব না। পজ-

কুটীর নির্মাণ ক'রে তন্মধ্যে অবস্থান ক'রব এবং কুরুকুলের  
অন্ন গ্রহণ ক'রব না, ভিক্ষায় জীবনাতপাত ক'রব ।

ধৃতরাষ্ট্র । অহো বিদূর, তুই কি এত কঠিন রে ! তবে ভাই, তাই  
ক'রে যদি তুই তৃপ্তি পাস, তাতেও আমি দুঃখিত নই, দিনের  
মধ্যে তোর চাঁদমুখের একবার একটী কথা শুন্তে পেলেও  
অন্ধের প্রাণ উৎফুল্লতা লাভ ক'রবে । চল্ ভাই, এস মা, আমুন  
মহর্ষি, আমুন জ্যেষ্ঠতাত, আজ আমার বিদূরকে পেয়েছি,  
আর আমার দুর্বলতা নাই, যেন শতহস্তীর বন্ধারণে সমগ্ন  
হ'য়েছি । চলুন, আবার আমার প্রাণের যুধিষ্ঠিরকে রাজা ক'রে  
আরও হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন ক'রব ।

ঋষিবালকগণ । রাজা, আমাদের নিয়ে যাবেন না ? মহর্ষি ! আমরা  
রাজদশনে যেতে পারি কি ?

ধৃতরাষ্ট্র । চলুন বাবারা, আমার যুধিষ্ঠির রাজা হবে, আপনারা  
অশীর্ষাদ ক'রতে যাবেন বৈ কি ! মহর্ষি ! বালকগণকে সঙ্গে  
নি় ।

দ্রোণ । চল বৎসগণ ! হরিগুণাহুগান ক'রতে ক'রতে যাই চল ।

ঋষিবালকগণ ।

গীত ।

বদনে বল হরি, আসিবে ব্রহ্মের হরি,

সে যে শুনতে নিজের নাম বড় ভালবাসে ।

বল হরিবোল, বল হরিবোল ।



কতটু অমিয় ছানি, হ'য়েছে সে নাম খানি,  
ত্রুকা আদি শূলপাণি সে নাম-রসে ভাসে ।

বল হরিবোল, বল হরিবোল :

নাম ডাকা যবে হবে, রূপ এসে দেখা দিলে,  
তোর মনের মত রূপ যে;

ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠাম, নবদুর্জাদলশাম,  
পাবি দেখা নয়নাভিরাম পীতবাসে ।

বল হরিবোল, বল হরিবোল :

[ সকলের প্রস্থান ।

যষ্ঠ গর্ভাক্ষ ।

মন্ত্রণাক্ষ ।

দুর্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণের প্রবেশ ।

দুর্যোধন । আগে ! অসহ্য রে তাই দুঃশাসন !

রাজা হবে যুধিষ্ঠির !

দুঃশাসন । দাদা, বাবা বেটা নিমকহারাম,

চ'লে গেল হুস্মন্ বালাই বিদুর—ছেঁড়া লক্ষীছাড়া,

হাম্বড় হ'য়ে গেল তাহারে আনিতে ।

খোসামুদে বেটা ব'লে গেছে কণিক মন্ত্রিরে,  
অভিমেক আয়োজন ক'রে রেখ' তুমি,  
আসি আমি যুধিষ্ঠিরে দানিব রাজত্ব ।  
দেখ দাদা, বাবার মূৰ্ত্তি ।  
না আছে গো কিছু বহু গহ বোধ ।

ভূয়োধন । সখা, এখন উপায় ?

রাজপুত্র আমি রাজ্যেতে বঞ্চিত হই নু,  
অহো—না মরিমু কেন জননী-জঠরে ?

কর্ণ । পিতা হ'য়ে যদি ভাই, করে বঞ্চিত সম্মানে,  
যন্ত্রণা বিহনে কি মন্ত্রণা আছে তার ?  
বুঝি নাই তাঁর ব্যবহার.

অনুরে উদ্দেশ্য কিছু থাকিলেও থাকিবারে পাকে

ভূঃশাসন । ছাই আর ভস্ম !

উদ্দেশ্য ত ? মাথা আর মৃত্ত ।

অগ্নি-কুণ্ড জ্বলিল মে বোকা,  
ভেঁকা হ'য়ে দেখিবে পশ্চাতে—

এ কুরু-সমুদ্রে হবে সমুদ্র-মহন ।

ভূয়োধন । বিষে নিজে হবে জর্জরিত !

রাজপুত্র আমি, আমি আজ—

হবো পাণ্ডবের সদা আজ্ঞাকারী !

ভিতারীর সম রহিব তাদের মুখাপেক্ষী হ'য়ে !

ভূঃশাসন ! সখে কর্ণ ! মৃত্যু ভাল এর চেয়ে ?

কর্ণ । ভাই, হ'ও না অধীর,  
হোক অগ্রে যুদ্ধিষ্ঠির রাজা,  
থাকে যদি বাহুবল, রাজত্বসম্বল  
পল কালে হবে করতলগত ।

দুর্যোধন । কিন্তু অপমান—এর প্রতিদান কিসে হবে ভাই !

দুঃশাসন । নাই, নাই দাদা, এর প্রতিদান ভবে !

ঢেলা মারলেই পাটকেলে হয় প্রতিদান,  
ক'রলেই চুরী, ক'বে বাটপাড়ি,  
মারলে ঘা, কেটে নিতে হয় মাথা,  
দাদা, এ সব মন্তুণা কার জ্ঞান ?  
সেই বিদূরে অগ্নেয়ে ছেঁড়া,  
বাবা ভেড়া মজ্জেছে তাহার ।  
দাদা, শুনব না কারো কথা,  
এলে বেটা কাটব বেটার মাথা ।  
তখন বলো না যেন খুড়ো—  
আরে ছাঃ, এমন কাজও করে !

দুর্যোধন । দুঃশাসন, ভ্রম, ভ্রম,

অপমান রহিল স্মরণ ।

এই অপমান প্রতিশোধ চাই !

তবে ভাই, নিভিবে এ হৃদয়-আগুন ।

বিগুণ বিধাতা, না হ'লে কি পিতা

আজ পুত্রে হ'য়ে বাম,

মনস্কাম পূরণ শত্রুর ?

ক্রুর পিতা, ঋ বুকিল পুত্রের মমতা !

সখা, সখা যাই কোথা ?

কোথা গেলে হয় হৃদয় শীতল ?

জল—জল—পুড়ে যাই, সখা, যাই যাই,

রাজা হবে যুধিষ্ঠির ! রাজপুত্র আজ পথের ভিখারী !

অহো, না পারি রহিতে স্থির আর,

সখা—চল যাই—তটিনী-পুলিনে ।

[ বেগে প্রস্থান ।

কর্ণ : চল সখে ! অবিলম্বে পাইবে সুফল ।

[ প্রস্থান ।

দুঃশাসন । একবার বিদুরে বেটা এলে হয় ! বাবাবেটার ত  
চোখ নেই, এবার কানের মাথাটাও খার, তাহ'লে আলাই  
বালাই ঘুচ যায় ।

নেপথ্যে—জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয় ।

দুঃশাসন । শুনু, বাবা বেটার আক্কেলটা ! তবে বুকি বিদুরে  
বেটাও আবার এসে জুটেছে !

[ প্রস্থান ।

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক ।

কুটীর।

### পদ্মা ও কুন্তার প্রবেশ ।

পদ্মা— কি হবে দিদি রাজবাটী, আমাদের পাতার কুঁড়ই ভাল। এখানে থাকলে মান-অভিমান, হিংসা-কলহ কিছুই কোন আলা ঝগড় পোয়াতে হয় না। তাই প্রভু, এই কুটীর রচনা ক'রেছেন। ব'লেছেন পদ্মা, ভিক্ষা ক'রব খাব, আর প্রাণ-ভ'রে প্রাণগোবিন্দের নাম ল'য়ে ইহজীবনটা কাটিয়ে দোব।

কুন্তী।— তার চেয়ে আর সুখ কি বোন, আমিও তাই পোড়া ছেলেগুলোকে ব'লি, কেন বাবা তুর্ধ্যোধনাদির সঙ্গে মিছে ঝগড়া করা; তার চেয়ে অনন্ত বনরাজ্য প'ড়ে র'য়েছে, সেইখানে গিয়ে বাস করিগে চল। যুধিষ্ঠিরের আমার তাতে যে অমত, তা নয়; কেবল ভাইপো আমার সকল বিষয়ের হস্তা হ'য়ে পড়েন। বলেন—পিসিমা, রাজার ছেলে রাজ্য না ক'রে বনে গেলে ধর্ম্মরক্ষা করা হয় না। অমনি পাঁচজনেই বোন, বিগড়ে বসে। আমি আর কি ক'রব, যা গোবিন্দের ইচ্ছা আছে, তাই হবে। যাক—পরুমধার্ম্মিক বিদুর ভালই ক'রেছে, এখন বুঝছি—আমার গোবিন্দ তার প্রতি অমুকুল!

পদ্মা । 'দিদি, শুনি গোবিন্দ নাকি মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে  
 . এসে দেখা ক'রে যান, কৈ—দিদি, মহাপাপিনী আমি—এত  
 দিন কুরুপুরীতে এসেছি, একদিনও ত ভাগ্যবশে প্রাণগোবিন্দকে  
 দেখতে পেলাম না ! বনান্তরে যখন ছিলাম, তখনও  
 তাঁকে দর্শনের জন্ত কত যে সাধা সাধনা ক'রেছি, তার আর  
 ইরত্তা নাই, তবু পোড়াকপালীর ভাগ্যে গোবিন্দদর্শন হ'ল না !  
 প্রভুও আমার মত কাঁদেন, কেন দিদি, আমাদের পোড়া  
 ভাগ্য কি এতই মন্দ ! (রোদন)

কুন্তী । পদ্মা বোন, কাঁদিস্ না, গোবিন্দ ত আমাদের ঘরে  
 ছেলে, মনে ক'রলেই গোবিন্দ এসে দেখা ক'রবে ।

পদ্মা । আর বোন, তাই ভাবতে ভাবতেই দিন কেটে গেল  
 আচ্ছা দিদি, ব্রজের যশোমতী কি ভাগ্যবতী, সে পরের  
 ছেলেকে ঘরের ছেলে ক'রে নিলে, আর আমরা ঘরের  
 ছেলেকে কিনা একবার ঘরে এনে দেখতে পারলাম না ।

### শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । শিসিনা, এখানে আছ গা ?

কুন্তী । কে রে, কে রে, আমার কৃষ্ণ ! ও বাবা । তুই কখন  
 এলি ? আর, আর, এই তোমার কথা হ'চ্ছিল বন !

পদ্মা । একি দিদি, চাতকীর তৃষ্ণাতেই যে বর্ষার মেঘ উদয় হ'ল !  
 আচ্ছা, বাছার আমার কি রূপ !

শ্রীকৃষ্ণ । আমার কথা হ'চ্ছিল কেন পিসিমা, আমার বুঝি মন্দ ব'ল'ছিলে ? ( প্রণাম । )

পদ্মা । যাট্ যাট্, কে তোমায় মন্দ ব'ল'বে বাবা ? শক্রতেও যে তোমায় মন্দ ব'ল'তে পারে না কৃষ্ণ !

শ্রীকৃষ্ণ । ইনি আবার কে পিসিমা !

কুন্তী । চিনিস্ না গোবিন্দ ! আমার ছোট যা রে, মহামতি বিহুর ঠাকুরপোর স্ত্রী, শ্রীমদেব-রাজকন্যা পদ্মাবতী ।

শ্রীকৃষ্ণ । ও পিসি মা, রাজার মেয়ে ক'ড়ের কেন গা ? ( হাস্য ) তাহ'লে ইনিও আমার পিসি হন ? পিসি মা, আস কৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম ক'রছে, আশীর্বাদ করুন । ( প্রণাম )

পদ্মাবতী । ওমা, ওমা, দিদি কি ক'রলে—কি ক'রলে ? সাধনার ধন, তপস্যার রত্ন যোগিঋষির আরাধনার বস্তু, আমার পাশে যে লুটায় দিদি ! এ পাপ আর রাখব' কোথা ? কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ! মায়াময় ! ক'রলে কি, ক'রলে কি ? পাতকিনীর কোন্ অপরাধে আজ মহাপাতকিনী ক'রলে কৃষ্ণ !

শ্রীকৃষ্ণ । কেন আজ ঘরের ছেলেকে পর ক'রে দাও মা ! তুমি আমার প্রণমা, তাই তোমায় প্রণাম ক'রছি । এই জন্তই ত পিসিমার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আমি এসে সাক্ষাৎ করিনি । আসি, আর পালিয়ে যাই ।

পদ্মাবতী । বাবা, এর জন্য তুমি এতদিন-হতভাগ্য আর হত-ভাগিনীকে দেখা দাওনি ? তবে আজ কি মনে ক'রে জগন্নাথ ! পাতকিনীকে মহাপাতক্যর্গবে নিমজ্জিত ক'রতে

এলে ? বনাশ্রমে যে জীপুকষে মিলে “দেখা দাও, দেখা দাও হরি” ক’রে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কেলেছি, কৈ তখন ত করুণাসিন্ধু ! তোমার বিন্দু করুণারও কণা দেখতে পেতেম না ! তবে আজ সহসা একি ভাব বাবা !

শ্রীকৃষ্ণ । তোমাদের সঙ্গে যে সখ্যক না, সেই সখ্যকে ত একদিনও ডাকনি, ডাকলে কি আর আপনার লোকের সঙ্গে দেখা ক’রতে বিলম্ব ক’রতাম ? কৈ পিসিমা ত এমন কথা একদিনও ব’লতে পারেন নি ।

কুন্তী । ব’লেই বা কি হবে কৃষ্ণ ! তুই যা ব’ল’বি আর ক’র’বি তাই ত হবে । এখন কান্ধালিনীর সঙ্গে ছলনা ছাড়, কান্ধালিনী তোরা জন্য পাগলিনী রে কৃষ্ণ, তোরা জন্তু সর্বদা পাগলিনী ; ঠাকুরপো ত তোরা নাম ক’রেই বিভোর । ভিক্ষারে দিন-পাত, আর তোরা নাম !

পদ্মা । বাবা, যদি হৃদয় চিরে দেখাবার হ’ত, তাহ’লে এখন দেখাতাম বাবা, তাকে দেখবার জন্ত আমাদের প্রাণ কিক্রম কাতর কৃষ্ণ !

শ্রীকৃষ্ণ । পিসিমা, আমার মনের কথা তোমায় যা ব’ললাম । আমাকে নারায়ণ, আমাকে জগন্নাথ, তোরা এত কথা কেন ব’ল’বি না ? একবার কৃষ্ণকে ডাকলে যে কৃষ্ণ তোদের আজ্ঞাকারী না, সে কৃষ্ণকে অত তবস্বতি ক’রলে কি হয় বল দেখি পিসিমা ! মনে মনে লজ্জা হয় না ?



## বিদুরের প্রবেশ ।

বিদুর । একি পদ্মা, একি ? দোব ! একি ? ধানের বস্ত্র বিদুরের  
পত্রকুটীরে দাঁড়িয়ে নয় ? না বর্ষার মেঘ আজ আমার কুঁড়েয়  
এসে ছেয়ে গেছে ? আহা মরি রে, আমার নবজলধরের এমন  
বর্ণ !

শ্রীকৃষ্ণ । এই দেখ দেখি পিসমা ! এখন কি ক'রতে ইচ্ছা হয়  
বল দেখি ? সাধ ক'রে কি আমি আসি না ? আমি এবার  
পালাব ।

বিদুর । পালাবে বৈ কি নবঘনশ্রাম ! পাপ-বন্ধায় স্থির হ'য়ে  
থাক্তে পারবে কেন ? আ মরি, আমার পীতবাসের পায়ের  
নূপুর যে আপনি বাজে ! ময়ূরচূড়া যে বিনা সমীরে আপনি  
দোলে রে !

## গীত ।

দোলে দোলে আপনি দোলে ভাষমর ভাবের দোলে ।

নূপুর দোলে চূড়া দোলে, মকরকুণ্ডল দোলে,

নাশায় তিলক দোলে, দোলে বনমালা গলে ।

ভাবের দোলা এমন ভাবে, না দোলালেও সে দোলাবে,

হেলিবে নাচিবে খেলিবে, ভাসিবে কাঁদিয়ে হাসিবে,

এমন দোলায় যে ছলিবে, তারে ডুবতে হবে ভাবের জলে ।

শ্রীকৃষ্ণ । শুনুছ পিসমা, বেজায় বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠছে, আমি আর

এক পলও দাঁড়াতে পারব না । কেন বাবা, তুমি আমার কি দেখে আমার সঙ্গে এত লাগলে বল দেখি ?

বিভূর । যা দেখেছি, তা কোথায় দেখাও হরি ! ধানের ক্ষেত্রে যা পাঠ বাবা, চম্বচক্ষে যে তা দেখতে দাও নি । পদ্মা, পদ্মা, এতদিনের পর আমাদের সকল সাধনা সার্থক হ'ল ! আসন আন পদ্মা, প্রাণগোবিন্দ যে আমার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রইলেন ! ক'বেছ কি পদ্মা, এতক্ষণ প্রভুকে আমার পাণ্ড-অর্ঘ্য দিয়ে দরিদের পর্ণকূটারে বসাতো নি ? হা প্রভু, এতদিনের পর দানের উপর দয়া হ'য়েছে ?

পদ্মা । ওগো, অমন কথা আমার গোবিন্দের ভাল লাগে না ।

শ্রীকৃষ্ণ । বল আর কেন বাবা, আশা ত পূর্ণ হ'য়েছে ? এখন ছেড়ে দাও, যে জন্ত এসেছি, তার একটু কাজ করি । পিদিমা, তুমিও নিশ্চিত র'য়েছ, বড়দাদা নয় আজ রাজা হবে ? কুন্তী । তই ইচ্ছা ক'রলেই হবে । তোর কি ইচ্ছা হ'য়েছে, তাই আগে বল দেখি বাবা ?

পদ্মা । ওগো, আমাদের প্রাণগোবিন্দ আমাদের বুদ্ধিষ্ঠিরকে রাজা ক'রতে এসেছে !

বিভূর । ঐশ্বর্যের কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য দিতে এসেছ, তাই বুঝি আজ নাশুর্য্যের ভাব ভুলে যাচ্চ ? যাও, যাও বৎস, তাই ভুলে যাও, যা ক'রতে এসেছ, তাই কর । আর বিভূর তোমার ইচ্ছায় বাধা দিবে না বাবা ! তবে দরিদের ইচ্ছাও যেন পূর্ণ ক'রতে ভুল না ।

শ্রীকৃষ্ণ । রক্ষা কর বাবা, তা আমি কখন ভুলব না, এখন চূপ কর ।

পিসিমা, দাদার জন্তে মালা গেঁথে এনেছি, চল, আগে দাদার গলায় পরিয়ে দিগে । ও মা ! পিসিমা, তুমিও এমন হ'য়ে গেছ, দাদা রাজা হবে, তাতেও তোমার আনন্দ নেই ?

কুন্তী । বাবা, তোর আনন্দ তুই কর । আমার আনন্দ ত কৃষ্ণ, তোকে দিয়ে আমি কান্দালিনী হ'য়ে ব'সে আছি ।

নেপথ্যে—জয় যুধিষ্ঠিরের জয় ।

শ্রীকৃষ্ণ । না পিসিমা, তুমি চল, বাবা, তুমিও চল, আমি দাদার গলায় এই মালাছড়াটা পরিয়ে দিয়েই চ'লে যাব । জান ত মা, আমি দ্বারকা ছেড়ে চ'লে এসেছি । চ'লে এস না মা ! চ'লে এস ।

কুন্তী । চল বাবা, তোর কোন্ ইচ্ছা আর অসম্পূর্ণ থাকবে ? যা সাধ ক'রেছিস, তা পূর্ণ ক'রবি চল । কিন্তু কৃষ্ণ, হানাতো পারবি না, জানি বাবা, তুই বারে হানাস, তারেই কান্দাস ! বিদুর । আমি হাসবও না—কান্দবও না, এইটী ব'লে নিয়ে চল দরাময় !

পদ্মা । আমি হাসব, কান্দব, আর দিবারাত্রি তোর চাঁদমুখ দেখব, এইটী ক'রিস, নীলমণি !

[ সকলের অহ্বান ।

## অষ্টম গর্ভাঙ্ক ।

রাক্ষসভা ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, পুরনারীগণ,  
ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিহুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য,  
ধৌমা, ঋষিবালকগণ ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ।

ভীষ্ম । আজ অক্সরাজ পাণ্ডবপ্রধান সুধীর যুধিষ্ঠিরকে যৌব-  
রাজ্যভিষিক্ত ক'রে আপনার কর্তব্য-বন্ধন হ'তে মুক্ত করেন ।  
এক্কেণে সভাস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ  
কুরুপতি অক্সের এই সদমুষ্ঠানে সম্মতি প্রদান ক'রে প্রাণাদিক  
ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের কল্যাণ কামনা করেন ।

সকলে । জয় মহারাজ কুরুপতির জয় । জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের  
জয় ।

ধৃতরাষ্ট্র । এক্কেণে মহর্ষি, আমার যুধিষ্ঠিরের মস্তকে রাজমুকুট  
পরিধান করিয়ে দিন । বাবা যুধিষ্ঠির ! অক্সের কর্তব্য যা, অক্স তা  
একরূপ সমাধান ক'রলে, এক্কেণে তোমার মহৎ কর্তব্যপথ  
তোমার সম্মুখে অনন্তভাবে প্রসারিত হ'ল, ক্রমশঃ প্রবেশ  
ক'রে পুরবাসিগণের ও সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরথ  
পূর্ণ কর ।

যুধিষ্ঠির । জ্যেষ্ঠতাত ! আশীর্বাদ বরুন ।

ধোমা। গোবিন্দ তোমার মঙ্গল বিধান ক'রুন। এক্ষণে এই সিংহাসনে উপবেশন ক'রে চন্দ্রকুলগৌরব রাজমুকুট পরিধান কর বৎস! রাজলক্ষ্মী অচলা হোন, অনুক্ষণ গৌরবশ্রী মণ্ডিত থাক। পুত্রকন্ডে প্রজাপালন কর, সতত ত্রায়াধুভর্তী থেকে ধর্মের জয় ঘোষণা কর।

সকলে। যতো ধর্ম স্ততো জয়—জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।

ধোমা। এক্ষণে পূজনীয়গণ বৎস যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করুন। অগ্রে আচার্য্য দ্রোণের আশীর্বাদ প্রশস্ত। (যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ধাত্ত দূর্বা প্রদানপূর্বক) বৎস! ধর্মই রাজগণের যশোগৌরবশ্রী বর্ধন করেন।

ঋষিবালকগণ। রাজা, আমরাও ধাত্তদূর্বা এনেছি, তোমার আশীর্বাদ করি, তুমি দিগ্বিজয়ী রাজা হও, আমাদের তপোবন রক্ষা কর। গৃহনীয় ঋষিগণ নির্বিলম্বে যাগযজ্ঞ সমাধান করুন।

ভীষ্ম। ভ্রাতঃ! গোবিন্দকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে ত্রায়ধর্মের অনুভর্তী থাক। (অতীত সকলের আশীর্বাদ করণ)

ঋতরাষ্ট্র। বাবা, আমি আর কি আশীর্বাদ ক'রব, সমজ্ঞানে সকলকে প্রতিপালন কর। ভাই বিহুর, কেমন হল'ত? আমি নিশ্চিত হ'লাম—আমার পুত্রের যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিয়ে নিশ্চিত হ'লাম। এবার ঈশ্বর-চিন্তার কালাতিপাত ক'রব। চল, এক্ষণে অন্তঃপুরে যাওয়া যাক, নর্ত্তকীদের স্তম্ভাগীভ ক'রতে বল।

বিহুর । সব গোবিন্দের ইচ্ছা দাদা ! নর্তকীগণ, তোমরা একটু  
আনন্দ-প্রমোদ করে অক্ষরাজের আজ্ঞা প্রতিপালন কর ।  
সকলে । জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয় ।

নর্তকীগণ ।

গীত

কুক-সরসে হরষে—হাসিল কমল রে ।  
ভুবন উজিল, মলয়ে ছুটিল, সৌরভ বিমল রে ।  
শুভ্রিল অলিকুল, পিক কুণ্ডতানে গাহিল,  
ফুটিল নবাকুর, বসন্ত আসিল,  
নাগীনা যুবতী মধুরা মুরতি—  
ধরিয়। প্রকৃতিসতী কিবা তাব ঢল্ ঢল্ রে ।

সকলে । জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয় ।

[ সকলের প্রস্থান ।





## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

মন্ত্রণাকক্ষ ।

চত্বর-স্তম্ভের অন্তরালে দুর্বোধ্যন, কর্ণ, দুঃশাসন ও  
ঘাতকগণ দণ্ডায়মান এবং শকুনির প্রবেশ ।

শকুনি । ( স্বগত ) আর কাল প্রতীক্ষা ক'রতে—পার্লমেন্ট না,  
অসহ পিতৃ-বিয়োগ-যন্ত্রণার আমার পাগল ক'রে তুলেছে !  
সে কাল পূর্ণ হ'তে আর কত কাল অবশিষ্ট আছে,  
তাই একবার দেখতে এলাম । ভেবে ছিলাম, যুধিষ্ঠির রাজা  
হ'য়েছে, অবশ্যই পাপমতি ক্রুর দুর্বোধ্যন এখন তার বিরুদ্ধে  
আপন অমুসঙ্গিগণকে ল'য়ে মন্ত্রণা-কক্ষে দিনরাত্রি অতি-  
বাহিত ক'রছে ! কৈ তার ত কোনও আভাসই পাচ্ছি না ।

তবে কি শকুনির অনুমান বার্থ? হায় রে! তবে কি পিতৃ-প্রতিহিংসা প্রতিসাদিত হবে না? তবে এই পিতৃ-অস্থি-নিশ্চিত অক্ষ বহন ক'রছি কি জ্ঞাত? পিতা, পিতা, কৈ—সে দিনের দিন কবে পাব? কুরুমেধ-যজ্ঞে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'য়েও যে সে দিন অন্বেষণ ক'রতে পারছি না! পিতা, আর কতকাল, আর কতকাল? যাক—এখন একটু অগ্নিকণা দেখতে পেলে হয়, তাতেই প্রলয়-বহ্নির সৃষ্টি হ'তে পারবে। ঐ নয়, দুঃশাসন, দুর্যোধন এই কক্ষের চত্বর-স্তম্ভের অন্তরালে দণ্ডায়মান! তাই ত, এতক্ষণ দেখিনি! তাই ত বাণী যে, শকুনির অনুমান বার্থ হবে? কেন ওরা অত সঙ্কোচে—অবশ্যই কোন দুর্যভিসন্ধিতে দণ্ডায়মান! যাওয়া যাক, বলি—এ—কে—কে তোমরা?

দুর্যোধন। (রোদন স্বরে) কে মাতুল! মাতুল! কতক্ষণ এলেন? মাতুল! দুর্যোধন আজ পথের ভিখারী।

দুঃশাসন। মামা গো, সে দুঃখের কথা তুমি কি আর শুন না মামা! শকুনি। বাছা রে! না শুনলে কি কোথায় গান্ধার-রাজ্য, আর কোথায় কুরুক্ষেত্র, বুঝতেই ত পারছ বাছা! এত কষ্ট ক'রে এসেছি কেন?

দুর্যোধন। মাতুল! শুনেছেন কি, আমাদের ভাগ্যদেবীর প্রণাম প্রতিপক্ষ কে?

শকুনি। তা বাপু, তার অনেককেই ত তোমার কুরুপুরীতে দেখতে পাই। তবে বিশেষত্ব আছে।



দুঃশাসন । ঠিক ব'লেছ মামা, ঠিক ব'লেছ, বিশেষত্ব—যা কুড় ধরেছ—একটু এগিয়ে প'ড়লেই সেই বেটা বিদুরকে গিষে ধ'রতে পারবে। মামা গো! তুমি বুদ্ধিমান, তুমি এখানে থাকলেও আমাদের কতকটা আশাভরসা হয়, নৈলে—বানের জলে ভেসে যাউ মামা, একেবারে ভেসে যাউ।

শকুনি । যাক্, বাপু হে—এখন তোমরা এখানে কার জন্তু অপেক্ষা ক'রছ বল দেখি।

দুঃশাসন । ( কর্ণে কখন )

শকুনি । এই ত বুদ্ধি বাপ, এই ত বুদ্ধি! শাস্ত্রে ব'লেছে, অগ্নির কণা, ঋণের কণা, আর শত্রুর কণা থাকতে নিশ্চিন্ত থাকবে না। বুদ্ধিটা বড় বড় মাথা থেকে বেরিয়েছে।

দুঃশাসন । এ বুদ্ধিটা আমার, দাদার কিছুতেই মত ছিল না, আমি বুদ্ধি ক'রে বল্লেন মামা, তাকি হয়, ঐ বেটাই বাবাকে লাগিয়ে ভাঙিয়ে আমাদের সব পর ক'রে দিচ্ছে। মামা, তুমি দিন কতক এখানে থাক, ভাগ্নেদের যা হয়, একটা উপায় ক'রে দিয়ে যাও বাপু, না হ'লে ত আমরা একেবারে যাই।

শকুনি । বেশ বাপু! তোমাদের জন্তু না ক'রতে পারি, এমন কাজ আমার কি আছে বল? ঐ নয়—ভাগ্নে, দেখ দেখি!

দুর্য্যোধন । হাঁ, হাঁ ঐ সেই বকধান্নিক! আমাদের পাপ অন্ন গ্রহণ ক'রবে না ব'লে মাত্র আমাদের অপমানিত ক'রবার জন্তু ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছে! রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ

ক'রে পর্ণকুটীরে বাস ক'রছে ? আর পরোক্ষে আমাদের  
অনিষ্ট সাধন ক'রে যুধিষ্ঠিরের মঙ্গল কামনা ক'রছে ! অহো  
অসহ ! অসহ ! মাতুল, আস্তে দাও, আস্তে দাও ।  
এবার ধরাধর বিচলিত হ'য়েছে ! মহাসাগর আলোড়িত  
হ'য়েছে ! মহারণো দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছে ! আমার আর  
পাপপুণ্য কি ! পিতব্য ? তা হ'ক, আজ সকল আপদ, সকল  
কণ্টক দূর ক'রব ! ভাশাসন, সখা কর্ণ, মাতুল, ষাতকর্ণকে  
প্রস্তুত থাকতে বল । গৃহশত্রু পাপিষ্ঠের আজ প্রায়শ্চিত্ত  
চাই ।

### বিদুরের প্রবেশ ।

বিদুর । নারায়ণ ! সংসাররূপ কস্মাক্ষেত্রে তোমার কত পরীক্ষা !  
অনন্তরূপ, তা যে কল্পনাতেও ধারণা ক'রতে পারি না প্রভো ।  
ষাতকর্ণ । ভণ্ড, ভণ্ড ! তোর ভণ্ডামীর প্রতিফল গ্রহণ কর ।  
( হননোদাত ) ।

সহসা বিষ্ণুশক্তিময়ী বৈষ্ণবীগণের আবির্ভাব ও  
বিদুরের চতুর্দিকে রুদ্ধামূর্তিতে দণ্ডায়মান ।

### গীত ।

চন্দ্র, তপসে ইন্দ্রবাহনে, চণ্ড চতুশনে, থাক তুমি শক্তি—

প্রকাশো গোপনে লুকায়ে কার,

আর আর সেই তেরোময়ী অগ্নিকঠোরা, আর আর কুরুকুলধ্বংসে আর:

জলে, অনলে, শ্যামল বিপিনে, কোমল পুষ্পে—

লতায়, ঘিটপে, বিশাল সাগরে তৃণাদি শল্পে,

সর্পে তুমি মূর্ত্তিমতী—সাকারে আনন্দে আর মা আর,

সাধু-সাধন, হোমকুণ্ডে হোতা হ'য়ে দিই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড আভূতি আর ॥

সকলে । কে কোথায় রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! প্রাণ যায়—  
রক্ষা কর ! (মূচ্ছা ।)

বিদুর । একি—একি এতদূর ? একি মা, তোরা ! বিষ্ণুশক্তিময়ী  
বৈষ্ণবীগণ ! আজ একি মা, ভৈরবী মূর্ত্তি কেন ? মশক  
বিনাশে বিশ্বজনীন প্রেমকে এত কঠোর ক'রে বিস্মৃতি  
ক'রলি কেন মা ? একি গো, আরক্ত ত্রিনয়ন যে ধ্বক্ ধ্বক্  
ক'রছে ! বিলোল রসনা যে লক্ লক্ ক'রছে ! একি মা,  
তেমন স্মৃচিকণ যুক্তকবরী উন্মুক্ত ক'রে কক্ষ জটা নির্গত  
ক'রলি কোথা হ'তে ?

বৈষ্ণবীগণ । মার্ম মার্ম মার !

বিদুর । থাক্ মা, অট্টেতত্ত থাক্, ধ্বংস করিস্ নে । স্বভাবসিদ্ধ  
ষট্‌নাম কুরুকুলের ধ্বংস হবে, আমার নিমিত্ত করিস্ না মা !

বেগে সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ ।

ধৃতরাষ্ট্র । কি হ'ল, কি হ'ল, “প্রাণ যায়” ব'লে আমার হৃষীকেন  
দ্রুপদান চীৎকার ক'রে উঠল নয় ? কে কোথায় ? একবার  
এসে দেখ ।

## বেগে ভীষ্মের প্রবেশ ।

ভীষ্ম । অকরাঙ্গ ! স্থির হও, শুনেছি, আমিও কাতর কণ্ঠ  
শুনেছি ।

## দ্রোণের প্রবেশ ।

দ্রোণ । আমিও ভয়াত কণ্ঠস্বর শুনে ছুটে আসছি ! এই যে  
মহামতি বিহুর দণ্ডায়মান !

ভীষ্ম । এক বিহুর ! কুহুমে আজ বজ্রোৎপত্তি কেন ? এক  
কুমার হর্যোধন, হুঃশাসন, শকুনি সকলেই যে মূর্খপন্ন ! বিহুর,  
ঘটনা কি ? এ কি, উগ্রমুদ্রিতে এরা কে বিহুর !

দ্রোণ । গঙ্গানন্দন, বৃষ্ণতে পারছেন না, বিহুর-সংহারের জন্ত  
কুরুনন্দনগণের বড় বস্ত্র !

বিহুর । ছোঁচতাত, আর্ঘ্য কি এইজন্তই আমাকে মহাবির  
তপোবন হ'তে আনয়ন ক'রতে গিয়েছিলেন ?

ধৃতরাষ্ট্র । ও বুঝেছি ! বিহুর, বিহুর, তাই রে, অন্ধের যষ্টিগুলি  
কি তাই তুমিই গ্রহণ ক'রছ ?

বিহুর । না দাদা, আমি গ্রহণ ক'রব কেন ? স্বভাবসিদ্ধ ঘটনার  
আপনার যষ্টিগুলি আজ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশের বাসনা  
ক'রেছিল ।

ধৃতরাষ্ট্র । এখন কি আর ধ'রে রাখতে পারবি বিহুর ! যদি  
কোন পরিত্রাণের উপায় থাকে, তাই কর তাই !

বিদুর । দাদা, পাপমতিগণের পরিভ্রাণের উপায়ই ত আপনি !  
 আপনার অটুট নেহাশীর্ষাদে পাপিষ্ঠগণ এখনও রক্ষিত !  
 তা না হ'লে—এতদিন কি আর পাপপরায়ণ কুরুবংশধরগণের  
 কিছু মাত্র অস্তিত্ব থাকত ? যাও মা, বিদুরহৃদয়ের বিষ্ণুশক্তি  
 তোমরা, সাকার মূর্তি তিরোধানপূর্ব্বক এই ক্ষণেই স্বমূর্তি  
 ধারণ ক'রে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর । ( বৈষ্ণবীগণের  
 অন্তর্ধান ) ওঠ পাপাসুরগণ, মোহশয্যা হ'তে গাত্ৰোত্থান কর ।  
 যার যত্নে তোমরা আজ কুরুক্ষেত্রে রোগিত, সেই নেহষত্নে—  
 এই কুরুক্ষেত্রেই মহাপাপরূপ রক্ষে পরিণত হও,  
 যতদিন না ধর্ম্মরূপ মহাকালের দৃষ্টিবর্ত্তী হ'চ্চ,  
 তত দিন এই ভাবে অপেক্ষা কর, তার পর মহাপাপের  
 পরিণতি বা, ত্রিভুগতের জীব দর্শন ক'রবে । ( ছুর্য্যোদয়,  
 ছুঃশাসন, কর্ণও শকুনির পরস্পর দৃষ্টি ) উঠেছ ? উঠবে  
 বৈকি উঠ, প্রবাহ বিস্তার কর, হস্তিনা হ'তে সেই  
 প্রবাহ সমগ্র ভারতে প্রাবিত কর । অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি  
 জাবিড়, মগধ, সৌরাষ্ট্র ও ভারতের বৃহৎ বৃহৎ নগর ধ্বংস কর ।  
 ভীষণ কলিযুগ আগত—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আগত ! আমি  
 কি বাধা দিয়ে রাখতে পারি ? সুখের সত্য, ত্রেতা গত  
 হ'য়েছে, দ্বাপরও গর্ত্তগায়—তাই পাপাসুরগণ, তোমাদের  
 আগমন হ'য়েছে । আমি কি তোমাদ্রিগকে বাধা দিয়ে ক্ষান্ত  
 ক'রতে পারি ? নিন, দাদা, আপনার বংশধরগণকে গ্রহণ  
 করুন । আহুন জ্যেষ্ঠতাত ! আহুন আচার্য্য ! দূরবীক্ষণে

বিশাল সমুদ্রের পরপারের ভাষা চিত্র দর্শন ক'রেও এখন কি চিন্তা ক'রছেন ? দেখছেন না ? সে পারাবারের পর অনন্ত অসীম উন্মুক্ত পথ ! যে পথে স্বয়ং জনাৰ্দ্দন কুরুবংশধরগণের ঐশ্বর্য্যাভিমানের সংঘর্ষে স্থান না পেয়ে নিরতিমান অৰ্জ্জুনের নিকট গিয়ে তার রথের সারথী ব্রতী হ'য়েছেন—সেই সম্মোহন পথ দর্শন ক'রতে ক'রতে স্থির হবেন আত্মন ।

[ প্রস্থান ।

ভীষ্ম । দূরদর্শী বিহর, অগ্রগামী বিহর ! চল চল, তির হ'তে পারি কি না, তাহ একবার দেখি গে চল ।

[ প্রস্থান ।

দ্রোণ । ব্রাহ্মণ-বৃত্তি পরিহার ক'রে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ধারণ ক'রলাম, শাস্তি পাবার জন্য । কিন্তু শাস্তি ত দূরের কথা, উপস্থিত মুহুর্তে ত বীর অশাস্তিতে জর্জরিত হ'চ্ছি ! আর বিহর ! তুমি শূদ্র, ভক্তির কথা লাভ ক'রে আজ ভক্তির ভগবানের প্রকট লীলা দর্শন ক'রছ ? দ্রোণের অন্ধ মন ! এখন বিচার কর দেখি, শাস্তি কিসে ? সুখ কি ঘাতুতে গড়া ?

[ প্রস্থান ।

ধৃতরাষ্ট্র । কি পাপ, আমি জন্মাক - মেহাক, এ ত্রিজগতের লোক কে না জানে ? কিন্তু মেহের বিহর এ জেনে শুনেও আমার কি সর্বনাশ ক'রতে সমুদ্বত হ'য়েছিল ! সে আমি আর কি জ্ঞানব দরাময় ! তুমি সৰ্ব্বান্তর্য়্যানী, তুমি জান ! সত্য ত্রয়োদশ

আমার কদাচারী, আর দুঃশাসন প্রভৃতি তার সহযোগী,  
তা ব'লে কে কোথায় অপত্যস্নেহে বিসর্জন দিতে পেরেছে ?  
দুর্যোধন হ'তে রাজা যাবে, তা যায় গেল ? আমি কি ক'র্ব ?  
তার রাজা, সে যদি নষ্ট করে, তাহ'লে আমি কে ? বাবা  
দুর্যোধন, উঠেছ ? বাবা দুঃশাসন উঠলে কি বাপ !

দুর্যোধন । উঃ, এর চেয়ে নৃত্য হ'লেও শাস্তি অনুভব কর্তেম !

তাহ'লে আর এত আলা যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে হ'তো না ।

ধৃতরাষ্ট্র । স্থির হও বাবা দুর্যোধন, কঁাদিস্ না বাবা ! তোরা  
কাল্ময় জন্মাক্ত ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় শত শত খণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে  
যায় । মনে হয়, আর বুঝি তিলাকি আমার জীবন-পক্ষী দেহ-  
পিঞ্জরে রৈল না ! দুর্যোধন ! জীবনধন, বংশের প্রদীপ আমার,  
তোরা চক্ষের জলে এবুদ্ধের সুখসম্পত্তি—শাস্তি সব যে ভেসে  
যায় চাঁদ !

শকুনি । তাই ত ব'লি ভাগ্নে ! বাপের প্রাণ, এ ত আর কামার  
বাড়ী কি সেকরা বাড়ীর গড়ান জিনিষ নয়, যে পানের দোষে  
কোনটা ভাল বা কোনটা খাম হ'য়ে গেল । এ একেবারে  
ইস্পাতে গড়া, বাবা মড়ছে ধ'রলেও ধারে কাটে । থাক,  
বোঝা গেছে, ভাগ্নে, তা হ'লে অকুরাজের কাছে সকল  
কথাই খুলে খালেই হোক না ।

ধৃতরাষ্ট্র । তা বৈ কি, বাবা দুর্যোধন, আমার কাছে তোমাদের  
আর গোপন কি ? কি ক'র্বে, কি ক'রতে হবে, সব প্রকাশ  
ক'রে বল ধম !

ছর্যোদন । পঞ্চপাণ্ডবের সহিত আমরা কিছুতেই একত্র থাকতে পারিব না ।

ধৃতরাষ্ট্র । তা নাই থাকলে, মনে করলেই ত তোমরা পৃথক্ ভাবে থাকতে পার বাবা !

ছঃশাসন । মনে ক'রলে তা থাকতে পারি বটে, এখনি আমরা রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে দূর বনে পাহাড়ে গিয়ে বাস ক'রতে পারি বটে, কিন্তু আপনারা যে আমাদের বন্ধন ।

ছর্যোদন । ঐ বন্ধনেই ত সর্বনাশ হ'য়েছে । যখন পিতামাতার কথা স্মরণ হয়, তখন আর পরাধানতা-যন্ত্রণার কথা বিস্মৃত হয়ে মনে থাকে না । শত আঘাত সহ্য ক'রেও প্রাণ ধারণ ক'রতে হয় । বাবা, আমরা আপনাদিগকে ত্যাগ ক'রে কেমন ক'রে বনবাসী হই ?

### গীত ।

কেমন মারা কে জানে, বনবাসী হই কেমনে ।

সকল আলা বাইগো ভুলে, পিতা তোমার কথা হ'লে মনে ॥

নিতান্ত অশ্রুট মল্ল, জাই গো পিতা তুমি অন্ধ,

সবাই ভুক্তি নিরাক্ষর, জানক না পাই জীবনে ।

মনের দুঃখ কইব কত, জ'লি জালায় অধিরত,

ভেক হ'য়ে ভুঞ্জের মত, আঘাতে পাণ্ডবগণে ।

ধৃতরাষ্ট্র । বনবাসী হ'বি কেন বাপ ! কোন দুঃখে তোরা আমার বনবাসী হ'বি ?



দুর্যোধন । নতুবা স্বার্থপর পাণ্ডুনন্দনের শত পদাঘাত কি  
প্রতিদিন সহ্য ক'রতে বলেন ?

ধৃতরাষ্ট্র । কেন দুর্যোধন, আমার যুধিষ্ঠির ত মন্দছেলে নয় ।

দুঃশাসন । ও মায়া, তাহ'লে আমাদের কথায় বাবার প্রত্যয়  
হ'ল না, শুনছ ? যুধিষ্ঠির সুবোধ বালক; ভীম একটু গোয়ার  
গোবিন্দ বটে, কিন্তু সরল প্রাণ; আর অর্জুন ত নেহাত সেকালে,  
ভালতেও নেই, মন্দতেও নেই; আর নকুল সহদেবটা—  
তারা ত নাবালক, আর বত ছষ্ট—আমরা একশ ভাই । (জনা-  
স্তিকে ) এই কথা শুনলেই আমার কাণার উপর বেজায় রাগ  
বেড়ে যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র । না দুঃশাসন, আমি কি আর তা ব'লছি ? বলি, তোমরা  
কি ক'রতে চাও, তাই আমরা বলনা ?

শকুনি । আর ব'লবে কি বলুন, ভাগ্নেদের ইচ্ছা যে, পঞ্চ-  
পাণ্ডবকে স্থানান্তরে রাখা ।

ধৃতরাষ্ট্র । যদি তারা মত না করে ?

দুঃশাসন । এই দেখ দেখি ! আপনি ব'ললে তারা কোনকালে  
কোনু কথা না শুনেছে ?

শকুনি । আপনি ব'লবেন না, তাই কেন বলুন না ?

ধৃতরাষ্ট্র । পুত্রের জন্তে ব'লব না, আমার পিণ্ডের অধিকারী যারা,  
তাদের জন্ত ব'লব না, এতে যদি পুত্রগণের মনস্ত্বষ্টির কারণ হয়,  
তারা আমার সুখী হয়, অবশ্যই ব'লব । তবে হঠাৎ একেবারে—  
দুর্যোধন । না, হঠাৎ নয়, কথাও হ'য়েছে, মনোরম প্রকৃতি

সুন্দর সৌন্দর্য্যশালী বারণাবত গ্রাম—রাজউপভোগ্য সুন্দর স্থান ইত্যাদি ব'লে যুঁধিষ্ঠিরের নিকট সাধারণ জনমণ্ডলী প্রকাশ ক'রেছে, যুঁধিষ্ঠিরেরও ইচ্ছা কিছুদিন সেই স্থানে গিয়ে বাস করে। তবে তার কার্যাতপেরতা অতি অল্প, সেই জন্য বিলম্ব ঘাটছে, সেই জন্য আপনি যদি—

স্বতরাষ্ট্র। না—না বুঝছি, আর ব'লতে আর ব'লতে হবে না, সে ত অতি উত্তম, আমি এখনি সে বিষয়ে প্রস্তাবনা ক'রছি। কে আছে, শীঘ্র আমার স্নেহের ভ্রাতৃপুত্রগণকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। এই কথা, তারজন্য এত অভিমান! এ কথা আমার অগ্রেই ত ব'লে দিত'। তবে বাবা, খুব সাবধান, বিদুরকে সামান্য জ্ঞান ক'রে না, অহো! আজ আমি না থাকলে কি সক্ষমশমরা বটনাহ সংঘটিত হ'ত।

দুর্যোধন। আমার সকলেই অতি স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছি। খুব সাবধানেই চ'ল'ব। তবে আপনিও তাঁকে একটু সাবধান ক'রে দিবেন।

শকুনি। আমি ত বাবা, তার কাছ দিয়ে আর ঘেঁস'ব না, কি বল ছোট ভাগ্নে?

দুঃশাসন। মামা! তুমি কি বল, বল দেখি? আগের ভেড়া যেমনে যায়, পেছুর ভেড়াগুলোও ঠিক তেমনি কোঁদা মেরে ছুটেতে থাকে, আর তুমি মামা, আমি ভাগ্নে, মামা যে পথে না যায়, সে পথে কি—আক্কেল থাকলে ভাগ্নে কখন এগুতে পারে? আমার এক কথা বাপু!

শকুনি । তা হ'লে বাবা হুৰ্য্যোধন, এখন আমরা যাই চল ।

অন্ধরাজের আজ্ঞাকারী পঞ্চপাণ্ডব এই ক্ষণেই এখানে এসে উপস্থিত হবে এবং আমাদের এখানে দেখলে মনে নানা প্রকার সন্দেহ ক'রবে ।

হুৰ্য্যোধন । ( জনান্তিকে ) নিশ্চয়, বিশেষতঃ পুরোচনের সহিতও বহু পরামর্শের প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে ।

শকুনি । ( জনান্তিকে ) অবিলম্বেই তাকে বারণাবতে প্রেরণ করা আবশ্যক । সম্ভব, অন্ধরাজের আদেশ পেলে পঞ্চপাণ্ডব অতি শীঘ্রই বারণাবতে যাত্রা ক'রবে ।

হুৰ্য্যোধন । বাবা, প্রণাম করি, এই বিশাল কুরুপুরে আপনিই মাত্র ভরসা । ( প্রণাম )

শকুনি । মহারাজ ! এই অকূল মহাসাগরে বাপ সুবোধনকে অবলম্বন ক'রেই ঝাঁপ দিয়েছি, আশীর্বাদ করুন, যেন বাছাদের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ ক'রতে পারি ।

ধৃতরাষ্ট্র । তোমার আর কর্ণের ভরসাই সম্পূর্ণ করি ভায়া ! হুৰ্য্যোধনকে আমি তোমাদের হাতে সমর্পণ ক'রে কতকটা বুক রেঁধে আছি ।

দুঃশাসন । বাবা, দুঃশাসন তোমার প্রণাম ক'রছে, ভাল ক'রে বুদ্ধি এঁট, যেন শেষে আল্লা ক'রে বস'নি । ( প্রণাম )

শকুনি । অন্ধরাজ, আপনি একটু উপর-চাল রাখবেন, তা হ'লেই অষ্টচক্র না হ'য়ে খেগড়াড় আর বার কোথা ! প্রণাম ক'রছি । ( প্রণাম )

ধৃতরাষ্ট্র। দেখ ভাই, হৃষ্যোধন ছেলে মানুষ, তোমার কাজ তুমি ক'রো।

[ হৃষ্যোধন, হুঃশাসন, ও শকুনির প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। শুণের ছেলেরা আমার, তবু লোকে কুচক্রী কুটিল ব'লে দোষ দেয়। ভাই ত—যুধিষ্ঠিরকে আস্তে ব'লেম, এখনও কেন আসিছে না।

পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ।

সকলে। জ্যেষ্ঠ ভাত! দাসেদের প্রণাম গ্রহণ ক'রুন। (প্রণাম)

ধৃতরাষ্ট্র। কে এলে, আমার বুকের মাণিকেরা এলে? আমার-  
শুণের যুধিষ্ঠির এলে? ভীম এলে? অর্জুন এলে? নকুল সহদেব  
এলে? এস বাপেরা এস। অনেক ক্ষণ তোমাদের কথা শুনিনি,  
ভাই শুন্তে, কেমন সাধ হ'ল, ডেকে পাঠালেম! কোনও  
কার্যো বাস্ত ছিলে নাকি? আমার হৃষ্যোধন, হুঃশাসনও  
এতক্ষণ আমার নিকটে ছিল, এই গেল। তার  
পর—রাজকার্যের মঙ্গল ত?

যুধিষ্ঠির। আপনার আশীর্ব্বাদে সর্বাঙ্গীন কুশল।

ধৃতরাষ্ট্র। বেশ, বেশ, তুমি আমাদের উপযুক্ত বংশধর, তোমার  
নিকট বিশৃঙ্খল হবে কেন? তবু বাবা, আমার প্রাণ বোঝে  
না, মনে হয়, ছেলে মানুষ তোমরা কি ক'রছ?

যুধিষ্ঠির। জিজ্ঞাসা ক'রবেন বৈ কি! কোন ক্রটি অপরাধ শুনলেই  
আমাদিগে হিতোপদেশ দেবেন বৈ কি! আপনি ভিন্ন আমাদের  
ত্রিসংপারৈ আর কে আছে? জ্যেষ্ঠ ভাত! আমরা এ জগতে

পিতা জ্ঞানি নাই পিতামহ ও আপনার ক্রোড়ে লালিত-পালিত,  
বর্দ্ধিত চ'য়েছি, আপনারাই আমাদের রক্ষক—অবলম্বন।

ধৃতরাষ্ট্র। তা বৈ কি বাবা, আমাদেরও তোমরা ভরসা।  
দুৰ্য্যোধনাদি তারা নাবালক, তুমি তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,  
ভীমার্জুন যেমন, তারাও তোমার তেমন। তাদের ভার  
তোমার প্রতি। তুমিই তাদের রক্ষক, আশা-ভরসার স্থল।  
আমরা আর কয় দিন? আমাদের অবর্তমানে তোমাকে বাবা,  
অনেক সহ্য ক'রতে হবে। গৃহের গৃহস্থামীরই সমধিক কষ্ট।  
যুধিষ্ঠির। সেই আশীর্ব্বাদই করুন, যেন কনিষ্ঠ ভাইগুলিকে  
ল'য়ে সংসারে কর্তব্য প্রতিপালন ক'রে যেতে পারি। আমি  
দুৰ্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতিকে সহোদর ভাই ব'লেই জ্ঞান ক'রে  
থাকি। তারা আমার অগ্রে, ভীমার্জুন, নকুল, সহদেব,  
আমার পরে, আমি এই বিবেচনা ক'রেই তাদের সহিত  
সেইরূপ ব্যবহার ক'রছি।

ভীম। কিন্তু জানলেন জ্যেষ্ঠা মশায়, তারা কিন্তু তা ভাবে না;  
যাতে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটে, তারা নিয়তই সেই চেষ্টায়  
থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র। এই দেখ দেখি মেজছেলের আমার কথা! ই!  
যুধিষ্ঠির! ভীম বলে কি?

যুধিষ্ঠির। ভীম ছেলেমানুষ, ওর অত্‌দূর জ্ঞান হয় নি।

ভীম। না দাদা, আপনি আর আমার স্পষ্ট কথা কইতে  
বাধা দিবেন না। কেন আপনি কি শুনে নু না?

উর্যোধন, হুঃশাসন এরা কেবলই আমাদের ছিদ্রাহুসন্ধানে ব্যস্ত ।

ধৃতরাষ্ট্র । পাগল ছেলে আর কি ? তা কি তারা পারে ? তোমরা আমার আগে, তারা আমার পরে । তবে যদি তাই করে, তাহ'লে পাগল ছেলে আর কি—কার সঙ্গে কি করে—পাগল ছেলে আর কি ?

অর্জুন । তা বৈ কি, একটু বায়ু গ্রস্ত না হ'লে—এও কি কখন কেউ ক'রে থাকে ?

ভীম । দেখ অর্জুন, চুপ ক'রে পাক ব'লছি । এত দেখছি, এত শুনিছি, তবু তুই নিখা মনস্তুষ্টিকর কথা ব'লবি ? না জেঠা মশায়, আপনাকে আমি বার বার ব'লে আসছি, আপনি তাদের নিবারণ ক'রে দিবেন; নতুবা—আপনি জানেন ত, আমি গোঁয়ারগোবিন্দ মাহুষ, কোন্ দিন রাগে কি ক'রতে কি ক'রে ব'সব—শেষে আপনাকে শেষ বরসে চাকের জলে বুক ভাসিয়ে ফেলতে হবে । আমি চাই সরলতা । এ জীবনে এক সরলতারই পূজা ক'রে আসছি, তব্দিগ ভীম আর কারও পূজা জানে না ।

গীত

চাহি না জানিতে, চাহি না বুঝিতে, সরলতা-পূজা বিনা এ জগতে ।

সরল যে জন, প্রাণের সে জন, ধন মন তায়ে সব পারি দিতে ।

সাধু-মুখে শুনি সরল যে জন, পায় সে গোবিন্দের অন্তরচরণ,

ভবের বন্ধন, অন্য'সে মোচন, করে সেই জন বিনা সাধনাতে ॥

ধর্মসাধনের হর সরলতা পথ, সরলতা বিনা কার পুরে মনোরথ ;

সরল অন্তরে, ডাকিলে শ্রীধরে, বাবে তুমি ত'রে ভব-বৈতরণীতে ॥

যুধিষ্ঠির । জ্যেষ্ঠতাত ! ভীমের কথা ত্যাগ করুন । এক্ষণে

আমাকে কি জ্ঞাত আহ্বান ক'রলেন, তাই ব'লুন ?

যতরাষ্ট্র । হাঁ, হাঁ বাবা, ভুলে গেছলাম, একটা কথা শুন্ছিলাম কি, তোমরা নাকি বারণাবতে কিছু দিন বাস ক'রবার জ্ঞাত মনন ক'রেছ ?

যুধিষ্ঠির । জ্যেষ্ঠতাত, লোকমুখে শুন্তে পাই যে, বারণাবত নাকি অতি মনোরম প্রীতিপ্রদ স্থান, তাই স্থানপরিবর্তনের জ্ঞাত কিছুদিন সেই স্থানে থাকতে চাই ।

যতরাষ্ট্র । তা বেশ ত বাবা, আমিও ঐ কথা শুনেই তোমাদের জিজ্ঞাসা ক'রবার জ্ঞাত ডাকিয়ে ছিলাম । তা কতদিনে সেখানে যাবার জ্ঞাত স্থির ক'রেছ ?

যুধিষ্ঠির । ছই এক দিনের মধ্যেই ।

যতরাষ্ট্র । তা বেশ, বেশ, তোমরা আগে যাও, তার পর স্থানটী যদি মনোরমই বোধ কর, তাহ'লে আমিও সেখানে দিন কতক থাকতে ইচ্ছা করি । নিঃস্বচ্ছিন্ন এক স্থানে বাস করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হ'য়েছে !

যুধিষ্ঠির । চলুন না, বেশ ত, আপনি গেলে আমরা সকল ভ্রাতার মিলে আপনার সেবা ক'রব, হস্তিনার অভাব আপনাকে কোন মতে বুঝতে দোব না ।

যতরাষ্ট্র । তোমরা আমার বেঁচে থাক বাবা, তোমাদেরই তার আমি । তোমাদের মুখ চেয়ে আমি সংসারে অবস্থান ক'রছি । তা হ'লে তোমরা সেখানে যাবার জ্ঞাত শীঘ্র প্রস্তুত হও গে, যদি

তোমাদের সে স্থান মনোরম ব'লে বোধ হয়—সংবাদ দিও, বৃদ্ধও তখন তোমাদের অহুসঙ্গী হবে। এখন চল, আমাকে শয়নকক্ষে দিবে আসবে। আর আমি বসতে পারছি না। মধুসূদন আরও কতদিন এই জগ্নাক্ষকে এই যন্ত্রণা দান করবেন !

বুধিষ্টির। আশুন, ( ধারণপূর্বক ) প্রাণাধিক ভীম, তা হ'লে আর আমাদের অপেক্ষা করবার আবশ্যক নাই। যখন জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ পাওয়া গিয়েছে, তখন যত শীঘ্র পার, বারণাবতে যাবার শুভযাত্রার আয়োজন করগে ভাই ! প্রাণাধিক সহদেব শুভক্ষণ নিরূপণ ক'রে দাও গে, সেই মুহূর্ত্তে আমরা শুভযাত্রা ক'রব।

যতরাষ্ট্র। হাঁ, তা বৈ কি—দিন ক্ষণ দেখে যাবে বৈ কি।

[ বুধিষ্টির সহ প্রস্থান। ]

ভীম। অর্জুন, জ্যেষ্ঠমহাশয়ের কথাগুলোই তাব কিছু বুঝলি ? আমার যেন ভাই, কিছুই ভাল ব'লে বোধ হ'ল না। বৃদ্ধের অকচক্ষুর কুক্ষিত ভ্রুকুটি যেন ঘোর কুটিলতার ঘেরা ব'লে বোধ হ'তে লাগল।

অর্জুন। দাদা, আর্যের আশ্রয় আমাদের বিচারের অধিকার কি আছে ?

ভীম। ঐ জ্যাঠামোওলো আমার ভাল লাগে না অর্জুন !

“আর্য্য আর্য্য” ক'রেই আপনাদের সর্বনাশগুলো আপনাদের



কাছে টেনে আনছি। অর্থাৎ আর আমাদের বিচারশক্তিকে একেবারে নষ্ট ক'রতে বলেন না। আরে, ভ্রম সকলেরই র'য়েছে। আমরা যেটা বুঝ'ব, অর্গ্যের কাছে সেটা সরলভাবে খুলে ব'লতে দোষ কি ? তার পর তাঁর কথায় মরতে হয় মর'ব, নয় বাঁচতে হয় বাঁচ'ব। যাক, তোদের সঙ্গে আমার কিছুতেই ব'ন'বে না। চল, এখন যা করতে হবে, তাই করিগে।

[ সকলের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

যমুনা-তীর ।

কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ ।

গীত

আমার দুটো কুলের মালা পাঁখা, মজি'ব একটা পে'লে আরটা ভুলে ।

কুল নিয়ে কেউ ডোবে জলে, কেউ বা থাকে দাঁড়িয়ে কুলে ।

যে ডোবে জলে তারে ডাকি বাজাইয়া বাঁশী,  
যে রয় কুলে তারে দিই প্রেমভরা হাসি,  
অকুলের তীরে রই, স্থবদ্রখের কথা কই,  
বোধহীন বোঝে কই কুল ছেড়ে মুখে ।

## দিগঙ্গনাগণের প্রবেশ ।

দিগঙ্গনাগণ ।

গীত

কৈ বাজাও বাঁশী কাগশলি । যেমন ব্রজদাসীর প্রাণ ভুলালে ।  
ডুবে আছি অধৈর্যে, লও হে স্তান লও হে তুলে ।  
কুলে লও কুলের নাবিক, কুল রাখ হে প্রেমের প্রেমিক,  
কি কব তোমার অধিক, কুল রাখা দায় না কুলে—  
ছিঃ ছিঃ ছিঃ হ'ও না এমন সখে ! কেন প্রাণ দিয়ে ধনমন মজালে ।  
আর না কোথাও যেতে পারি, ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি ক'রনে হরি,  
এমন ক'রে গোপের বারী—ব্রজে কি চোর হ'রেছিলে—  
তোমার স্বভাব এ'খুঁ ছাড়'বে কেন, এলো'ৎ কি ঘর হে ধুলে ?

[ প্রস্থান ।

কৃত্ত । দিগঙ্গনা সখীগণ ! এই ত আমার স্বভাব, সত্যই ব'লেছি ।  
আমি প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি-পুষ্পে মালা গেঁথে রেখেছি, জগতের  
লোক, সেই উভয় পুষ্পেই বিভোর । কেউ প্রবৃত্তির দাস,  
কেউ নিবৃত্তির সহচর । যে নিবৃত্তির অনুসঙ্গী, সে আমার  
প্রিয় বন্ধু । কুরুক্ষেত্রে কুরুগণ প্রবৃত্তির সেবক, আবার পাণ্ডু-  
বংশধরগণ নিবৃত্তির অনুচর, তাই তারা আমার অতি প্রিয় ।  
তাই আমি যে স্থানেই থাকি, সেই স্থানেই পাণ্ডবের চিন্তা

আমার প্রধান চিন্তা। অভিমানী দুর্যোধন কিছুতেই বুঝবে না যে, আমি ঐশ্বর্যের বা অহঙ্কারের হরি নই, আমি দীনহীনের—নিরহঙ্কারী হরি। আরও দুর্যোধন মনে করে, আমি পক্ষপাতী কৃষ্ণ। হা পাগল, তুইও আমার যে বস্ত্র আর পিতৃহীন পাণ্ডুপুত্রগণও আমার সেই বস্ত্র। তবে আজ কেন পাণ্ডুপুত্রগণ আমার এত প্রিয় পদার্থ? নিবৃত্তির সেবক বলে প্রবৃত্তির উন্মার্গ পথে যে বিচরণ করে, তার নিকট চ'তে যে আমি অনেক দূরে অবস্থান করি। এই যে কুরু-নরকাণ্ঠবের মধ্য হ'তে বিস্তৃততার চন্দনদোত একটা ফুটন্ত পদ্ম এই দিকে আসছে! কি বাবা বিহুঁর!

### বিহুঁরের প্রবেশ ।

বিহুঁর। কে বাবা! কি ভাগা - কি ভাগা রে! যার ভাবে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছি, সেই ভবভাবা ধন প্রভাতেই দর্শন! দীননাথ! উপায় কর, উপায় কর! যদি দেখা দিলে, তা হলে উপায় কর। পদ্মা পাগলিনী, আমি ত আর তিলেক অদর্শন-বস্ত্রণা সঙ্ক'রতে পারি না গোবিন্দ! যদি বাসনা পূর্ণ ক'রবে না দয়াময়, তা হ'লে কেন দেখা দিচ্ছেছিলে? কেন রূপ দেখিয়ে পাগল ক'রেছিলে? এখন উপায় কর। যখন দেখা পেয়েছি, তখন আর ছাড়ব না।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণের বিহুঁর! জীবনসর্ব্ববিহুঁর! তোমার আমার অদেয় আর কি আছে? তত্ত্ব ল'য়েই যে ভগবান। ভগবান!

বড় নয়, তবুই ভগবানের বড় । সেই জন্ত তবু, আজ ভগবান  
তোদেরও কৃপাভিধারী । বিহুর, তুমি আজ আমার উপায়  
কর, তার পর আমি সব ক'রব । সেই জন্তই আমি প্রভাতে  
আজ এসেছি বিহুর !

বিহুর । খেলা ক'রতে সাধ হ'য়েছে, খেলাও খেলায়ুড় ! আমরা ত  
তোমার পাগল, আবার ভাবময়, তুমি যখন ভাবে পাগল হ'য়েছ,  
তখন পাগলদের কি পাগলামী ক'রতে হবে, আজ্ঞা করুন ।  
কৃষ্ণ । কেন বাবা বিহুর, তা কি তোমার কাছে কিছু অজ্ঞাত  
আছে ? বিহুর, তুমি কি জানু না, অহঙ্কারী দান্তিক হুঁয়োধন-  
রূপী সাক্ষাৎ কলি আপনার কাল উপস্থিত দেখে, কি ভাবে  
সংসারে এসে জন্মান্ত ক'রেছে । বাবা বিহুর, পাশ্চি-  
ত হুঁয়োধন ঐশ্বর্যাগর্ভে এত দূর উন্নত যে, আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত  
স্বীকার ক'রতে চায় না । ঐশ্বর্য্য-বলে জগৎ পরাজিত হয়—  
দরিদ্রগণ নীচ, যন্ত্র, হেয় ইত্যাদি—এই মোহ গ্রাস্ত হ'য়ে অমূল্য  
ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা ক'রছে । পঞ্চপাণ্ডব পিতৃহীন, সহায়-  
হীন, ধনহীন, এক আমি মাত্র তাদের ভরসা ! তাই হুঁয়োধন  
তাদের দুর্ব্বল হেয় বিবেচনা ক'রে ঐশ্বর্য্যের ঞ্জক মহিমা বিস্তার  
ক'রবার জন্ত বদ্ধপরিকর হ'য়েছে । বাবা বিহুর ! আমি যে  
রাপ, ঐশ্বর্য্যের কান্দাল নই, আমি যে ভক্তির কান্দাল, ধর্ম্মের  
কান্দাল ! তাই বিহুর, আমিও তাই অহঙ্কারী অভিমানী হুঁয়ো-  
ধনকে দেখাতে চাই, ধনবল, ঐশ্বর্য্যবল তৃণাদপি তৃণ, ক্ষুদ্রা-  
দপি ক্ষুদ্র । ধর্ম্মবলের তুল্য বল এ মহীমণ্ডলে আর দ্বিতীয়

নাই। যে ধন লাভ কর'বার জন্ত প্রাণের বিহুর তুমি ঐখ্যা-  
ময়ী রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে আজ পণকুটিরবাসী, ভিক্ষুক  
হ'য়েছ, বাবা বিহুর রে, আমিও যে তারি ভিখারী। তবে বাবা,  
তখন নূতন উদ্দেশ্য আর কি আছে বাবা !

বিহুর। তবে এস বাবা, একবার বুকে এস। হরিবোলা পাখীর  
মনভোলা পাখি, এস দেখি, একবার হৃদয়পিঞ্জর তোমায়  
দেখিয়ে রাখি। এ হৃদয়ের সাজসজ্জা কেমন ভাবে সংগ্রহ  
ক'রেছি, একবার দেখ !

কৃষ্ণ। (আলিঙ্গন) এস বিহুর ! মহাসাগরের জল মহাসাগরে  
মিশিয়ে দিবে এস। আমি কে বিহুর ? ভুলই ত আমি। যাও  
প্রাণভক্ত, ভগবানের স্বরূপ তুমি, ভগবানের কার্যসাধন করগে  
যাও। কুটিল কুচক্রী অধাৰ্মিকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওগে  
যাও। পাপীর ধ্বংসরূপী হ'য়ে সংসারক্ষেত্রে বিহার করগে  
যাও। শুনেছ বিহুর, শুনেছ কি ছরাস্রা ছর্য্যাধন মহাপাপী  
পুরোচন যবনকে বারণাবতে কিজন্ত প্রেরণ ক'রছে ? ঐ  
দেখ, ঐ দেখ, এই নিভৃত স্থানে ছরাস্রারা মন্ত্রণা ক'র'বার  
জন্ত আগমন ক'রছে। বিহুর ! বিহুর ! একটু অস্তরালে এস,  
পাপিষ্ঠদের মন্ত্রণা শুনবে এস।

### দুর্য্যোধন ও পুরোচনের প্রবেশ।

পুরোচন। কু—কু—কু—কু—না—না—থ,—তা—হ—লেই  
বে—চো—ভোঁ—ভোঁ—কটাং—কটাং—কট্।

হুৰ্যোধন। পুরোচন, তাহ'লেই তুমি তোমার বন্ধুদের প্রতিদান দিলে তুমি এই বুঝ ব। ভাই রে, পঞ্চপাণ্ডব বর্তমান থাকতে হুৰ্যোধনের স্বধনসম্পত্তি যে কিছুই নয়, এ স্থির নিশ্চয় জানবে।

পুরোচন। (হাস্য) স—থে! তা—তা—জা—জা— জানি ব'লেই ত—এই—এই—বু—বুদ্ধি—প—প—রা—ম—মর্শ—ক'রলেম, বুদ্ধি—জো—জো—জোরেই ত—প—প—পঞ্চ—পা—পা—পাণ্ডব—পু—পু—গুড়বে—প—প—পটা—পট।

হুৰ্যোধন। তোমার মুখে পুষ্পচন্দন পতিত হোক। তাহ'লে ভাই, তুমি পাণ্ডবের বাসের 'জন্ত—লাগা ও তৈলাক্ত পদার্থ দিয়ে এমন জতুগৃহ নির্মাণ ক'রবে যে, যেন ধূর্তেরা কোন মতে সে গৃহ যে অগ্নীয়া গৃহ, তা বুঝতে না পারে।

পুরোচন। কি—কি—কিছুতেই—ন—য়। কু—কু—কু—কুক—নাথ—কি—কি—কিছুতেই—নয়—নয়। —তু—তু তুমি—শী—শী—শীঘ্র—যো—যো—যোগাড়—ক—ক—করে দি—দি—দিয়ে চল।

হুৰ্যোধন। তুমি এই স্থান হ'তেই যাত্রা কর, আমি গৃহোপযোগী সমুদায় দ্রব্যই অবিলম্বে প্রেরণ ক'রছি।

পুরোচন। বে—বে—বেশ—উ—উ—উত্তম! —আ—আ—আন—ত—ত—তবে—চ—চ—চ'ল্লেম। ব—ব—বলে—প—প—পঞ্চ—পা—পা—পাণ্ডব! অ—অ—অনেক—বে—

বে—বেটাকে—আ—আ—আমার—আ—জা—জানা—আ—  
আ—আছে।

[প্রস্থান।

দুর্ঘোষণ। গৃহে কোন বিষয়েরই আর মন্তব্য চলে না, যেন  
আমার গৃহ আমার নয়। এক ছুরাঙ্গা বিহুরই আমাদের  
সর্বনাশকারী।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বাবা বিহুর, শুনে?

বিহুর। শুনেম।

কৃষ্ণ। কি শুনে?

বিহুর। যেমন শোনাতে বাবা!

কৃষ্ণ। ধর্মবীর! তবে আর স্থির কেন?

বিহুর। কার্য-নিরস্তা, কার্যে প্রবৃত্তি দাও।

কৃষ্ণ। যাও বিহুর! ধর্মিকের প্রাণরক্ষার জন্ত তোমাকে আমি  
সেই প্রবৃত্তি দান ক'রলেম। যাও বিহুর! ধর্ম-বুদ্ধি-কৌশলে  
দীনহীন ধর্মাত্ম প্রাণপাতের প্রাণরক্ষা করগে যাও।  
অহো, জতুগৃহ, জতুগৃহ! সেই গৃহে অসহায় প্রাণপাতের  
প্রাণ-নাশের জন্ত নিজ্জ্বল মন্তব্য। যাও ধর্মবীর! ছুরাঙ্গা-  
গণের কুট কৌশল ভেদ ক'রে ধর্মের জয় ঘোষণা করগে যাও।  
আমিই যেতেম, কিন্তু যাব না, পাপিষ্ঠ দুর্ঘোষণকে এখনও আমি  
দেখতে চাই, আমি উত্তরেরই। আমি কার্যের নিরস্তা নই,

ধৰ্ম্মই সৰ্ব্ব কৰ্ম্মেৰ নিয়ন্তা । ধৰ্ম্ম-বলই ধাৰ্ম্মিকের চিৰ অমু-  
চৰ । বাবা বিহুৱ, এখন আসি, আবার এসে একদিন দেখা  
ক'ৰব ।

[ কৃতপদে প্রস্থান ।

বিহুৱ । বাবা, ক্ষুদ্র তৃণকে আজ মহাবৃক্ষের ভাৱ সমৰ্পণ ক'রে  
চ'লে ? যাও, ভৱসা আছে, পশু যে দয়ায় গিৰি লজ্জনে সমৰ্থ,  
সে দয়ায় তৃণ কেন না মহাবৃক্ষের শক্তি ধারণ ক'ৰবে  
ঠাকুৱ !

## গীত

দয়াময় কি না হয় তোমাৰ ইচ্ছাৱ ।  
অক জনায় দৃষ্টি লভে, যক্ষা নারী পুত্ৰ পায় ।  
যে যেমন সাধনা করে সে সাধ পূৰ্ণাও তার,  
কে ক'র তার লয় হরি, সব তার যে হয় তোমাৰ,  
(তাই শুধাই হে শ্ৰীনাথৰ, সৰ্ব্বকাৰ্য্যে তুমি,  
যাব যাব তোমাৰ কাৰ্য্যে যাব, তুমি লবে সেই পথে,  
যাব সেই পথে, তুমি বলিবে যা ক'রি তা,  
তুমি ভাবিবে যা, হইবে তা ) ইচ্ছাৱ যাব লয় সৃষ্টি—  
তার কি তুলনা আৰ, নমস্তে যত্নপায় নমঃ নমঃ যত্নৱাৰ ।

[ প্রস্থান ।



## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

পথ ।

### দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ ।

দুঃশাসন । আচ্ছা মাতুল, দেহের শক্তি বড়, না বুদ্ধিখানা বড় ?

কে বড় বল দেখি ?

শকুনি । এই দেখ দেখি, ভাগ্নে আমাকে একেবারে মহা-  
বিপদে ফেলে দিলে ?

দুঃশাসন । এই ত বাবা, দর্শন বিত্তেটার একেবারে চু চু !

আমি ত বলি বাবা, দেহের শক্তিটা কিছু নয়, ভামের যে  
ঐ হাতীর মত দেহ, ওটা কিছুই নয়, বুদ্ধি ক'রে হাতীকেও  
কারদা ক'রতে পারা যায় ।

শকুনি । আঃ, ভাগ্নের কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ! আমার ভাগ্নে কিনা ?

আচ্ছা, আমি একটা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, বাঁশ বড় কি  
তার কঞ্চি বড়, কোন্টা বড় বল দেখি ?

দুঃশাসন । ও বাবা, আমার কি আধ্যাত্মিক ধোঁগের কথা বাবা !

মামা, কি খেলে দেলে তোমার মত বুদ্ধির দৌড়টা হয়,  
আমাকে ব'লে দিতে পার ?

শকুনি । বাবা—এ সব বুড়গাড়ের কন্ঠ, পাট্টা জোন বয়সে  
হয় না । এখন বল দেখি, ফুটি জন্মাচ্ছে কি না বাপ !

হঃশাসন । ( গালভরা হাস্য )

শকুনি । কি ধন, একেবারে যে—আট খানা ।

হঃশাসন । ( হাস্য ) মামা—মামা—তোমার কি ব'লে আশীর্বাদ  
ক'র'ব বল দেখি ?

শকুনি । হঃশাসন ! ভীষ্মের মুখখানা দেখেছিলে ?

হঃশাসন । মামা গো, সে অটিকুড়ির বেটার কথা আর আমার  
কাছে কও নি, সে অনামুখের মুখ দেখলেই আমার গায়ের  
ক'য়াগুলো সব শিউরে উঠে ।

শকুনি । তাহ'লে আজই তারা বারণাবতে যাচ্ছে ?

হঃশাসন । যাচ্ছে কি মামা, সব বেরিয়ে প'ড়েছে । আর সেই  
চালতামুখী খুড়ী কুন্ঠি মাগীটা ত একেবারে হাঁউ মাউ চাঁউ  
লাগিয়ে দিয়েছে ! একবার মায়ের পায়ে টিপ, একবার  
বাবার পায়ে টিপ, একবার পিতামহ বুজুক ভীষ্মের পায়ে  
টিপ ! আর তার বেটাগুলো ও মায়ের দেখাদেখি তেমনি সবারই  
পায়ে টিপ দিচ্ছে । আমাদের ক' ভাইকে বারণাবতে নিয়ে  
বাবার জন্তে তারি ভেদ ! মামা, আমি তখন মনে করি,  
সে শুড়ে বালি, তা হ'চ্ছে না । তোমরা বমের বাড়ী যাচ্চ  
কে তোমাদের সঙ্গে যাবে বাবা ! সেখানে পুরোচন তোমাদের  
আত্মশ্রদ্ধের যোগাড় ক'রে রেখেছে ! দাও, বাও, শীগুগির  
শীগুগির বেরিয়ে পড় ।

শকুনি । আরে পাগলা, চুপ্, চুপ্, চুপ্, ঐ যে সব আসছে !

হঃশাসন । অ্যা—অ্যা শুনে নাকি মামা ! ভীষ্মে যুথপোড়া

তুলে না ত ? অ্যা অ্যা ক'রলাম কি ! (স্বীয় গণ্ডে চপটাঘাত পূর্বক) ঐ ত আমার মুখখোঁমি ! মামা, চল, চল, আর ওদের সঙ্গে দেখা ক'রে কাজ নি। এখন চামড়ার মুখ আলগা হ'য়ে গিয়ে কি ব'লতে কি ব'লে ফেলব। আমি চ'ললাম, মামা, পালিয়ে এস, পালিয়ে এস।

[ প্রস্থান ।

শকুনি । চল বাবা, ছেলে দেখেচ, ছুটুচে যেন টাটু বোড়া রে।  
ছুটুচে দেখ, ছুটুচে দেখ। ভালা রে মোর বাপ, ভালা রে  
মোর বাপ, ছুটে চল ছুটে চল ।

[ প্রস্থান ।

### কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ ।

ভীম । দেখ, দেখ, অর্জুন ! ভীমের কথা তোরও ভাল লাগে না আর দাদারও ভাল লাগে না, কিন্তু কুরুপুরে আজ আনন্দোৎসব কত দেখলি ত ? অন্ধকারাবৃত নিরানন্দময়ী পুরীতে আজ এত হর্ষের বাতি জ্বলছে কেন ব'লতে পারিস ?  
কুন্তী । তা তারা করুক বাবা, ভগবান্ তোমাদিগকে যেমন রাখবেন, তেমন থাকবে ।

ভীম । তাই ত আছি মা, তোমার যেমন ভগবানে স্থির বিশ্বাস, তোমার দাসেরও ত তেমনি বিশ্বাস মা !

অর্জুন । তাই দাদা, কুরুদের আনন্দ দেখে আমার কোন কষ্ট হয় না। বরং মনে হয়, পাণ্ডবের কষ্টে যদি কুরুদের আনন্দ

হয়, তাহ'লে পাণ্ডবদের যেন সেই কষ্টই থাকে, কুরুগণ  
আনন্দ লাভ করুক ।

ভীম । আমার ত ভাই, এখনও সে উচ্চ হৃদয় হয় নাই । আমার  
কষ্ট হোক, আর তোমার আনন্দ হোক—বা—বা অর্জুন, কি  
সাধুর কথাটাই বল্লি ? তাহ'লে ঘরে কেন, বনে যা না । ও  
ত বনের ঋষিতপস্বীর কথা ! ঐ জ্যাঠামো—ঐ জ্যাঠামোগুলো  
আমার ভাল লাগে না ।

যুধিষ্ঠির । ভাই ভীম, আমরা বারণাবত যাত্রাকালে সকলেরই চরণ  
দর্শন ক'রে এলাম, কিন্তু পূজনীয় মহামতি বিদুরের ত কৈ  
শ্রীচরণ দর্শন ক'রে আসা হ'ল না ? তাই ত, তিনি কি মনে  
ক'রবেন ?

ভীম । ক্রুরমতি পিণ্ডাচ হৃষ্যোধন যেরূপ ব্যস্তে আমাদের বিদায়  
দান ক'রলে, তখন পূজনীয় বিদুর ত বিদুর, ইহঁদেবতারও  
কথা স্মৃতিতে আসতে পারে না ।

যুধিষ্ঠির । ভাই রে, কি ক'রবে, সবই ত বুঝতে পারছি । আমরা  
যে কুরুগণের মহাকণ্টক—চক্ষুশূল ! কিন্তু তাহ'লেও ত  
সংসর্গ ত্যাগ ক'রবার উপায় নাই ভাই !

ভীম । থাকবে না কেন, আপনি একটু মনে ক'রলেই হয় ।  
আপনি ভীমের দোষ গ্রহণ ক'রবেন না দাদা, আমার হৃদয়ে  
যখন যে ভাব আসে, আমি তখনই সেই ভাব প্রকাশ ক'রে  
থাকি, ভাল—মন্দ—হিতাহিত বিবেচনা ক'রে কোন কথা  
বলবারও অবসর পাই না । বাই হোক, ভাবুন দেখি, একুণ

খলতাপূর্ণ নীচ সংসর্গে আপনি কতদিন থাকতে পারবেন !  
 যাদের পদে পদে ছরভিসন্ধি, কথার কথার ছগনাচাতুরী  
 আমাদিগকে কষ্টদানই যাদের হৃদয়ের রক্ত-অস্থি-মজ্জা, তাদের  
 ব্যবহারে আপনি আশাহুরূপ ফলের প্রত্যাশা করেন কি  
 আমরা বারণাবতে গেলেই তারা স্বাধীনতা লাভ ক'রবে  
 তাই তাদের এত আনন্দ ! একি আর আপনি আমাদের  
 দাদা হ'য়েও বুঝতে পারছেন না ?

যুধিষ্ঠির । সবই বুঝেছি তাই, কিন্তু কি ক'রব, পৃথ্বী  
 অন্ধরাজ যে ক্রমে ক্রমে তাদেরই ধন-জন-সৈন্য-বলে বলীয়া  
 ক'রে তুলছেন, সুতরাং এখন আমাদের কোনরূপে সম্মম রক্ষা  
 করা মাত্র ; অধিক কিছু ক'রতে গেলেই ঠাঁয়ে আমাদিগকে  
 পিতৃরাজ্য হ'তে বঞ্চিত হ'তে হবে ।

ভীম । তাহ'লেই বুঝতে হবে, কুরুগণের সহিত বিনারক্তপা  
 আমরা আমাদের পিতৃরাজ্য কোনরূপে ভোগ ক'র  
 পারব না ।

যুধিষ্ঠির । বৃকোদর ! তোমার এ অনুমান অপ্রাস্ত, কিন্তু সে  
 কি কালের অপেক্ষা ক'রতে হ'বে না তাই ! শাস্ত্রকার  
 ধৈর্য্যকেই যে বিপদ উদ্ধারের একমাত্র পন্থা বলে স্থির ক'  
 গিয়েছেন । চঞ্চল হ'লে ত কোন কার্য্য উদ্ধার হবেন  
 একে আমরা পিতৃহীন, সহায়হীন, তাতে আবার বান্ধববিহী  
 এই হীনাবস্থায় ; আমরা প্রবল শত্রুর নিকট কিরূ  
 দণ্ডায়মান হবো ?

ভীম ! অহো অতি অসহ্য দাদা, অতি অসহ্য ! এর চেয়ে ভীমের  
মৃত্যু হ'লে সে পরম শান্তি অমুভব ক'রত । পিতৃহীন—সহায়-  
হীন—বান্ধববিহীন আছি ব'লেই কি অধর্মের তীব্র পদাঘাত  
সহ্য ক'রতে হবে ? পিতৃহীন—সহায়হীন—বান্ধববিহীন আছি  
ব'লেই কি অত্যায়ের ভীষণ কশাঘাত বুক পেতে সহ্য ক'রতে হবে ?  
পিতৃহীন—সহায়হীন—বান্ধববিহীন ব'লেই কি শত্রুর সহিত  
সম্মুখ রেখে চ'লতে হবে ? হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত শীতল ক'রতে  
হবে ? ক্রোধ—অভিমান—বেগ বিসর্জন দিতে হবে ? এরই নাম  
ধৈর্য্য ! রে ধৈর্য্যাবতার ! দাদা তোর সম্মান ক'রতে পারে,  
কিন্তু ভীম তোকে সে শ্রদ্ধার চক্ষে কখন পূজা ক'রতে পারবে  
না ! কেন ধৈর্য্য ! আমি কি ক্ষত্রিয় নই ? কেন ধৈর্য্য !  
আমি কি এত কাপুরুষ ? কেন ধৈর্য্য ! মৃত্যুকে কি আমার  
এতই ভয় ? না, না তা কখনই হ'তে পারে না । বিধ একপক্ষ  
হোক, একে পিতৃহীন—সহায়হীন হ'য়ে আছি, আবার তৃণ-  
পেক্ষা তৃণ হই, তথাপি ধৈর্য্য, ভীম কারেও উপসর্পণা  
ক'রবে না । দাদা, ভীমকে আপনি কুনাড়া ব'লে তা  
করুন, তাতে আমি শান্তি অমুভব ক'রব, সুখী হব, কিন্তু  
কিছুতেই আমি কুটিল জর্যোধনের কুমন্ত্রণার ফল ভোগ  
পারব না । আমি বারণাবতে যাব না দাদা, কুরুকুলের  
আনন্দের জন্ত বা নিজেদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্ত কিছুতেই  
আমি বারণাবতে যাব না দাদা ! ভীম ম'রতে হবে, এখানে  
ম'রবে, কিন্তু ভীম শত্রুর হৃদয়ে আঘাত দিয়ে ম'রবে, সে

কখন লজ্জকে শাস্তি দিয়ে ভবিষ্যৎ সুখে সুখী হ'তে যাবে  
না দাদা !

কুন্তী । বাবা ভীম, তোমার দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি কি  
যেতে চাও বাবা !

ভীম । ভীম, এবার নিস্তেজ মা ! সে এবার চলচ্ছক্তিহীন পশু  
হ'য়ে প'ড়ল ! দাদা যা ইচ্ছা হয় করুন, ভীম আপনার  
কাঠের পুতুল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রৈল ।

যুধিষ্ঠির । হা অদৃষ্ট ! ভাই বৃকোদর ! অমৃতপ্ত হ'য়ে না, কাল-  
প্রতীক্ষা কর । মনের ইচ্ছা কালের আবর্তনে নিশ্চয়ই পূর্ণ  
হবে ভাই ! ঐ যে পূজাপাদ খুল্লতাত আসছেন ।

### বিহুরের প্রবেশ ।

বিহুর । বাবা যুধিষ্ঠির ! মহামতি পূজাপাদ পাণ্ডুদাদার বংশধর-  
গণ, হস্তিনা ত্যাগ ক'রে যাচ্ছে, তাই স্থির থাকতে না পেরে  
তাদের একবার দেখতে এলেম । যাও বাবা কৃষ্ণভক্তগণ !  
কৃষ্ণপাদপদ্মে মতিগতি স্থির রেখে ধর্মের জয় ঘোষণা করগে  
যাও । “অলোহং নিশিতং শব্দং শরীরপরিকর্তনম্ । যো  
বেত্তি ন তু স্বং যন্তি প্রতিঘাতবিনং দিবঃ ॥ কক্ষয়ঃ  
শিশিরয়শ্চ মহাক্ষে বিলোকসঃ । ন দহেদ্বিতি চান্মানং যো  
রক্ষতি স জীবতি ॥ নাচক্ষুর্বেত্তি গহ্বানং না চক্ষুর্বিদ্বতে দিশঃ ॥  
নাধতিবুদ্ধিমাগ্নোতি বুধাঐশ্ববঃ প্রবোধিতঃ ॥ অনাটশ্চ  
ম'ত্ত্বাদান্তে নরঃ শব্দমলোহজম্ । স্বাবিক্রমমালাভ প্রযুচ্যেত

হতাশনাৎ । চরন্ মার্গান্ বিজ্ঞানাতি নকট্রৈর্বিদ্বতে দিশঃ ।  
আত্মনা চাত্মনঃ পঞ্চ পীড়য়ন্তাঙ্ পীডাতে ॥” এখন আসি  
বাবা, ঠাকুরাণীকে সাবধানে রাখবে । দেবি ! দাস বিদুর  
প্রণাম ক’রছে, আশীর্বাদ ক’রবেন ।

[ প্রস্থান ।

কুন্তী । ভাই বিদুর ! ভগবানে তোমার মতি অবস্থান করুক ।  
যুধিষ্ঠির । ( স্বগত ) পুত্রনীর খুল্লতাত স্নেহ ভাষায় যা ব’লে  
গেলেন, তাতে হৃদকম্প উপস্থিত হ’চ্ছে । হায় দুর্ঘোষন, তুমি  
এত অধঃপতিত হ’য়েছ ! ভগবান তোমারই ইচ্ছা ।

অর্জুন । আর্ষা, খুল্লতাতে কথায় আপনি এত বিষম হ’লেন কেন  
এবং কেনই বা এত নীরবতা অবলম্বন ক’রলেন ?

যুধিষ্ঠির । চল ভাই, বারণাবতে উপস্থিত হ’য়ে সে কথা বিতৃত-  
ভাবে বলব । এখন এই পর্যাঙ্ক স্তনে রাখ যে, ভবিষ্যৎ বিপদ  
আমাদিগকে বিপর্যাস্ত ক’রবার জন্য বিশেষ ভাবেই বড়বয়স  
ক’রছে । ভীম, মাকে ল’য়ে শীঘ্র এস । এস ভাই নকুল-  
সহদেব ।

[ প্রস্থান ।

ভীম । চলুন মা ( স্বগত ) দাদা এখনও বুঝছেন না, ধীরতায়  
আমাদের সর্বনাশ ঘটবে । আরে, লণ্ডড়াঘাত না ক’রলে কি  
লাপের কথা ভাবা যায় ? যেমন কুকুর, তেমনি মূসর হওয়া  
আবশ্যক ।

[ সকলের প্রস্থান ।



## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

কুটির।

### বিহুরের প্রবেশ ।

বিহুর । কি আদেশ ক'রে গেলে দয়াময় ! দীন বিহুরকে বল দাও, বুদ্ধি দাও, কার্যাতপপরতার শক্তি দাও ঠাকুর, বিলম্ব হ'লে তোমার কার্যো ব্যাঘাত হবে গোবিন্দ ! ধর্মপ্রাণ পবিত্রাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ এতক্ষণ প্রায় বারণাবতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, এতক্ষণ বোধ হয় ছুটি ত্রয়োদশপ্রেরিত যবন পুরোচননির্ধৃত জতুগৃহে প্রবেশ ক'রেছে । কি জানি—কি জানি, যদি অবিলম্বেই ছুরাছা পুরোচন সেই গৃহে অগ্নিদান করে, তাহ'লে—তাহ'লে উপায় ? সৃষ্টিধর ! তাহ'লে তোমার আশ্রিত সরলপ্রাণ পাণ্ডবগণের উপায় কি হবে ? ধ্বংস হবে ? তবে চক্রধর ! বিহুরের প্রতি তাদের রক্ষার ভার সমর্পণ ক'রলেন কেন ? যাদের তুমিই একমাত্র জীবনের উপাস্ত, তুমিই মাত্র ভরসা, তাদের সহিত তোমার এ ছলনা কেন বাবা গোবিন্দ ! তবে কি পরীক্ষা ক'রছ ? দীনের সঙ্গেই যে তোমার খেলা । বলবুদ্ধিবিহীন দরিদ্রের উপরই যে তোমার ভীষণ দৃষ্টি ! কিন্তু হরি, সেই দীন দরিদ্রের তুমিই মানামান ! তাতে তাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি আছে নাথ ! ইচ্ছায়

ব্রজে গিয়ে ব্রজের রাখাল-গোপী ল'য়ে অদ্ভুত লীলা প্রচার  
ক'রেছ, আর এই দীন দরিদ্র বিদূরকে ল'য়ে কি এই হস্তিনার  
ধর্ম্মাশ্রিত ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মপ্রাণ রক্ষা ক'রতে পারবে না  
দয়াময় ! নামে যে কলঙ্ক হবে দীনবন্ধু ! কি, কি প্রভু,  
তোমার নামে কলঙ্ক হবে ? কৃষ্ণভক্তের প্রাণ যাবে ? ভক্তের  
অপমান ঘটবে ? না, না, দরিদ্র বিদূর সব সহ্য ক'রবে  
গোবিন্দ, কিন্তু—এ ঘটনা দর্শন ক'রতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম ! দাঁও  
দয়াময় ! বল দাঁও, বুদ্ধি দাঁও, কার্যাতৎপরতার শক্তি দাঁও ।

সহসা বিমুগ্ধশক্তিময়ী বৈষ্ণবীগণের প্রবেশ ।

বৈষ্ণবীগণ ।

গীত ।

লও না কেন, ঘোর আকুলতা ।

তোমার দুয়ারে সব ত আমরা র'য়েছি হে নোয়াইরা মাথা,

পাও না কেন দেখিতে—ঘোর আকুলতা ॥

দীল গিরিধি পরিবিহীন মনস,

তোমার নরনে প্রতিক্ষেপে এই শাস্ত,

ভ্রান্ত কেন হও মাঝে মাঝে তুমি ঘোর আকুলতা ।

গিরি গোবর্দ্ধন ধ'রেছি হে বাহকরে,

কারণ কি তার জান কি হে কার তরে,

সব্বিই ত তুমি সর্গসিদ্ধিদাতা ঘোর আকুলতা ।

১ম বৈষ্ণবী । বিদূর, আমি তোমার বুদ্ধি ।

বিদূর । মা, তুই আমার বুদ্ধি ? তবে জননি ! পঞ্চপাণ্ডবের এই

আসন্ন বিপদপরিভ্রাণের কি সদ্বুদ্ধি প্রদান কর্বি কর।  
 জানিস ত মা, ছরাত্মা দুর্ব্যোধন জতুগৃহমধ্যে তাদের  
 বাসস্থান দান ক'রেছে এবং একদিন সেই গৃহে অগ্নিদান ক'রে  
 তাদের প্রাণনাশ করবে। বুদ্ধিরূপিনী মহাদেবি! এক্ষণে  
 তাদের প্রাণরক্ষার উপায় কি?

১ম বৈষ্ণবী। খনক পাঠাও, সে জতুগৃহ হ'তে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত  
 সূড়ঙ্গ প্রস্তুত ক'রে রাখুক। গঙ্গাকূলে সর্বদা নাবিক রাখ,  
 যে দিন পুরোচন সেই গৃহে অগ্নিদান ক'রবে, তৎকালে পাণ্ডব-  
 গণ সূড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এসে গঙ্গা পার হ'য়ে আত্মরক্ষা  
 ক'রবে।

বিহুর। ধন্ত তুমি বুদ্ধি! দেবি! বিহুরকে আজ ধন্য ক'রলে মা!  
 কিন্তু দেবি, বিহুর দীন দরিদ্র, লোকবল ত তার নাই জননি!

২য় বৈষ্ণবী। বিহুর, ইচ্ছায় তুমি দরিদ্র, ভগবানে ধন মান সমর্পণ  
 ক'রে পরমশক্তি বিকৃত্তি লাভ ক'রেছ! ত্রিজগৎ তোমার  
 পদানত। আচ্ছা বিহুর, আমিই খনক মূর্ত্তি ধারণ ক'রে  
 তোমার বুদ্ধিশক্তির আদেশ প্রতিপালন ক'রতে চ'ল্লেম।

৩য় বৈষ্ণব। আর বিহুর আমি নাবিক হ'য়ে চ'ল্লেম।

সকলে। আমরা সকলেই পঞ্চপাণ্ডবের সাহায্যার্থে চ'ল্লেম।

- [ সকলের গ্ৰস্থান।

বিহুর। যাও, যাও, জগতের কীটপতঙ্গ হ'তে রাজরাজেশ্বর  
 পর্য্যন্ত সকলে যাও, ধার্মিকের ধর্মপ্রাণ রক্ষার জন্য চতুর্দশ

বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের বাবতীর শক্তি আজ সাকার রূপ ধারণ ক'রে উর্দ্ধ্বাসে দ্রুতবেগে চলে যাও। আহা তারা আমার অতি অসহায়, নিরাশ্রয়, দুঃস্থের দুঃখভিসন্ধি-জালে আবদ্ধ! আর যাও বিহুর, তড় শরীর হস্তিনায় রেখে সূক্ষ্ম শরীর ল'য়ে পঞ্চপাণ্ডবের বিপদ-শলাকার অগ্রভাগে উপবেশন ক'রে তাদিগে আমার অভয় প্রদান করপে।

### পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মাবতী। প্রভু! মধ্যাহ্ন অতীত!

বিহুর। যাও বিহুর! নিঃসঞ্চল তুমি, কমললোচনের চরণ-বল ভরসা ক'রে এ ভীষণ ঝটিকাবর্ষে দ্রুতপদে ছুটতে থাক।

পদ্মাবতী। প্রভু! পূজাহ্নিকের কাল অতীত হ'চ্ছে!

বিহুর। ভয়, নাট, হির হও, ভীম! ঐ বীরদর্প একদিন ত্রিলোকের লোককে তুমি দেখাবে। অন্ততঃ হবার আবশ্যক নাই। তোমার বীর-শক্তি ও বিকৃত্তিকি হৃদয়েরই প্রবলতা অধিক! আদর্শপুরুষ তুমি, ধৈর্য্য ধারণ ক'রে কার্য্য কর। বিপদ ভগবানের পরীক্ষা।

পদ্মাবতী। প্রভু, এইখানেই কি পূজাহ্নিকের স্থান ক'রে দেব?

বিহুর। উত্তম, উত্তম, এ যুক্তি তোমার সর্বাঙ্গীন সূন্দর! তোমারাই গৃহে অগ্নি প্রদান কর, ভীমের বুদ্ধি অতি সূন্দর, তাহ'লেই দুঃখাদ্ধা পুরোচন আপন কার্য্যের প্রতিকূল ভোগ ক'রবে। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

পদ্মাবতী । প্রভু! ব'লতে ভয় পাই, আপনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কিন্তু এ দিকে কালান্তিবাহিত হ'চ্ছে ।

বিদুর । কালই সকল কার্যের নিয়ন্তা । কালে লক্ষ্মীকৃপিনী অযোনিজা সীতা রাবণগৃহে উপস্থিত হ'লেন, আবার সেই কালেই রাবণের ধ্বংসাত্মক শেষ যবনিকার পতন হ'ল । কালে দুর্যোধন প্রাণগোবিন্দের প্রাণভক্ত পঞ্চপাণ্ডবকে কোশলে রাজ্য হ'তে বারণাবতে প্রেরণ ক'রলে, আবার দেখব—আবার দেখব, সেই কালেই আবার গোবিন্দভক্ত পঞ্চপাণ্ডবকে হস্তিনার আনয়ন ক'রে পাপাত্মা দুর্যোধনকে একেবারে চিরদিনের জন্য হস্তিনারাজ্য হ'তে চিরচ্যুত ক'রবেন । সে দিন—সে দিন—আস'ছে ? কেউ দেখতে পাচ্চ কি ? অধর্মের ভীম কণা নত হবে, দেখতে পাচ্চ কি ? কুটিলের আমার কে আছে ? দেখ—দেখ, অধর্মের পরাজয় কি লোমহর্ষণ ঘটনার সংসাদিত হ'চ্ছে ! দেখ, দেখ, দেখ, ঐ ধর্মক্ষেত্রে কিরূপভাবে পাপীর শাসন হ'চ্ছে দেখ ! কে আছে দেখ ! দুর্যোধন, দংশাসন প্রভৃতি শত ভ্রাতার পরিণতি কি ভয়ঙ্কর দেখ ! স্নেহাক্ত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অশ্রুজলের বেগ কি ভয়ঙ্কর দেখ ! আব শাস্তির পুত ধারা কি পবিত্র ধারায় প্রবাহিত হ'চ্ছে দেখ ! আ মরি মরি ! গোবিন্দ, এ নিদাঘে—এ কুঞ্জকুটিলে আমার কি দেখালে ?

পদ্মাবতী । প্রভু! প্রভু! সীমার অতীত হ'রে কোথায় যাচ্ছেন ? গোবিন্দ আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ? হা গোবিন্দ !

হুঃখিনীকে কি সেখানে নিয়ে যাবে না ঠাকুর ! গোবিন্দ,  
গোবিন্দ !

বিদুর । গোবিন্দ, গোবিন্দ ! আমার কুটিরবাসে কে গোবিন্দের  
অমৃত নামের ধারা বর্ষণ করে ! কে পদ্মা ? পদ্মা, গোবিন্দের  
লীলা কি দেখতে পাও না, এস দেখ, ( হস্তধারণপূর্বক ) কি  
সুন্দর অভিনয় দেখ ! দেখতে পাচ্ছ ? কুরুক্ষেত্ররূপধর্মক্ষেত্রে কি  
মহাসমর সজ্জার আয়োজন হচ্ছে, দেখছ ? এক পক্ষে ভীষ্ম,  
দ্রোণ, কৰ্ণ, কৃপাচার্য্য, ভূয়োধন, ভৃগুশাসন, শকুনি প্রভৃতি  
মহা মহা যোদ্ধাগণ পাণ্ডবের বিরুদ্ধে কিরূপ ভীমদর্শন সজ্জার  
সজ্জিত হয়েছেন দেখ ! আর দেখতে পাচ্ছ কি—উচ্চরথশিখরে  
বংশীধর পীতাম্বর শিখিচূড়াধারী গোবিন্দ মুরারি আমার, সেই  
মুনিমনোহারী বেশ তাগ ক'রে হীন সারথী-সজ্জার সজ্জিত  
হ'য়ে প্রিয় অর্জুনকে ল'য়ে কিরূপ প্রতিপক্ষভাবে দণ্ডায়মান  
হ'য়েছেন দেখ । দেখছ চাকরীতে পদ্মা, দেখ, ধর্ম্যার্থের ভীম  
সংগ্রাম দর্শন কর ।

পদ্মাবতী । প্রভু ভীষণ হ'তেও ভীষণ চিত্র আর যে দেখতে পারি  
না ! অহো—ঐ যে কুরুপুরী অশান হ'চ্ছে, শৃগালকুকুরগণ  
ঐ যে সেই অশানে মহাশ্লাঘে বিচরণ ক'রছে । ঐ যে বিধবা  
কুরুনারীগণ বৈধব্যাগেশের নিরাশসজ্জার দণ্ডায়মানা ! ঐ যে  
তাদের করুণ হৃদয়ভেদী মর্ম্মব্যাপার বনের পশুপক্ষীপর্ষাস্ত অশ-  
পরিভাগ ক'রছে ! নাথ, চলুন, একবার এই সময় ধ্যানে ব'সে  
মদনমোহনকে চিন্তা করিগে ! হৃদয় বড় অস্থির হ'ল ! হার,

আমরা দরিদ্র - আমরা কেন সংসার-চিত্র দেখতে অভিলাষ  
করি ? কেন গোবিন্দ, আমাদের কেন এ চিত্র দেখিয়ে  
চিত্তের অস্থিরতা দান কর প্রভু !

### গীত ।

চিত্র আর দেখাও না চিত্রকর ।

চিত্র অধীর হয়ে, মিত্র হে করিবে তোমারে সদা অন্তর ।

হ'য়ে রাজার নন্দিনী, হ'য়ে আছি ভিখারিণী, কি কারণে বল নষ্টবর,  
জান ত হে অন্তর্যামী, ভিখারী হ'য়েছে স্বামী, কি ভাব ভেবে ভাব-সাগর ।  
সংসার-জালার পুড়ি, বাসনার ঘোর যেড়ি, দিয়েছি ত কেটে লামোদর,  
তবে কেন সেই ছবি, দেখাও আবার কবি, এ কি কাব্য তব হে শ্রীধর ।

বিহুর । চল পদ্মা, গোবিন্দের পূজার্তনাদি করিগে চল । জন্ন গোবিন্দ !  
পদ্মাবতী । হাঁ নাথ, অনেকক্ষণ হ'ল, আমার নীলমণির  
খাওয়া হয়নি ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

### পঞ্চম গর্তাঙ্ক ।

বারণাবত ।

জতুগৃহদ্বার ।

### ভীমের প্রবেশ ।

ভীম । কি বল্‌ব দাদাকে ! তা না হ'লে আজ লাক্ষা—গন্ধক—

তৈলময় জতুগৃহে ছরায়। পুরোচনের অগ্নিতে আমাদেরকে বাস

ক'ৰ্ত্তে হয় ! ঐরাবতকে কি না পক্ষীবাতুক ব্যাধে আবদ্ধ  
ক'ৰে বেধেছে ! অহো কি পরিতাপ ! কি বিবাদময়ী যন্তনা !  
যে ভীম ইচ্ছা ক'ৰলে পলকে দুই চারিটা দুৰ্য্যোধন, শত  
শত পুরোচনকে ঘননন্দির পাঠাতে সমর্থ, সেই ভীমের  
আজ অবস্থা দেখ ! সৰ্ব্বদা সন্ধ্যোচে ভয়ে ভয়ে পদক্ষেপ ক'ৰছে !  
দাদা সৰ্ব্বদাই ভয়ে কাতর ; বলে—কুকুলে কেউ আমাদের  
সহায় নাই । যদিও পিতামহ ভীম, আচাৰ্য্য দোণ আমাদের  
দিতকাৰী, তথাপি তাঁরা দুৰাছা দুৰ্য্যোধনের অধীন । এক-  
নার পুৰুষত্ব বিতর প্রকাশ্যে আমাদের মঙ্গলাকাজী । কিন্তু  
তিনি একা আমাদের কি ক'ৰবেন ? ঐতীই ভুল, একাই সব  
হয় । একা সিংহ সমস্ত বনরাজ্যের অধিপতি, একদুর্গাই  
জগতের তিমিরসংহতা, আর দাদা, এই একা ভীমই সমস্ত  
কুকুলের মুখাপতি ধ্বংসকর্ত্তা । তুমি আজ্ঞা দাও, প্রসন্ন-  
মনে ভীমকে আশীৰ্বাদ কর, দেখ, একা ভীম সমস্ত কুকুলানন  
মক্ৰভূমি ক'ৰ্ত্তে পারে কিনা ? ভীম যমকেও ভয় করে না  
দাদা ! ভীমের ভয় নার ধৰ্ম্মরূপী দাদা তোমাকে । তুমি কোন  
বিষয়ে সম্মতি প্রদান না ক'ৰলে ভীম তখন কাঠপুতুলিকা  
নির্নির্দেশে জড়ময় হ'য়ে পকে । না হ'লে সাধে কি সিংহ  
আজ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়েছে ! কেবল তোমার আজ্ঞার অপে-  
ক্ষায় আছি । তুমি ব'লেছ, খনকের সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হ'লে  
আমাকে একটা বিশেষ কাণ্ড দিবে, উত্তর । আমিও তোমার  
আজ্ঞার জন্য কাল প্রতীক্ষা ক'ৰছি । দেখবে, তখন ভীমের



বীরত্ব ! অর্জুন ত একটা কাপুরুষ ! তার আশা-ভরসা আমি কিছুই করি না ।

### খনকের প্রবেশ ।

খনক । মধ্যম পাণ্ডব, সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হ'য়ে গেছে, এখন আপনারা নিরাপদ ।

ভীম । নিরাপদ চিরদিনই, তবে দাদার কথা বটে । দাদাকে এ সংবাদ দিয়েছ ?

খনক তাঁর নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে আসছি । তিনিই আপনাকে সংবাদ দিয়ে যেতে ব'লেন । এক্ষণে অহুমতি করুন, আমি হস্তিনার যাত্রা করি ।

ভীম । যাও, খুল্লতাত বিদুরকে আমার শতসহস্র প্রণাম প্রদান ক'রবে । আর ব'লবে, তিনি আমাদের জগৎ বে পরিশ্রম ক'রলেন, সে পরিশ্রমের ঋণ আমরা পঞ্চভ্রাতায় কখন পরিশোধ ক'রতে পারব না ! পুত্রের সাধ্য কি যে পিতৃমাতৃ-ঋণ পরিশোধে সমর্থ হয় । তবে তাঁকে আশীর্বাদ ক'রতে বল, ভীম তাঁর মনস্কামনা অবশ্যই পূর্ণ ক'রবে । যাও খনক, আর তোমার এখানে অপেক্ষা ক'রবার প্রয়োজন নাই ।

খনক । যে আজ্ঞা ।

[ প্রস্থান ।

ভীন। ভূরাস্তা হুঁয়োধন! আজ বারণাবতে এক মহাযজ্ঞের  
স্থচনা হবে, এই মহাযজ্ঞের যজ্ঞকর্তা মহারাজ যুধিষ্ঠির, তোতা  
ভীম, যজ্ঞের স্থান জহুগৃহ, আহুতি পুরোচন। কণেক  
অপেক্ষা কর, এই সূর্য্যদেব অন্তর্মিত হ'লেই আমরা পঞ্চভাতার  
সেই মহাযজ্ঞের আরোহনে নিযুক্ত হব। তারপর গভীর  
রাত্রিতে সেই যজ্ঞরম্ভ হবে। হুঁয়োধন! তুই সেই যজ্ঞের  
অগ্নিশিখা হস্তিনা হ'তেই দেখতে পাবি। তখন বৃষ্টি,  
এই মহাযজ্ঞের মহাকল কিরূপ স্রমধুর—মনঃতৃপ্তিকর।

[ প্রস্থান।

### পুরোচনের প্রবেশ।

পুরোচন। আ—আ—আমি পু—পু—রোচন—হ—হ—হুঁয়ো-  
ধনের স—স—সখা। আ—আ আমি - আ—আ আবার  
কা—কা—কাজ বা—বা—বাগাতে পা—পা পারব না ? এ—  
এ—এই—বা—বা—বার ত—ত—তবি ভু—ভু—ভুলেছে !  
তবে না—না—নাকি ভ—ভ—ভবি ভু—ভু—ভুলার—  
নর ? বা—বা—ফটাং ফটা ফট। আ—আ আজকার দি—দি  
দিন যাক, কা—কা—কালকার দি—দি দিন, দা—দা দাদা  
ধ—ধ ধনের প—প পটল ভাতে—ভাত ! স—স সখা—হ—  
হু—হুঁয়োধনের ম—ম মনোবাসনা পু—পু পূর্ণ ক'রব ! বা—  
বা বাই—এ—এ এখন—তুয়ে—প - প—পড়িগে।

[ প্রস্থান।

## মশালহস্তে ভীমের প্রবেশ ।

ভীম । হতাশন ! এত ক্ষীণভাবে জ'লছ কেন ? প্রবল হও, দাউ দাউ শিখায় আপন লোলরসনা বিস্তার কর । আজ আমি তোমায় উদর পূর্তি ক'রে ভোজন করাব । দাদার আজ্ঞা পেয়েছি, তাই অগ্নিদেব ! তোমার অর্চনা ক'রছি, প্রসন্নমনে দাস ভীমপ্রদত্ত জুতুগহ-ভক্ষ্য আজ ভক্ষণ ক'রবে চল । ঐ পঞ্চপাণ্ডবের পরম শত্রু হুরাছা পুরোচনের শয়নকক্ষ । উপস্থিত হুরাছা ঐ কক্ষে শয়ন ক'রে আছে, তাই ঐ কক্ষদ্বারে অগ্নে তোমার আমি স্থাপন ক'রব । দেখব, বহ্নিদেব ! দেখব—তোমার কত বিক্রম ? তুমি কত শীঘ্র ভোজন ক'রতে সক্ষম ? জল, জল প্রবলভাবে প্রছলিত হও ! প্রণয়ের কদরূপ ধারণ কর ! আজ ভীমের হস্তে তোমার ভোজন ! ভীষণ বেষণা ধারণ ক'রলে, সে মহাভক্ষ্য কেমন ক'রে ভক্ষণ ক'রবে প্রভু !

[ প্রস্থান ।

নপথো—নাগরিকগণ । হায়, হায় সর্বনাশ হ'ল, ধর্মরাজ ধুধিষ্ঠিরের ঘরে আগুন লেগেছে । হায়—হায়—কি হ'ল—কি হ'ল, জল আন, জল আন ! ( কোরাহল )

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ।

গঙ্গাতীর ।

দ্রুতপদে কুন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন,  
নকুল ও সহদেবের প্রবেশ ।

যুধিষ্ঠির । ভাই ভীম, আমরা এবার সুদৃশ্যপথ অতিক্রম ক'রেছি ।

ভাই অর্জুন ! উদ্ভূত প্রান্তর ব'লে বোধ হ'চ্ছে না ?

কুন্তী । বাবা যুধিষ্ঠির, কি সর্বনাশ হ'ল বাবা ! যে ছদ্মটা অতিথি  
আজ আমাদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিল, হায় হায়, সে  
ভীষণ অগ্নিমধ্যে তাদের কি আর প্রাণ রক্ষা হবে বাবা ।

যুধিষ্ঠির । না—মা, কিছুতেই তাদের আর প্রাণরক্ষার উপায়  
নাই । বোধ হয় এতক্ষণ তারা ভস্মনাৎ হ'য়ে গেছে ।

নিয়তিকে কে রোধ ক'রতে পারে না ?

ভীম । মা, তুমি যদি বল, তা হ'লে ভীম একবার তাদের  
অন্বেষণ ক'রতে পারে ।

কুন্তী । বাবা, তুমি আমার তেমনি পুত্রই বটে, কিন্তু বাছা, বাবা  
যুধিষ্ঠির যে ব'ল'ছে তাদের আর প্রাণ নাই । তখন—

অর্জুন । তখন—যাওয়া বিফল মা, এখন আপনাদের প্রাণরক্ষা  
করাই বিশেষ আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছে ।

কুন্তী । অর্জুন, এখন আর আমাদের কিছু কি ভয় আছে বাবা !

বুধিষ্ঠির । সম্পূর্ণ ভয় মা, “আমরা জতুগৃহ হ’তে রক্ষা পেয়েছি”

এ কথা পাপমতি দুর্যোধন জানতে পারলে, এ অসহায় অবস্থায়—  
পাপিষ্ঠ আমাদের প্রতি বিশেষ অত্যাচার ক’রতে অগ্রসর  
হবে । সুতরাং প্রচেষ্টাভাবে এ স্থান হ’তে পলায়ন না করা  
পর্যন্ত আমাদের বিশেষ ভয় র’য়েছে বৈ কি মা !

কুন্তী । কিরূপে পলায়ন ক’রবে বাবা ! একে রাজিকাল, তার  
ঘোর অন্ধকার, এক পদও যে বিক্ষেপ ক’রবার উপায়  
নাই চাঁদ ।

বুধিষ্ঠির । তাই ত—খুল্লতাতপ্রেরিত খনকের প্রমুখাত গুনে-  
ছিলাম যে, শেষ সূড়ঙ্গের অনতিদূরেই এক নাবিক তরী ল’য়ে  
উপস্থিত থাকবে । কৈ মা, এ বিপদের সময় তাকেও ত পাওয়া  
যাচ্ছে না । দূরে কে গান করে অর্জুন !

অর্জুন । অতিমধুর কণ্ঠ দাদা !

নাবিকের প্রবেশ ।

নাবিক ।

গীত ।

ঘোর আঁধারে, হরধুনী তীরে,  
ভরী ল’য়ে রই, আর রে পথিক আর ।  
ধীর সমীরে, আর ধীরে ধীরে,  
শীতল শীকরে আর জুড়াইবি কার ।  
আর কুল কুল প্রবাহিনি, গরবিনী অতি আনন্দিনী,  
সৈকতে আবরি মুক্তবেণী, পতি আশে বুক কোলাইয়া ধার,  
কহিতে কাহিনী তার বায়ু শব্দে গায় ।

যুধিষ্ঠির। চল নাবিক, আমরা পথহারা পথিক! আমাদের পথ  
 দেখিয়ে দিয়ে পার ক'বে চল। শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি!  
 সকলে। শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

[সকলের প্রস্থান।





## তৃতীয় অঙ্ক ।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

দারক।—অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ ।

### সত্যভামা ও কৃষ্ণের প্রবেশ ।

সত্যভামা । বলি—বার বছরের পর যে আজ কালাচাঁদের  
চাঁদমুখে ছোয়াংনার হাসি ফুটে বেরুচ্ছে ? একি, আবার সাজ-  
সজ্জা হ'য়েছে যে ? কোথাও যাওয়া হবে নাকি ?

কৃষ্ণ । তা পরে বল্‌চি, তুমি কি দিন তারিখ শুনে রেখেছিলে  
সত্যভামা !

সত্যভামা । শুনে রাখা বৈ কি, পঞ্চপাণ্ডবের জতুগৃহ-দণ্ডের পর  
প্রায় বার বৎসর হ'ল কি না, দেখ দেখি নারায়ণ !

কৃষ্ণ । তা প্রায় বটে, স্থির নিশ্চয় ক'রেছ সত্যভামা ! এই দ্বাদশ  
বৎসর আমার যে কি ভাবে গত হ'য়েছে, তা আমি জানি আর  
আমার পঞ্চপাণ্ডবেরাই জানে । এত দিনের পর আজ তাদের  
দুঃখ-নিশার কতকটা অবসান হ'ল ।

সত্যভামা । কিসে ?

কৃষ্ণ । আজ আমার প্রিয়সখী পাঞ্চাগ-রাজনন্দিনী দ্রৌপদীর  
স্বয়ম্বর লক্ষ্য! সেই স্বয়ম্বরে আমার পঞ্চপাণ্ডব সমাগত হ'য়েছে ।  
প্রিয় সখা অর্জুন আজ লক্ষ্য ভেদ ক'রে প্রিয়সখী যাজ্ঞসেনী  
রুম্বাকেকে লাভ ক'রবেন । হতভাগ্য পিতৃহীনগণ এতদিনের  
পর বিপুল বিক্রমশালী দ্রুপদরাজার সহায়তা প্রাপ্ত হবে, এতেই  
আমার এত আনন্দ সত্যভামা !

সত্যভামা । ও, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যাওয়া হবে ব'লে তাই বুঝি  
আজ সাজসজ্জা হ'য়েছে ? তা বেশ, সখা অর্জুনের আজ  
আইবুড়ো নামটা খেণ্ডে দিয়ে এস গে । আর বড় ভাইদের  
দশা কি ক'রলে ?

কৃষ্ণ । তারও উপায় হবে বৈ কি সত্যভামা ! তবে মধ্যমদাদার  
আর দেবী সয়নি, তিনি এর মধ্যেই কাজ সেরে ব'সে আছেন ।

সত্যভামা । সে আবার কি রকম, এ কথা ত একদিন বলনি ?

কৃষ্ণ । ব'ল'ব কি ক'রে, এ যে এই বার বছরের মধ্যে ঘটনা ।

সত্যভামা । বিয়ে হ'লো কোথা ? কোন্ রাজকন্যা ?

কৃষ্ণ । রাজকন্যার কাজনি, একটা রাক্ষসী, হিড়িম্বা তার নাম ।

সত্যভামা । আ আনার মরণ ! তাহ'লে তোমাদের ডাইগুস্তির  
গুণের আর ঘাট নাই, তাই বল না কেন নারায়ণ ! দাঁক,  
তাহ'লে সংক্ষেপে একটু শুন্তে হ'ল, এই বার বছর ধ'রে পঞ্চ  
পাণ্ডব ক'রলেন কি ? যখন বরকল্পার সংবাদ শুন্লুম, তখন —  
ব্যাপার ত মন্দ নয় কেশব ! বল বল, অধিনীর কৌতুহল



নিবারণ কর। তার পর আমি কৃষ্ণার অলঙ্কার আর তোমার সখার ঘোঁতুক সহ তোমাকে পাঞ্চালে—নিজেই আদর ক'রে পাঠিয়ে দোব ।

কৃষ্ণ । এই বার বছরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলো তোমার ব'লে যাই শোন, পঞ্চপাণ্ডবেরা অহুগৃহ দগ্ধ ক'রে আমার পরম ভক্ত বিহুৱের পরামর্শমত গঙ্গা পার হ'য়ে—দিন কতক অরণ্যে বাস করেন—সেইখানেই মেজদাদার ঐ ব্রাহ্মণী হিড়িম্বার ঘটনা । তার পর তাঁরা সত্যবতীনন্দন মহর্ষি ব্যাসদেবের উপদেশানুসারে একচক্রী নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে কালাতিপাত করেন । সেখানে মধ্যমপাণ্ডব সেই ব্রাহ্মণের চিরশত্রু বক নিশাচরকে নিহত ক'রে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করেন । তারপর সখা অজুর্ন অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্বকে সংহার ক'রে নিকটস্থ অরণ্য অত্যাচারিগণের অত্যাচার হ'তে নিরুপদ্রব করেন । উপস্থিত ব্রাহ্মণবেশে পাঞ্চালী লাভের জন্ত সমাগত । এই রূপকথা কুরাল, নোটে গাছটী মুড়ল, একগে আমার বিদায় দাও সত্যভামা ! সময় যায়, দাদা বলদেব বহুক্ষণ পূর্বে আহ্বান ক'রে গেছেন ।

সত্যভামা । যাবে ? তোমার আর আর সোহাগিনীদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না ? শত্রুরমুখে ছাই দিয়ে ঝোল শ' একা আমার কাছে বিদায় নিলেই হবে ? ওলো, ওলো কৃষ্ণভামিনী সতীনরা, তোরা সব আর না লো, এ বারবেলায় যে নাথ আমাদের বিদায় চান্ ।

## কৃষ্ণভামিনীগণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণভামিনীগণ । তা কি হয় দিদি ! এ বারবেলায় নাথ আমাদের  
কোথায় যাবেন ?

### গীত

কৃষ্ণভামিনীগণ । কথা রাখ, বঁধু, বারবেলায় যেতিয়া না ক'জাকের দিনটা থাক ।

কৃষ্ণ । কেমন ক'রে থাকতে পারি, কেঁদে সারা সে হৃদয়—

তোমরা ত কিছু ভাব না ক' ।

কৃষ্ণভামিনীগণ । ও বুঝেছি কালসোনা, আর না হে ক'রব মানা,

সে রমণীর নাম বলনা, আমরা কারেও বল'ব না ক'ন

কৃষ্ণ । বল'তে বাধা কি, সেটুকুপনরাজার কি,

যাব তার স্বরস্বরে এই পত্র দেখ—মিছে কথা নয় ।

ঐ দাদা ডাকছেন ।

কৃষ্ণভামিনী । যাও যাও ঘর সেজে যাও, মিছে কেন শাক নিয়ে মাছ ঢাক ।

সত্যভামা । এস নারায়ণ, আমি সখা অর্জুনের জন্ত যৌতুক আর

প্রিয় সখী কৃষ্ণার জন্ত অলঙ্কার পাঠিয়ে দিচ্ছি ।

[ সকলের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

অন্তঃপুর

## ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর প্রবেশ ।

ধৃতরাষ্ট্র । তাই ত কি হ'ল ? গান্ধারি ! কিছু সিদ্ধান্ত ক'রতে পার ?

পক্ষপাতব বান্ধণাবতে সহসা অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে ভয় হ'য়ে গেল !

গান্ধারী । পুত্রগণের প্রমুখাত তাই ত শুনি নাথ !

পুত্ররাষ্ট্র । আঃ—শোন না, এই সিদ্ধান্ত কর না, হঠাৎ আগুন

লাগল, গৃহ দগ্ধ হ'ল, আর ভয় হ'য়ে গেল, একথা নয়  
আমরা বুঝলাম, কিন্তু সাধারণ লোকে তা বোঝে না।

আমি বিদুরের মুখে শুনেছি, কে আছে না কি ?

গান্ধারী । না, এখানে আর কে থাকবে ।

পুত্ররাষ্ট্র । শোন, দুর্ব্যোধনের নাকি এ সব কৌশল ।

গান্ধারী । আশ্চর্য্য কি নাথ ! ক্রূরমনা পুত্রের অসাধ্য কি আছে ?

অহো, তাহ'লে কি দুঃখের কথা প্রভো ! এ মহাপাপে কি—  
আমাদের পুত্রগণের মঙ্গল হবে ?

পুত্ররাষ্ট্র । আঃ—সে কথা ছেড়ে দাও না । মঙ্গলের প্রত্যাশা বুঝি

আছে, এটী সিদ্ধান্ত ক'রেছ ? না, না, গান্ধারি ! সে আশা আর  
নাই । আমার লোকালয়ে মুখ দেখান ভার হ'য়েচে । সকলেই  
আকার ঈর্জিতে আমাকেও নিমিত্ত করে । ভগবান নয় অন্ধই  
ক'রেছেন, কিন্তু—আর কিন্তু কি—সব শেষ হ'য়ে গেছে !

অহো ! পুত্র হ'তে যে শেষ বয়সে এ দারুণ যাতনা পাব, তা  
একদিনও স্বপ্নে ভাবি নাই । হায় হায়, পাপাশয়েরা ক'রলে  
কি ? বংশের গৌরব বংশধরগণের প্রাণ বিনাশ ক'রলে ? তা  
আবার অবরুদ্ধ অবস্থায় ? আহা, যুধিষ্ঠিরের কি চরিত্র, আমার  
অর্জুনের কি বিনয় ! আমার নকুল-সহদেবও জ্যেষ্ঠতাত  
ব'লতে অজ্ঞান । আবার মধ্যে কতক লোকি সংবাদ দিলে—  
“না, পঞ্চপাণ্ডবের মৃদু হইনি” তখন প্রাণে যে কি আনন্দ হ'ল

গান্ধারি, সে আনন্দ জন্মেও বোধ হয় কখন লাভ করিনি ! কিন্তু কৈ ? দিন, মাস, বৎসর ক'রে কত বৎসর যে অতীত হ'লো, আর ত প্রাণাধিকগণের আমার কোন তবুই পেলেম না । জ্যেষ্ঠতাত ত ঘণায় আমার সহিত আর কথাই কন না । শুন্লাম, দুর্যোধন নাকি দ্রুপদকন্যার স্বয়ম্বরে তাঁকে কত সাধা সাধনা ক'রে নিয়ে গেছে ! কিন্তু সে স্নেহ তাঁর আর কোথায় ? পুত্রগণের কদর্যা ব্যবহারে কুরুপুরের দাবতীয় প্রাণী তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়েছে । ছায় গান্ধারি, পুত্রীনাশা পুত্রগণের পাপ অত্যাচারে সব গেল, সব গেল ! সাধের আনন্দ-উত্তান আজ মরুভূমি হ'ল !

## গীত

আশার নদী শুকিয়ে গেল, সাধের চূড়াম বাজ পড়িল ।  
 স্বকরোরোপিত তরু, তাহে বিষময় দল ফলিল ।  
 কি করি কোথায় ঘাই কাহারে সুধাই গো,  
 আমার হিরার নিধি কোথা গেলে পাই গো,  
 স্বপনে ভাবিনা মনে এ যাতনা পরিণামে,  
 সহিতে হইবে অধমে—ভাগ্যে কি বিধি এই লিখিল ।  
 ধৈর্যজ যন্ত্রিতে নারি, মনে পড়ে মুখ গো,  
 কোথা রে পাওব আমার অছো কাটে বুক গো,  
 পাব ব'লে আশা করি যে দুঃখাশা,  
 সকল আশা ভরসা আমার, কুলনাশা পুত্র নাশিল ।

গাঙ্গারী। স্থির হোন্ নাথ, অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

ধৃতরাষ্ট্র। অদৃষ্ট বৈ কি গাঙ্গারি! অন্ধের অদৃষ্ট ভিন্ন আর ভরসা কি? কিন্তু হৃদয়ের স্নেহ, তার উপর লোকাপবাদ, অর্থহ্য। গাঙ্গারি! সবই অদৃষ্ট, সবই অদৃষ্ট! অহো ধৃতরাষ্ট্রের অদৃষ্টে যে এত শোকময়, এত ঘটনাময়, এত কার্যাময়, তা ত একদিনের জন্ত চিন্তাতে আনিনি! আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণাদিক ভ্রাতৃপুত্র, পিতৃহীন পঞ্চপাণ্ডব আর নাই! তাদের নিহন্তা কিনা আমার কুলঙ্গার পুত্রগণ!

গাঙ্গারী। স্থির হোন্ নাথ। বাহিরে প্রকাশ হ'লে যে বিষম ফল খ'টবে।

ধৃতরাষ্ট্র। হাঁ, হাঁ, বল যে এতেও স্থির হ'য়ে থাকতে হবে, গুমরে গুমরে ম'রতে হবে! এও অদৃষ্ট গাঙ্গারি, এও অদৃষ্ট! অহো মাথা ঘুরে প'ড়ছে। সঞ্জয়, সঞ্জয়! আমার একবার বাহিরে নিয়ে গিয়ে ভ্রমণ করাও! ওহো ভরস্কর গ্রীষ্ম, প্রাণ বড়ই অস্থির হ'চ্ছে সঞ্জয়!

সঞ্জয়ের প্রবেশ।

সঞ্জয়। চলুন, বাহিরে অনেকটা শীতল হবেন।

ধৃতরাষ্ট্র। শীতল হব', হা সঞ্জয়! শীতল হব, চল।

গাঙ্গারী। হায়, আমার হীনগর্ভ কেন নষ্ট হ'য়েছিল না দয়াময়! তাহ'লে আজ আর স্বামীর এ কষ্ট দেখতে হ'ত না! হা নারায়ণ! এই ক'রলে?

[ সকলের প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

পথ ।

### বিষণ্ণ ও উদ্ভ্রান্তভাবে শকুনির প্রবেশ ।

শকুনি । আরে যাও ! বাতাস বয় কেন ? পাখী ডাকে কেন ?  
মানুষ গোল করে কেন ? একটুকু সময় কি কেউ আর  
স্থির হ'য়ে থাকতে পারে না ? আশ্চর্য্য ক'রেছে ! আরে যাও !  
মাথাটা একেবারে আমার খারাপ ক'রে দিয়েছে ! পঞ্চপাণ্ডব  
ম'রেছে ? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সব ম'রেছে ?  
অহো হো—আমার মৃত্যু হ'ল না কেন ? কৃষ্ণ ! তুমি নয় পঞ্চ-  
পাণ্ডবের সহায়, তুমি নয় তাদের আশ্রয়, তাহ'লে তুমি থাকতে  
তাদের মৃত্যু হ'ল ? কৃষ্ণ থাকতে পঞ্চপাণ্ডবের মৃত্যু, এ যে  
অসম্ভব কৃষ্ণ ! এ ত আমি বিশ্বাস ক'রতে পারব না । হ'তেই  
পারে না, এই বিগাস ছিল ব'লেই ত আমি শকুনি—সংসার চক্রে  
ঘূর্ণিত শকুনি—পাপমতি শতভ্রাতা—পিতৃনাশী দুৰ্য্যোধনকে  
বারণাবতে জতুগৃহ নিৰ্ম্মাণে পরামর্শ প্রদান ক'রেছিলাম । জানি,  
কৃষ্ণ থাকতে পঞ্চপাণ্ডবের ধ্বংস নাই ! তা না হ'লে কৃষ্ণ !  
আমি কি দুৰ্য্যোধনের সে বতে সন্মতি দান ক'রতাম ? হায়, হায়  
আজ সেই কৃষ্ণ থাকতে পঞ্চপাণ্ডবের ধ্বংস হ'ল ? সব গেল !  
ভেবেছিলাম, শত্রু পরে পরেই ধ্বংস ক'রব, হায়, তার কিছুই

হ'ল না ! আমি রৈলাম আর পঞ্চপাণ্ডব চ'লে গেল ? আরে  
 যাও, গোল ক'রছ কেন ? শকুনির হৃদয়টা একবার কেউ  
 দেখ্ছ কি ? জ'লে যাচ্ছে, জ'লে যাচ্ছে ! কুরুকুলে আজ  
 আনন্দের হলহলা প'ড়েছে ! হায়, হায়, এত ক'রেও কিছুই  
 ক'রতে পারলাম না ! সব পণ্ড হল, সব পণ্ড হল !

### ব্রাহ্মণবালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

ব্রাহ্মণবালক । তুমি কে গো ?

শকুনি । হ' ।

ব্রাহ্মণবালক । হ' কিগো ? তুমি কে ? এমন ক'রে গালে হাত  
 দিয়ে পথের ধারে ব'সে র'য়েছ কেন ?

শকুনি । হ' ।

ব্রাহ্মণবালক । হ' হ' ক'রছ কেন ? কেন, তোমার কি হ'য়েছে ?  
 এমন ক'রছ কেন ?

শকুনি । আরে যাও ।

ব্রাহ্মণবালক । ওকি, অত তিক্‌বিড়চ কেন ? কিছু ব্যাঘ্ররাম  
 হ'য়েছে বুঝি ?

শকুনি । হাঁ, হাঁ, ব্যাঘ্ররাম ব্যাঘ্ররাম ! খাঁচ—খাঁচ ! দেখ্‌বি,  
 দেখ্‌বি ? চাব্‌কে পিট লাল ক'রে দোব ?

ব্রাহ্মণবালক । ও, তুমি শুক্‌নি নামা ? তাই ত বলি, এ  
 প্রভু কে ?

শকুনি। ফের্—ফের্—ফের্ যদি কথা কইবি, তাহ'লে ঘাড়টী  
ভেঙে—ঐ দেখ'হিস্ ত হ'দো পুখুর র'য়েছে ?

ব্রাহ্মণবালক । তবে মামা, আমিও তোমার মনের কথাগুলো  
প্রকাশ ক'রে ফেলব ?

শকুনি । ও বাবা, এ ছোঁড়া কে রে ? বলে কি ? এ বাবা  
বকেরা ছোঁড়া ছেলে না হ'য়ে যায় না । ধাপ্পা মারছে !  
কি ব'ল'বি বল, বল, চালাকী পেয়েছ ? ঘুবু দেখেছ ধন,  
এখনও ফাঁদ ত দেখনি ? দেখ'বি, দেখ'বি ?

ব্রাহ্মণবালক । দেখাও না ? দেখেছ আমার হাতে খড়ি, আমি  
খুব শূণ্ডে পারি । করকুটী—কপাল-রেখা, দেখেই ব'ল'তে  
পারি, কার কপালে কি আছে লেখা । স্বর-জ্ঞান আমার আছে  
জানা, তুমি কি ক'রতে এসেছ গান্ধার থেকে কুরুজাদ্বীপে,  
তাকি ব'ল'ব মামা ! এক একশ ভাই, আর কি জানতে চাই ?

শকুনি । ও বাবা, এ ছেলে কে রে ? সবই ত শূণ্ডে ব'ল'তে পারে ।  
তবে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নি । হাঁ বাবা, তোর বাড়ী কোথা ?  
বুঝ্ছ ত আমার বৃকের বাথা ? মামা ব'লি বখন, ভাথ্বে  
তুই তখন । দেখ দেখি একটা শূণ্ডে, পক্ষপাত কি ম'রয়েছে  
আগুনে ?

ব্রাহ্মণবালক । ব'ল'ব কেনে ?

শকুনি । হীরে দোব—অহরত দোব, কেনা গোলাম হ'য়ে রব ।

ব্রাহ্মণবালক । হাতি দোব—উট দোব—দোব মুক্তোর মালা,  
মামা ভুলে যাও গায়ের জালা ।



শকুনি। ভুল্‌ব, ভুল্‌ব, জীবন গেলে ভুল্‌ব। না, না, তাতেও হবে না, শ্রমশানের অস্থি তবু জ'ল্‌বে। বল বালক, তোরা কথা করেও ব'ল্‌ব না, ব'লে তুইও আমার কথা ব'লে দিস। তোরা পায়ে ধরি, অলচ্ছিতায় জল ঢেলে দে। মনের উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হবে না? পঞ্চপাণ্ডব কি ম'রেছে?

ব্রাহ্মণবালক। কর দেখি একটা ফলের নাম।

শকুনি। আম।

ব্রাহ্মণবালক। আম কথাটা দু'অক্ষর,

পাঁচ দিয়ে তা পূরণ কর।

তুই দিয়ে তা ভাগ দে, রৈল শূন্য,

না হও ক্ষুণ্ণ,—দূর ছাই বলি না ত এই জ্ঞান।

শকুনি। বল, বল বালক, কি বুঝলে?

ব্রাহ্মণবালক। আগে একটা শপথ কর, করেও ব'ল্‌বে না এ কথা, ব'লে পরে আর কি হবে, তুমিই পাবে বাথা।

কথা প্রকাশ ক'রলে পরে, কল যাবে পগার পাড়ে।

শকুনি। তখন বালক, সন্দেহ ক'র'হ কেন? আমার হৃদয়ের ভাব সকলি ত তুমি জেনেছ?

ব্রাহ্মণবালক। তা জেনেছি, শোন, পঞ্চপাণ্ডব মরেনি।

শকুনি। তা হ'লে এখন তারা কোথায় বালক!

ব্রাহ্মণবালক। প্রকাশ ক'রো না—ব'লে যাই, তারা জতুহুং থেকে গঙ্গা পেরিয়ে বনে ছিল, তারপর পাঞ্চাল নগরে এক কুণ্ডকারের বাড়ীতে আছে।

শকুনি। বাচা গেছে, বাচা গেছে। যাও বালক, যাও। কোথায়  
তুমি যাচ্ছ ?

ব্রাহ্মণবালক। গিয়েছিলাম পাকাল নগরে,

দ্রুপদকিয়ারী দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, ছিল আমন্ত্রণ।

শকুনি। হাঁ, হাঁ, শুনেছি বটে, আমাদের প্রভুরাও যে সেজেগেজে  
বেরিয়েছিলেন, কি হ'ল ছোকরা জ্ঞান !

ব্রাহ্মণবালক। অত কথা আমি বলতে পারি না, আমাকে  
অনেক দূর যেতে হবে।

শকুনি। তা বেশ, বেশ, বলোও কাজনি। তা, তা আমার বাড়ী  
আজ থেকে গেলেই পারতে ?

ব্রাহ্মণবালক। আমার বাড়ী আবার কোন্ চুলোয় ? একটু  
ব'সেই বাই।

শকুনি। তা বটে, তোমার কাছে ত আর তামসী চ'লবে না  
বাবা ! বেশ, চ'লে যাও। পিতা পিতা, হতান্বিত আশা  
আবার জাগছে, দুর্ঘোষনের প্রতিহিংসায় ধপ্ ধপ্ করে  
জ্বলে উঠল ! বাতাস গান কর, মাহুঘুলো গোণ কর।  
আমার আনন্দে তোরা সকলে সব কর। ওকি, নগরে এত  
বাত্ত কেন ? তবে কি দুর্ঘোষনাদি পাকালরাজ্য হ'তে কিরে  
এল নাকি ? দেখা যাক।

[ প্রস্থান।

ব্রাহ্মণবালক। ছরাত্মা শকুনির অটুট বিশ্বাস যে, কৃষ্ণ থাকতে  
পঞ্চপাণ্ডবের ধ্বংস হ'তে পারে না, তাই তার সে বিশ্বাস দৃঢ়

রাখতে গণনা ক'রে ব'লে দিলুম। কিহু আমি যে কে,  
তা কি সে পাগল বুঝতে পারলে? আমার দুর্বোধ্য কৃষ্ণ-  
লীলা কার সাধ্য বুঝতে পারে?

একি সহসা কেন রে প্রাণ হ'ইল চঞ্চল,  
কে যেন আকুলে, তিতি আঁখি-জলে,  
বলে, থেয়ে যা রে ননী গুরে নীলমণি,  
মা যে তোর করে ঘরবার।

এ ত বৃন্দাবন নয়,

ডাকে কি মা নন্দরাণী?

যমুনা না বয়, শুক সারি নাহি করে ধ্বনি।

তবে এ কোন্ রমণী—

কৃষ্ণকাঙালিনী, স্নেহভরা কৃষ্ণনামে কৃষ্ণেরে কাদায়।

বুঝেছি মা বিহুর-ঘরণী!

ননী তুলি প্রভাত সময়, হৃদে উথলয়

মাতা যশোদার সমা বাৎসল্যের রস,

তাই কৃষ্ণে বশ করিলি তনয় প্রাণে।

যাই মা, যাই মা, যাই,

দে মা ননী দে মা খাই,

ননীচোর তোর না গোপাল,

খাব তোর কোলে বসি ক্ষীর ননী হাসি-হাসি,

দেখিবি মা, ননীচোরা আর তোর কিসের কাঙাল?

[প্রস্থান।

## বেগে কতিপয় ভৈরবীর প্রবেশ ।

### গীত

কতিপয়ভৈরবী । পাগ্‌লী বটী উধাও ছুটে যেমন যদি হারিয়ে যদি ।

## বেগে কতিপয় ভৈরবীর প্রবেশ ।

কতিপয়ভৈরবী । বাবার ধৃতরা বাটা নিছিনোটা । রৈল পড়ে,

বাবার দেশ নাচনি

কতিপয়ভৈরবী । আবার হাতে নিয়ে নবনী ।

## ভগবতীর প্রবেশ ।

ভগবতী । অভাগীরা কারে বলিস্‌ কি,

আমার নীলমণি যে, আসছে পথে, তাও মেরিস্‌ না কি,

সে মা মা মা বোলে নদীর তলে, খায় সে পেয়ে নুতন জননী ।

ভৈরবীগণ । যাক না চলে তারে এত কিসের ভয়,

ভগবতী । তাই সইনে না মা, মাতের প্রাণে এত মারের কথা নয়,

ভৈরবীগণ । ঐ তোর আসছে যে মা ননীচোরা দেখি কেমন করে যায় ।

## কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । পারে ধরি দেয়া চাড়ি, আবার ডাকছে ওমা বিদুর-ঘরনী ।

ভগবতী । আগে মারের হাতে যাও রে ননী,

পরে বাস্‌রে নীলমণি ।

[ সকলের প্রস্থান ।

## চতুর্থ গর্ভাক্ষ ।

মন্ত্রণাকক্ষ ।

ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ ।

ধৃতরাষ্ট্র । সত্যই ব'লছি জ্যেষ্ঠতাত, প্রাণাধিক পাণ্ডবগণের সুস্থ সংবাদ পেয়ে আর প্রাণের ভাই বিহুরকে তাদের আনুবার জন্ত পাঞ্চাল রাজ্যে প্রেরণ ক'রে—তবে আমার উদ্বেলিত প্রাণ কতক পরিমাণে স্থির হ'ল ।

ভীষ্ম । অন্ধরাজ ! এখনও ব'লছি, মোহ ত্যাগ কর ; পুত্রগণের স্নেহে অন্ধ হ'য়ে এ সাধের উজ্জান নষ্ট ক'র না । কিছুতেই কুচক্রে কুটিল ক্রুর দুর্য্যোধনের মতে সহানুভূতি প্রদর্শন করো না ।

ধৃতরাষ্ট্র । আবার, আবার ! তাত ! যথেষ্ট শিক্ষা লাভ ক'রেছি জনসাধারণের মধ্যে আমার মুখ দেখান তার হ'য়ে উঠেছিল । কেবল ভগবানের অপার অমুগ্রহে সে কলঙ্কের হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছি । এখন একটা বৃষ্টি করুন, বিহুর ত এতক্ষণ দ্রুপদ রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে, অবশ্যই বুদ্ধিমান দ্রুপদরাজ এবং সুশীল বৃধিষ্ঠির আমার, আমাদের সাদরা পায়নে আপ্যায়িত হ'য়ে আমাদের অহুমোদিত মতের প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারবে না । বরং আমাদের প্রেরিত বিবিধ ধনরত্নমণিমুণ্ডা প্রভৃতি যৌতুক-স্বরূপ প্রাপ্ত হ'য়ে যে যথেষ্ট আত্মলাভিত হবে, তদ্বিবরে সন্দেহ

নাই, কি বল সঙ্ঘ! যাক, এখন প্রাণাধিকগণ মা দ্রুপদ-  
নন্দিনী সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে আগমন ক'রলে—তখন—  
ভীষ্ম। তখন আবার কি অন্ধরাজ! তখন তাদের প্রাণা-  
রাজ্য, তাদের প্রদান ক'রে--তোমার কর্তব্য কার্য  
তুমি ক'রে যাবে। দুর্যোধনের শত অনুরোধে বা রোদনে  
সে কর্তব্যতার অবহেলা ক'রবে না, তখন তোমার এই কাজ।  
দ্রোণ। নিশ্চয়ই আমিও মহামতি গঙ্গানন্দনের বাক্যের সম্পূর্ণ  
অনুমোদন করি।

ধৃতরাষ্ট্র। তা ত ক'রবে। তবে কি জান্লেন, আরও একটুকু  
হৃদয় বার করুন না। রাজ্য ত আমি দোবই, আমি কি আর  
দুর্যোধনের মতের অপেক্ষা রাখব? না আবার অপনার  
মহাকলঙ্ক আপনি গায়ে মাখব? তবে কি জান্লেন—সঙ্ঘ।  
সেই যে—তখন যে কথাটা তোমাতে আনাতে হ'চ্ছিল। ঐ  
যে হেঁ—হাঁ, হাঁ, তা ত! আমার একটা ইচ্ছা হয় কি জান্-  
লেন, আর আমি আমার কুলজ্ঞার পুত্রগণের সহিত প্রাণাধিক  
পাণ্ডবগণকে একত্রে রাখতে চাই না। কেন, তা বুঝেই  
ত? তাহ'লেই আবার সংসর্গে গরল উঠবে। তাই মনে  
হয়, তাদের একটা ভিন্ন স্থান প্রদান ক'রলেই যেন  
ভাল হয়

ভীষ্ম। এ নিতান্ত বন্ধ সঙ্ঘ নয়, তবে কোন্ স্থান তাদের অর্পণ  
ক'রতে মনস্থ ক'রেছ?

ধৃতরাষ্ট্র। এই—তত দূরেও নয়, আর নতান্ত নিকটেও নও, কি

বলেন আচার্য্য, ঐ যে সত্ত্বয়! তখন কথা হ'ল, পাণ্ডবগ্ৰন্থে  
নয়? স্থান নিতান্ত মন্দ নয় ।

ভীষ্ম । এ মতে আমার কোন বাদানুবাদ নাই । কি বলেন আচার্য্য  
পরস্পরের মধ্যে যখন অনৈক্যের ভীষণ তরঙ্গের সম্ভাবনা,  
তখন এ যুক্তি সর্বদ্বন্দ্বীন মঙ্গল বিবেচনা করি । তবে কি জান্লে  
অঙ্গরাজ! কর্ণধার পরিপক্ক হ'লে তরুনী নিমজ্জনের আশঙ্কা  
অতি অল্প থাকে, তা না হ'লে সাধারণতঃ তরুনীর ভাবী  
অকল্যাণ প্রায়ই বার্থ হয় না ।

দ্রোণ । আপনি একটু দৃঢ় হোন, আপনি দৃঢ় হ'লে কোনও  
বিপদেরই সম্ভাবনা থাকবে না ।

শুভরাষ্ট্র । সে ইচ্ছা কি আমার নাট আচার্য্য! তবে কি জান্লে,  
পুল্লভেহ এমনি নীচ, তাতে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ব্যতীত উচ্চতা  
কখন স্থান পায় না । এই মনে করি, জ্ঞানের মস্তকে পুষ্প-  
অর্ঘ্য প্রদান ক'রে জ্ঞানেরই পূজা ক'রবো, অমনি সেই নীচ  
স্নেহ—কি জানি কোন্ আকর্ষণে এমনি কদর্যা স্থানে  
ল'য়ে যায়—

দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি ও

অশ্বখামার প্রবেশ ।

দুঃশাসন । শুন্লে, শুন্লে দাদা, তিন বৃকের অন্ত ময়না!

বলি এত কেন?

দুর্যোধন । তাত! সতাই যদি আমরা আপনার এত ঘৃণিত

হ'য়ে থাকি, তাহ'লে স্বচ্ছন্দপ্রাণে বলুন, আমরা আর তিলার্দ্ধিও এই হস্তিনায় থাকতে চাই না। ভগবান জীব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বাসস্থান ও আহার নিরূপণ ক'রে পাঠিয়েছেন।

শকুনি। আর বাছা, দুঃখ ক'রছ কেন? এ সংসারটার তোষা-মোদেরই জয়। অন্ধরাজের কথা ছেড়ে দাও না বাপ, উনি ভালমন্দ কি বুঝছেন, আর কিই বা ক'রছেন।

কর্ণ। সতাই ব'লেছেন মাতুল! উনি ও আর নিজের চোখে কিছু দেখছেন না। চাটুকারগণ যে ভাবে ঔকে বুঝায়, উনি তাই বুঝেন, আর সেই ভাবেই কথা কন। আমার মতে অগ্রে সেই চাটুকারগণকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া উচিত।

দ্রোণ। সূতপুত্র! একটু সংযতভাবে বাক্য প্রয়োগ ক'রলে তবে ভদ্রতার মর্যাদা রক্ষা করা হয়।

## গীত

জান কি ভদ্রতা ভদ্র করে কর।

হয় না বেশ ভূষায়—

আচারে বিচারে বিবিধ প্রকারে তারে রক্ষা করিতে হয়।

বিনয়-বৎসল, করিবে অতিক্রম, নীচ অভাজন এই আখ্যা পায়,

তার বাস সাজে, পুষ্পগন্ধাঙ্কে, সজ্জায় গমন কখন উচিত নয়।

সুদু কথা কবে, সুদু ভাবে রবে, ভেদ, গণ্ড, তব কোথা হয় এর,

মিছে অহঙ্কার, মনের বিকার, চপলতা শুধু—সকলি পলকে কর।



কণ । আচার্য্য, ভদ্রতার কথা উল্লেখ ক'রছেন কেন ? সমদৃষ্টি-সম্পন্ন ধীমান্ ব্যক্তিগণের নিকটেই ভদ্রতার আবশ্যক, তা না হ'লে বারা একদর্শী, পক্ষপাতী, নীচমনা—তাদের জন্ত কোন দ্রব্যের আবশ্যক করে, তা কি বলতে পারেন ?

ভীষ্ম । স্মৃতনন্দন ! এ কুরু-মন্ত্রণা-কক্ষে তুমি যে একমাত্র ধীমান্ ও মনীষী, এবিধ জ্ঞান করা তোমারই অজ্ঞতার পরিচয় । বিশেষতঃ যারা নিজছিন্ন দর্শন না ক'রে পরছিন্নাশ্রয়ী হয়, তাদের তুল্য অন্নবুদ্ধি এবং হেয় ব্যক্তি আর ধরণীমণ্ডলে কে আছে ?

কণ । পিতামহ ! তাহ'লে আর অপ্রকাশ্যে প্রয়োজন কি—প্রকাশ্যেই কথা হোক না কেন ? বাস্তবিক পক্ষে বলুন দেখি, আপনি এবং আচার্য্য্য দ্রোণ উভয়েই পাণ্ডবগণের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী কিনা ?

ভীষ্ম । পাণ্ডবগণের শুভানুধ্যায়ী—কুরুগণের যে শুভানুধ্যায়ী নয়, এ ভাবের পরিচয় তুমি কিরূপে প্রাপ্ত হ'লে ?

কণ । প্রত্যেক বিষয়েই আপনি তার পরিচয় প্রদান ক'রেছেন । ক্রুদ্ধ হ'বেন না ? উপস্থিত দ্রোণদ্বীর স্বয়ম্বরের কথারই আলোচনা চলুক । আপনি কি ইচ্ছা ক'রলে চল'কা রাখাচক্র ভেদে সমর্থ হ'তেন না ? তা ত ক'রলেন না, এক শিখণ্ডীকে উপলব্ধ ক'রে ধনুর্ধার ভ্যাগ ক'রে ব'সলেন । ব'লি, ~~এক~~ ছল অস্ত্রে বুঝতে না পারুক, কণের তা বুঝতে অধিক সময় বিলম্ব হয়নি ।

শকুনি । এ সব আমার ভাগ্যনৈদেরই অদৃষ্ট ব'লতে হবে বাবা !

হুঃশাসন । মামা, তা আর ব'লতে ? তা না হ'লে পিতামহও আমাদের বিপক্ষ হন ?

হুঃযোধন । হুঃশাসন, মনের কষ্ট ত ঐ । যীদের ক্রোড়ে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হ'লাম, তাঁরা কিনা আজ আমাদের এত ঘৃণার চক্ষে দর্শন ক'রছেন ?

ভীষ্ম । হুঃযোধন, হুঃখিত হ'ও না ! আমি অধিক কথা ব'লতে চাই না, তবে এই মাত্র বলি, অনুরোধী সূতপুত্রই তোমাদের সর্বনাশ ক'রবে । তোমরাও অন্নবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাই তাকে আত্মবিক্রয় ক'রে আপনাদের চির সৌভাগ্যকে চিরবিদায় দানে প্রস্তুত হ'য়েছ । নিশ্চয়ই আমার কথাগুলি তোমাদের রূঢ় কর্কশ ব'লে বোধ হবে, তা হ'ক, তাতে আমার কোন ক্ষাতবুদ্ধি সাধিত হবে না । কিন্তু ভ্রাতঃ, তুমি তোমার প্রিয়সখা কর্ণকে এই কথা জিজ্ঞাসা কর যে, গগানন্দন ভীষ্মের ত্রিজগৎ বিস্তৃত প্রতিজ্ঞা কি মাত্র দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের সময় উক্ত হ'য়েছিল ?

কর্ণ । দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালেই উক্ত হ'য়েছিল । সখা হুঃযোধনের ভাগ্যলক্ষীর প্রতিকূলতার জন্তই আপনি ধনুঃশর ত্যাগে বাধ্য হ'য়েছিলেন ।

ব্রোণ । এতক্ষণ স্থিরভাবেই ছিলাম, কিন্তু শাস্ত্রহুপ্ত, সূর্য্যরশ্মি সহনীর হ'লেও সূর্য্যকরতপ্ত বালুকণার উত্তাপ নিত্যন্ত অসহনীয় । ত্রিলোকবিস্তৃত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা কে

জানে যে, কোন অমঙ্গল দর্শন ক'রলে তিনি ধনুঃশর ধারণ করেন না ? কে না জানে, নপুংসক দর্শনে তিনি নিরস্ত্রতা অবলম্বন করেন ? কে না জানে, রণপরাস্থ পলায়িত ব্যক্তির প্রতি তিনি অস্ত্র বর্ষণে ক্ষান্ত হন ? কিন্তু সূতপুত্রের কথা শুনলেন ? মিথ্যা কলঙ্কারোপ !

কর্ণ । সতাই হোক বা মিথ্যা হোক, চাটুকার বর্ষরগণের অদূর-দর্শিতার কারণই যে সখা ত্রয়োধনের একরূপ অশাস্তির কারণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ ? নাই ।

অৰ্থথমা । রে নীচকুলোদ্ভব সূতপুত্র, সাবধান, সাবধান, এখনও ক্ষমা ক'রছি । কিন্তু তুই ক্ষমার সম্পূর্ণ অযোগ্য । তুই জানিস্ না যে, চাটুকারকে কান কিসে প্রতিপন্ন হ'চ্ছে ? তুই নিজেকে ত্রয়োধন-প্রসাবভুক—প্রতিপালিত হের কঙ্কুর, তাই সাধারণকেও তুই সেইরূপ মনে ক'রিস্ ।

কর্ণ । দ্রোণপুত্র, সতর্ক হও, ব্রাহ্মণ-স্পর্শী সকল সময় অক্ষত পাকে ন ।

অৰ্থথমা । নরাদম, নীচ অস্ত্র ধারণ কর, নতুবা ছাগশবুর মত এই মুহূর্তে তোর শিরশ্ছেদন ক'রব । ( অস্ত্র নিক্ষেপণ ও কর্ণের প্রতি আক্রমণ এবং কর্ণেরও অস্ত্র নিক্ষেপণ ) ।

দ্রঃশাসন । হাঁ, হাঁ, করেন কি ?

ত্রয়োধন । ওরো, ওরপুত্র, পদে ধরি ক্ষমা করুন, সখার অপরাধ নয়, আমার অপরাধ ।

সূতরাষ্ট্র । তাই ত, ঘোষ্ঠতাত দেখুন, দেখুন, আচার্য্য, আচার্য্য-

নন্দন কাস্ত হোন, কাস্ত হোন, প্রাণাধিক কর্ণ, আচার্য্য  
আচার্য্যপুত্রকে সাস্তনা কর। এ ক্ষেত্রে এ অপরাধ তোমারই  
অধিক সমীচীন অপরাধ বলে বোধ হয় ।

কর্ণ সকল অপরাধই আমার, সাথে তুচ্ছ ?

শকুনি। ওহে বাপু, ছেড়ে দাও, এখন বিচার, জ্ঞানধর্ম  
দেশভাগী হ'রে গেছে !

দুর্যোধন। সাথে ! আমার ক্ষমা কর। কুরুপুরীতে এখন আমাদের  
অপমানকে চিরসহচর ক'রে বাস ক'রতে হবে, নতুবা বনবাসই  
আমাদের পক্ষে ব্যবস্থা। দেখছ না, আমাদের বিপক্ষে অজ্ঞ  
ধিক্রুপ বড়যন্ত্র। মাতুল, আশুন, এস দুঃশাসন, কোন নির্জনে  
স্থানে ব'সে ভাগ্যদেবীর অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তির ধ্যান করিগে চল।  
উঃ—পঞ্চপাণ্ডবেক আনয়নের পূর্ব্বই আমাদের এত  
দুরবস্থা !

[ কর্ণের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

দুঃশাসন। মামা, বাবার কথাগুলো শুনে ত ? মামা গো, একি  
কম দুঃখ, দাদা আমার কঁাদতে কঁাদতে চ'লে গেল ! আহা হা,  
দাদার চোখে জল ! চল, দাদারও যে দশা, আমাদেরও  
সে দশা !

[ প্রস্থান।

শকুনি। আহা, ভাগ্যে দুটি যেন আমার রান-লক্ষণ।

[ প্রস্থান।

হুতরাষ্ট্র । সঞ্জয় ! সঞ্জয় ! হৃষ্যোধন, হৃশাসন চ'লে গেল নাকি ?  
 . জ্যেষ্ঠাতা, তাহ'লে আমার কিছু অগ্নায় বলা হ'য়েছিল  
 কি, তাই কি অভিমানী হৃষ্যোধন আমার চ'লে গেল ? সঞ্জয় !  
 সঞ্জয় ! দেখ, দেখ, তারা আমার কোথায় গেল দেখ ! হার রে,  
 পুত্র ! ভগবান্ ! কেন তুমি পুত্র-স্নেহ দান ক'রেছিলে ? তাই ত  
 হৃষ্যোধন আমার চ'লে গেল ? কোথায় গেল ? জ্যেষ্ঠাতা !  
 আমার হৃদয় যে অস্থির হ'য়ে উঠল !

### গীত ।

হ'লো প্রাণ আকুল কোথায় গেল প্রাণের ধন ।  
 দেখ, তাদের, আন তাবের, নৈলে ত বাঁচে না জীবন ।  
 হার রে ভাগ্যবিধাতা, কেন দিলি মারা-মমতা,  
 এর দুঃখে বিনে আর স্থখ কোথা, তবু ত বোঝে না মন ।  
 অন্ধস্নেহ এমনি পাবাণ, না বুঝিল মান-অপমান,  
 পক্ষপাতী সবা তার প্রাণ, স্বার্থেতে হারায় চেনন ।

ভীষ্ম । ( স্বগত ) হা অন্ধ ! তুমিই কুরুকুল-ধ্বংসের একমাত্র  
 নেতা ! তোমার এই স্নেহাঙ্কুতাই হৃষ্যোধনাদির সাক্ষাৎ  
 কালস্বরূপ ! ( প্রকাশ্যে ) অন্ধরাজ, স্থির হও, হৃষ্যোধনাদি  
 কেহই কোথাও যায় নাই । আমরা র'য়েছি দেখে কেবল তারা  
 তাদের কুটচক্রী মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা ক'রবার জন্ত  
 গমন ক'রেছে ।

হুতরাষ্ট্র । তা যাক্, তা যাক্, কোথাও চ'লে না গেলে হয় !  
 আমি আর কারো পরামর্শ শুনছি না, পক্ষপাতব এলেই

তাদের অর্দ্ধ রাজ্য অর্পণ ক'রে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রেরণ ক'রব।

আহা, তারা আমার অতি হতভাগ্য, আমি ধর্ম্য নষ্ট ক'রব না।

সঞ্জয়! খাণ্ডবপ্রস্থে গৃহ নির্মাণ হ'য়ে গেছে ত? আহা, তারা আমার সেইখানে থেকে সুখী হোক।

দ্রোণ। এই আপনার কর্তব্য কর্ম।

(নেপথ্যে বাস্তধ্বনি)

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! অন্তঃপুরে এত মুহুমূর্হ শব্দধ্বনি হ'চ্ছে কেন?

অমনি সেই সঙ্গে আমার সমস্ত দেহ কম্পিত হ'চ্ছে কেন!

দ্রোণ। একি, সহসা কুরুপুরী যেন দৌহুগ্যমান হ'চ্ছে!

বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। আর্ষা! রূপদ-নন্দিনী সহ দেবী কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব সমাগত। তারা অন্তঃপুরমহিলাগণকে প্রণাম ক'রতে গেল, আর আমি আপনাকে সংবাদ দান ক'রতে এলাম।

ধৃতরাষ্ট্র। বেশ, বেশ, তাই ত, হৃদয় এত চঞ্চল হ'চ্ছে কেন!

ভীষ্ম। প্রাণাধিক! ঘন ঘন শব্দবাত্তেই পঞ্চপাণ্ডবগণের যে শুভাগমন হয়েছে, তা বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সর্বাঙ্গোণ কুশল ত?

বিদুর। গোবিন্দের ইচ্ছায় সকলি কুশল জ্যেষ্ঠাতা!

ধৃতরাষ্ট্র। একি, একি জ্যেষ্ঠাতা! দেখুন, দেখুন, বিদুর বিদুর!

সহসা আমার বেন হৃদকম্প উপস্থিত হ'চ্ছে! কে যেন আলু-  
নারিতকেশা কৃষ্ণাভামিনী বোর অন্ধকারে আমাকে তর্জ্জনী

সঞ্চালনে ভয় দেখাচ্ছে! একি—একি—রোক্তমান্না রমণী  
ভীতা শক্তিতা হ'য়ে ভাবী বিপদ যেন উপস্থিত ব'লে কুরুক্ষেত্রের  
মহাপ্রাক্ষণে ঈতন্ততঃ চারিদিকে উর্দ্ধ্বাসে ছোট্টাছুটি ক'রছে!  
বিহুর, শীঘ্র আমার স্নেহের যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান কর। দেখি,  
যদি বাছাদের দেখে কতকটা হৃদয়-চাঞ্চল্য দূর ক'রতে পারি।

দ্রৌপদী: সহ সকুন্তীপঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ।

ভীষ্ম। ( স্বগত ) কুরুকুলের সাক্ষাৎ কালভূজঙ্গিনী স্বরূপা এই যে  
মা অযোনিজা ক্রপদনন্দিনী! তবে কি এতদিনের পর মা  
আমার কুরুকুল ধ্বংসের জন্তই এই হস্তিনায় আগমন ক'রলেন;  
নিশ্চয়ই অন্ধরাজ! তোমার যদি দৃষ্টি থাকত, তাহ'লেই বুঝতে  
যে, কেন তুমি আজ এতদূর আলোড়িত হ'য়েছ! যাক। ( প্রঃ )  
এই যে পঞ্চপাণ্ডব সমাগত। এস, ভাই এস, নিরাপদে যে  
তোমরা আবার হস্তিনাপুরী উজ্জল ক'রবে, এ ধারণা  
আমাদের অতি অল্প ছিল।

বিহুর। কেবল বাবা গোবিন্দের ভরসাই আমাদের একমাত্র  
ভরসা ছিল।

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! আপনাদের আশীর্বাদে পঞ্চপাণ্ডব কোন  
বিপদগ্রস্ত হয়নি, আমরা অতি সুস্থ শরীরেই ছিলাম, এক্ষণে  
আচার্য্য, জ্যেষ্ঠতাত, আপনারা দামোদের প্রণাম গ্রহণ করুন।  
ভীষ্ম। যাজ্ঞসেনি! তুমিও প্রণাম কর। জ্যেষ্ঠাশ্রম, ভীষ্ম আবার  
ফিরে এসেছে। ( প্রণাম এবং অন্যান্য সকলের প্রণাম )

ধৃতরাষ্ট্র । এস, আমার বাপেরা এস, দীর্ঘজীবী হও, মা পাঞ্চাল-  
 ছহিতার সহিত পঞ্চভ্রাতার পরমানন্দে কালাতিপাত কর ।  
 বাবা যুধিষ্ঠির, তোমাদের অদর্শনে আমি যে কি কাতর ছিলাম,  
 তা অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন আর কেউ জানে না বাবা ! আজ  
 মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত হ'ল । অন্ধের আর আনন্দ রাখবার  
 স্থল নাই । যাক, আর আমি আমার কুলাঙ্গার পুত্রগণের  
 সহিত তোমাদের একত্র রাখব না । তোমাদের জন্ত  
 থাণ্ডবপ্রস্থে গৃহ নির্মাণ ক'রিয়েছি । তোমাদের অর্ধরাজত্ব  
 আমি আজিই বিভাগ দেবো ; সেইখানে তোমরা রাজধানী  
 ক'রে বাজ্রসেনাকে ল'য়ে পরম সুখে বাস ক'রবে । কেমন  
 বাবা ! যুক্তি কি মন্দ হ'য়েছে ? আজিই তোমাদের আমি  
 সেখানে পাঠাবার সুব্যবস্থা ক'রব ।

যুধিষ্ঠির । জ্যেষ্ঠতাত ! আপনি বেরূপ অহুমতি ক'রবেন, দানবগণ  
 সেই অহুমতি জীবনপাত ক'রেও রক্ষা ক'রবে ।

ধৃতরাষ্ট্র । উত্তম, উত্তম ! সাধে কি বাপ, তোদের জন্ত প্রাণ আমার  
 এত চঞ্চল হয় ? এমন গুণের ছেলে আমি আর কোথায় পাব ?  
 এখন চল, শাস্ত হ'য়ে এসেছ, বিশ্রাম ক'রবে চল । মা দ্রুপদ-  
 নন্দিনীকে আমার নিয়ে চল । জ্যেষ্ঠতাত ! আপনিও চলুন ।  
 ভাই বিহুর ! তুই আজ তাই যে আনন্দ দিয়েছিল, তা জাবনে  
 কখন ভুলতে পার না ! আচার্য্য ! আমার কর্ণের কথার ক্রোধ  
 ক'রবেন না । গুরুপুত্র, আমাকে ক্ষমা ক'রবেন । চলুন,  
 চলুন, আমার যুধিষ্ঠির এসেছে, আর আমার চিন্তা কি ?



সঞ্জয়, খাণ্ডবপ্রস্থে যাবার জন্য শীঘ্রই সকলকে প্রস্তুত হ'তে বল ।

সকলে । জয় মহারাজ অন্ধরাজের জয় ।

[ বিহুর ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

বিহুর । যাই, আমিও অর্মান ভিক্ষা ক'রে কুটীরে গমন করি ।

বাবা গোবিন্দ, আর কতদিন ? একি, দেবার্ষি নারদ যে খাণ্ডব-প্রস্থান্ভিমুখে গমন ক'রছেন !

[ প্রস্থান ।





## চতুর্থ অঙ্ক ।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

পথ ।

### শকুনির প্রবেশ ।

শকুনি ! না—চিন্তায় ত গুল্ম হ'বার উপক্রম হ'ল ; কাণা শুক্র ত একেবারে নির্ধীরোধ ক'রে পঞ্চপাণ্ডবকে থাণ্ডবপ্রস্থে সরিয়ে দিলে। তা হ'লে ত হ'ল না ! অহো—পিতা, মনে মনে সব আক্ষেপ র'য়ে গেল ! কিছুতেই আর প্রতিহিংসায় নির্ধারণ ক'রতে পার্লেম না ! ভুল হ'য়েছে—ভুল হ'য়েছে। অহো, কি নির্ধূক্তিতার কাজই ক'রেছি ! এখন আপনার গালে আপনিই চঞ্চটাঘাত ক'রতে ইচ্ছা হয়। সেদিনে সে গলৎকার-ছেলেটাকে এ কথাটা একবারও জিজ্ঞাসা ক'রতে মনে উদয় হ'ল না যে, আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে কিনা ? ঠিক ব'লত,

ঠিক ব'লত, সে গুণাপড়া খুব ভাল জানে। ঠিক ঠাক্ সব ব'লে দিলে। মনের কথাগুলো যখন গুণে ব'ল্লে, তখন এ সব ত তার কাছে কিছুই নয়। আরে হাঃ—আহাস্থক আর কারে বলে? আজ কিনা ভাবতে ভাবতে বাতিক বৃদ্ধি, চোয়া ঢেঁকুরের আলায় অস্থির! তাই ত কি হ'ল! কবে সে দিন—সে দিন আসবে? ঐ না দুঃশাসন!

### দুঃশাসনের প্রবেশ ।

দুঃশাসন । ও মামা, আর শুনেছ, এর মধ্যে ব্যাপার কি হ'য়ে গেছে?

শকুনি । কি হে বাপু, তুমি আবার ব্যাপার কি দেখলে? তোমরা ত বাপু, একেবারে তিলকে ভাল ক'রে তোল। আবার ভালকে তিল ক'রে ছেড়ে দিয়ে একেবারে ভোলামহেশ্বর হ'য়ে যাও।

দুঃশাসন । তা বটে মামা, বাবা বেটার জন্তে সবই আমাদের ক'রতে হ'চ্ছে। এখন শোন, হাঃ, হাঃ, না ব'লে আর আমি কিছুতেই থাকতে পারি না বাবা! সে দিন ত শুনে বে, ঢেঁকি দেবতা নারদ এসে সেই বেষ্ঠা দ্রৌপদীটার পঞ্চ-পাণ্ডবগণসহ সহবাসের নিয়ম ক'রে দিয়ে গেল?

শকুনি । হাঁ, হাঁ, বাপু, সে কথা ত শুনেছিলাম। এ সব ক্ষত্রিয়ের ঘরে হ'ল কি! তাই বাপু, যা ব'লি, কিন্তু এ সব হ'ল কি?

দুঃশাসন । হাঃ, হাঃ, তাই বাপু তাই, ব'ল্বে কি? হাঃ, হাঃ,

আবার এখন শুন্ছি—অৰ্জুন নাকি সেই নিয়ম রাখতে  
পারেনি, তাই বারবছর ব্রহ্মচর্যা নিয়ে বনবাসে গিয়েছে।  
শকুনি । বল কি হে বাপু, আমার বড় ভাগ্নে একথা শুনেছে ?  
চল, চল, আগে ভাগ্নেকে আমার খপর দেওয়া যাক্ গে।  
তাই ত হে বাপু হ'ল কি !  
দুঃশাসন । হাঃ, হাঃ, মামা, এ হ'ল কি, হাঃ, হাঃ, বড় কথা মাথা  
থেকে বার ক'রেছ বাবা, এ হ'ল কি ! হেঃ, হেঃ, এ—  
হ'ল কি !  
শকুনি । তাই ত হে বাপু, চল, চল, এ হ'ল কি ?

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

দ্বারকা ।

## শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । ক্রমে কার্য্য ঘটনার স্রোতে—

ধীরে ধীরে আসে ভেসে ।

কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ক্রমে হ'তেছে নিকট ।

দাদা ধর্ম্মযুদ্ধটির হইলেন রাজা খাণ্ডবপ্রহ্নেতে,

দেবর্ষি নারদ আপনি আসিয়া, নিয়ম নির্দিয়া—

দ্রোণদীর সহ সহবাস পঞ্চপাণ্ডবের  
 করিলেন স্থির !  
 কিন্তু হ'ল তাহে বিচিত্র ঘটন,  
 তৃতীয় পাণ্ডব রক্ষিতে বিপন্নজন  
 সেই পণ করিল লজ্জন ।  
 পণ-মতে বনবাস দ্বাদশ বৎসর হইল পার্শ্বের :  
 তাও গত, রৈবতকে পার্থ রথী  
 আশ্রি হ'য়েছে অতিথি ।  
 যাঠি হোক, এতদিনে হবে গতি ভগিনী ভদ্রার ।  
 অর্জুনের সনে দিব ভগিনী বিবাহ,  
 কবিরাজি বহু পছা তার গোপনে গোপনে ।  
 আর্ঘ্য বলভদ্র এ পন্থাবে নাহি দিবে মত,  
 কৌশলে এ শুভ কার্যা হবে সম্পন্ন করিতে ।  
 তারপর আর্ঘ্য যুদ্ধিষ্ঠিরে দিয়া—  
 রাক্ষস্বয়মহাযজ্ঞ করি সমাবেশ,  
 জরাসন্ধ—শিশুপাল আদি তবৃত্ত বাজায়—  
 দমিয়া ধরায় এ ভারতে ধর্মরাজ্য  
 ক্রমে ক্রমে করিব বিস্তার ।  
 মম অবতার তাই এই হেতু ।

গীত

হরিতে ধরা-ভার মম অবতার ।

ধরা-ভার হরি বলি, ভারহারা নাম আমার ।

পাপেরে করি নাশ, ধর্মের ঘুচাই জাশ,  
সাধুর পুরি অভিজায়, করি নাম প্রচার ॥  
সতত খেলায় থাকি, আপনা লুকায়ে রাখি,  
মনোমত যারে দেখি, সাথে মিশে বাই তার ॥

ঐ যে সত্রাজিৎ রাজার নন্দিনী—

সত্যভামা ধনী গরিনী আসিতেছে মুহম্মদ হোসে,  
আছে বুঝি কিছু শুভ সমাচার ।  
চতুরা বড়ই সত্যভামা, কথা দিয়ে কথা লয়,  
দেখিব চতুরা কত কথা জ্ঞান তুমি ?

সত্যভামার প্রবেশ ।

সত্যভামা । বলি, তুমি ত যোল বোলশ' বোড়শী সোহাগিনী নিয়ে  
দিন রাত্রি দিশেচারি হয়ে বসে আছ, বোনটার কথা ভাব  
কি ? আরও খুঁড়ী ক'রে রাখবে নাকি ? এ সব দেখতে  
তোমার বড় ভাল লাগে নয় ?

শ্রীকৃষ্ণ । কি করি বল, সুভদ্রার জায় শুণবতী রমণীর যোগ্য পাত্র  
ত আর সহজে পাওয়া যায় না ।

সত্যভামা । তুমি ত ব'লে ভাল, কিন্তু সে দিকে যে ছুঁড়ি ভরা  
ভাজুরের বানের বেগ আর সহ ক'রতে পারে না । বলি,  
সুভদ্রার যোগ্য বর না পাও, তুমি ত যোগ্য পাত্র আছ, ঘরে  
ঘরে চুকিয়ে নিলেই হয় । আর তোমারও ত শুণের ঘাট নেই,

বলি হাঁগা, দ্রোপদীর পাঁচটা ভাতারের ব্যবস্থা ক'রলে কে ?

বলি, পালার ব্যবস্থা হ'য়েছে ত ?

শ্রীকৃষ্ণ । সত্যভামা, তুমি কি সব সংবাদই রাখ ?

সত্যভামা । রাখ'ব না ? চক্রধর যার স্বামী, তার নারীকে যে সব খপরই রাখতে হয়, তা না হ'লে চক্রধরকে কায়দা ক'রতে পার'ব কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ । তবে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রোপদীর যে পালা হ'য়ে গেল, এ সংবাদটা রাখ না ?

সত্যভামা । সেই সঙ্গে তোমার একটা হ'ল না ? সালিশি কি তুমিই ক'রলে ?

শ্রীকৃষ্ণ । না সত্যভামা, আমি তোমার কাছে হার মেনেছি ।

সত্যভামা । না ঠাকুর, আর হার মেনে কাকনি, শেষে রাখার মত কি পারে ধরিয়ে অঝর নয়নে কাঁদতে হ'বে ? না, না, তামাসা ক'রছি না, তোমাকে ভাল কথায় বলি, তুমি আর নিশ্চিন্ত থেকো না, সুভদ্রার একটা বর দেখ । সত্যি ব'লছি, ছুঁড়ির দিকে আর চাওয়া যায় না ।

শ্রীকৃষ্ণ । কেন তুমিই নয় একটা দেখ না ? ঘটকাণী ক'রতে পারলে ত পারিতোষিক আছে ।

সত্যভামা । ও আমার কপাল ! আমার পছন্দে কি আর তোমার বনের পছন্দ হবে ? বরং ভেগেদের পছন্দে কতকটা সুন্দরীর মন উঠতে পারে ।

শ্রীকৃষ্ণ । চেঁচা ক'রে দেখেছিলে কি, না ভূমিকায় গ্রন্থলেখা শেষ হ'য়ে গেল ?

সত্যভামা । ভূমিকায় কেন গো, এর মধ্যে অনেক গর্ক্স হ'য়ে গেছে । ক্রমশঃ টের পাবে ।

শ্রীকৃষ্ণ । মহাভারত পাঠই হোক না, আদিপর্ক্স ব'লেই যে কাস্ত হ'লে ?

সত্যভামা । অর্জুন এসেছে শুনেছ ?

শ্রীকৃষ্ণ । কখন এল সত্যভামা ?

সত্যভামা । চতুর মিন্দে, খোঁজ রাখেন না ! এস, এস, আমার ঘরে এসে, মহাভারত শুনিয়ে দি এস । ( হস্তধারণ ) ।

শ্রীকৃষ্ণ । দাঁড়াও, দাঁড়াও, মহাভারত শুন্ব, হু একটা ফুগ কল নিতে দাও ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

## তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

বিহুর কুটির ।

নবন্যোতপাত্র হস্তে উন্মাদিনীভাবে পদ্মাবতীর প্রবেশ ।

পদ্মাবতী । ভোরে উঠি ঘোল মধি ওরে নীলমণি,  
তুলি ননী তোর তরে ঘুরি চারিপাশে,



কোথা ব'সে ব্রজের ছালা ! আর নন্দলাল !  
 কাণ্ডালিনী মারে দেখা দিয়ে যা' রে,  
 থা রে এসে চাঁদমুখে ননী "দে মা ননী, দে মা ননী" ব'লে ।  
 ননী ল'য়ে তোর যে রে ননী অতি প্রিয় ।  
 এই ছার ননী তরে ব্রজপুরে—  
 যশোদার খেয়েছি কত মুখনাড়া !  
 কলঙ্ক তুলেছে কত গোপীগণ তোর—  
 "ননীচোর ননীচোর" ব'লে ।  
 সেই ননী আমি রে গোপাল—  
 নিয়ে ঘুরি হইতে সকাল,  
 ব্রজলাল, নাও তুলে মার কর হ'তে ।  
 কৈ, কোথা গেল নীলমণি !  
 নন্দরাণী বুঝি বেঁধেছে গোপালে—  
 উদ্বোধলে, তা না হ'লে—ননী ভুলে থাকিত কি  
 ননীলাল ?  
 কিম্বা বুঝি হরস্ত বলাই—  
 মিঙে যোগে ডেকে কানাই কানাই ব'লে—  
 গোচারণে নিয়ে গেছে চ'লে ?  
 রাখালেরা মিলে খেলাছিলে—  
 গোপালে ভুলায়ে রাখে !  
 নীলমণি, নীলমণি !  
 কৈ, কৈ এল না ত কাল-সোনা,

শুনিতে পায় না বুঝি বাছা !  
যাই উচ্চৈঃস্বরে বিশাল প্রাস্তরে—  
ডাকি গোবিন্দেরে বৃন্দাবন অভিযুগে ।

[ বেগে প্রস্থান ।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

পথ ।

দ্রুতপদে কৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । কি করি—কোথায় যাউ,  
এক গীত না হইতে শেষ,  
অগ্নি গীত করে আশ্রয় !  
এই কত কষ্টে দিখু তদ্রার বিবাহ,  
বাদী হ'ল যত্নপুরবাসী  
সে বিবাদও করিহু খণ্ডন ।  
তারপর দাদাবুধিষ্ঠির—  
রাজসুয়যজ্ঞ অভিলାষে কৈলা আমন্ত্রণ,  
সেইছলে জরাসন্ধে করিহু নিধন,  
এখন আবার—

নিয়ে ননী বিদুর—ঘরণী সমা উন্মাদিনী—  
 নীলমণি ব'লে ভাসে অশ্রুজলে,  
 ডাকে কেঁদে অনিবার ;  
 যাই কিসে বল মা আমার ?  
 ভিক্ষা হেতু মোর প্রাণের বিদুর,  
 অতি দূর পথ করিল গমন,  
 প্রাণধন অতি ক্লান্ত পথে ।  
 কেহ নাহি সাথে পথের দোসর—  
 কাতর অন্তরে ফিরে, স্বপ্নে ক'রে ভারময় ভিক্ষাবুলি ।  
 দেয় দোষ মোরে, বলে ‘নারায়ণ,  
 আর কতদিন সব' কর্মের পীড়ন,  
 কতদিন আর রবে জঠরযাতনা,  
 কতদিন আর রহি পাপ কুরুপুরে,  
 বৃথা কষ্টে ঘুরে তোমা ভুলি কতদিন আর রহিব মাধব’’  
 আর কত কথা কয় ওমা,  
 শ্রান্ত দেহে না চলে চরণ তার !  
 সে কারণ তাই নাহি দেখি গো জননি !  
 কেমনে যাই মা আমি তোর কাছে ?

### গীত

ওমা যাই কেমন ক'রে ।

তোম নীলমণি যে জলধীন মা, সব সময় সে জলের তরে ।

নবনী লইয়া করে, তুই ত ডাকিস মোরে,  
 হেথায় ভক্ত যে মা পথপরে, ভিক্ষাবুলি স্বক্কে ক'রে,  
 ক্রান্ত হ'য়ে উচ্চসরে, ডাকে কুক কুক স্বরে ।  
 দেখ মা আমার বিদূর পিতা, ক্রান্ত হ'য়ে আসে চেঁচা,  
 বদনে সরে না কথা, পার সে আমার অতি বাথা  
 আমি বাধাগারী বুঝি যে তা, সে কি বাধা পার অকরে ॥

ঐ আসে প্রাণাধিক, রক্ষণাশে দেখি লুকাইয়া ।

( লুক্কায়িত হওন )

বুলিস্কন্ধে ধীরপদে বিদূরের প্রবেশ ।

বিদূর । আর কতদিন—আর কতদিন—

বল দীননাথ ! বাবে পাপময় কুরু-বাসে !

তোমার আদেশে কতদিন আর—

পাপ কুরু-কার্যভার হবে হরি, করিতে বহন ?

বল বনমালি, আর কতদিন নিতে হবে ঝুলি—

পাপ উদরের চিস্তার কারণ ?

হে মধুসূদন ! আর ত সহ্য না প্রাণে ।

প্রভু, তোমা বিনে সকলি অসার,

কবে হে তোমার পাব প্রেম-দয়া, মিত্ত পদ-ছায়া ?

কবে সর্ব কৰ্ম্ম যাবে, প্রাণে মাত্র রবে—

“প্রাণনাথ তুমি প্রাণের গোবিন্দ”

এ আনন্দ পাব কত দিনে ?

দীনহীনে দেবে কি সে দিন নারায়ণ !  
 আর নাহি চগিছে চরণ পথশ্রমে !  
 ভিক্ষাবুলি হইয়াছে ভারি,  
 হে মুরারি, এই বৃক্ষতলে করিয়া শয়ন —  
 তব মূর্তি স্থরি মদনমোহন,  
 একটু বিশ্রাম করি । ( বুলি নামাইয়া শয়ন )  
 কৃষ্ণ । ( স্বগত ) ধীরে ব'রে সমীরণ !  
 ঢাক রাশি মধ্যাহ্ন তপন !  
 শ্রান্ত ভক্তধন আজি অতি পথশ্রমে ।  
 বিহুর রে, বিহুর আমার,  
 করিতে বহন মম ভার,  
 জানি আমি পেতেছ রে দারুণ যাতনা,  
 জানি আমি বাপ, কুরুসঙ্গে বাস অসহ তোমার ।  
 কিন্তু কি আছে আমার বল করিবার,  
 তুমি বাছা, জিতেন্দ্রিয় ধর্ম-অবতার,  
 না থাকিলে কুরুকুলবিষমপঙ্কিলে,  
 কুটিবে কেমনে পদ্ম ভূবনশোভন ?  
 কিসে হবে মম উদ্দেশ্য সাধন ?  
 তাই বাছা, মম কার্য্য হেতু—  
 রেখেছি এ পাপপুরে, মাধবের সাধ কার্য্য বাছা,  
 অকুলঅস্তরে ।

এই যে দেখতে দেখতে বিহুর আনার ঘুমিয়ে পড়ল। কণেক

বিশ্রাম লাভ কর ভক্ত ! আমি তোমার কাছে দাঁড়িয়ে রৈলুম ।  
আর ভারময় ভিক্ষার ঝুলি তোমায় বহন ক'রতে হবে না,  
আমিই তোমার ভিক্ষার ঝুলি মাথায় ক'রে তোমার কুটিরে  
নিয়ে যাচ্ছি । (গ্রহণ) এই ত আমার কাজ । কতদিন ভক্ত পিতা  
নন্দের বাধা মাথায় ক'রে ব'য়েছি, তেমনি তুমি ত আমার ভক্ত ।  
আজ তোমার ভারময় ভিক্ষার ঝুলি মাথায় ক'রে না নিলে  
আমার আর ভক্তের কাছে গোবিন্দের নাম থাকবে কেন ?  
তবে তোমায় দেখিয়ে নিলে, তুমি ত আমার তা নিতে দেবে  
না, তাই তোমার পশ্চাতে অলক্ষ্যে যাব । এই যে বিহুর আমার  
চোখ মিলছে, আর নিদ্রাভঙ্গের বিলম্ব নাই, আমিও এই সময়  
একটু প্রচ্ছন্ন থাকি । ( লুক্কায়িত হওন )

বিহুর । উঃ—আমি নিদ্রা যাচ্ছিলাম কি, এখন যে আমার নারায়ণ  
পূজা হয়নি ! নারায়ণ ! নারায়ণ ! ( গাজোথান ) কি হ'ল,  
বিহুরের ভিক্ষার ঝুলি কে নিলে ? মধুসূদন, একি লীলা  
তোমার দয়াময় ! বেশ, উত্তম ক'রেছ, বিহুরের ভিক্ষার ঝুলি  
বিহুর অপেক্ষা বিহুরকে দান কর, বিহুরের তাতে আনন্দ ভিন্ন  
নিরানন্দ নাই প্রভু ! আজকার দিন পদ্মা আর আমি উপবাসী  
থাকব, তাতে আর হ'য়েছি কি ? বিহুরের ভিক্ষালব্ধ চাউলে  
দীনদরিদ্র বিহুর জীবন রক্ষা করুক । তোমার ইচ্ছাপূর্ণ হোক ।  
এখন যাই, নারায়ণ, অগ্রে তোমার পূজা করিগে ।

[ প্রস্থান ।

কৃষ্ণ । এই আমিও চলেছি । বিহুর, আমার ইচ্ছা আমি নিজেই

পূর্ণ ক'রছি । তুমি আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে বাধা দিবে  
ব'লেই ত আমার ইচ্ছা এই ভাবে আমার পূর্ণ ক'রতে হ'ল ।  
তা না হ'লে আমি ত আর তোমার কাছে এ খেলা খেলতাম  
না । তবু রে, আমি যে এই ভাবে তবুকে রক্ষা ক'রে  
ভক্তাধীন হ'য়ে পড়ি । এত কোলাহল কিসের—ওঃ, আজ যে  
দাদা যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয়ম্ভর । যাই বিদুর অনেক দূর এগিয়ে  
প'ড়ল ।

[ প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

কুটির ।

বেগে পদ্মাবতীর প্রবেশ ।

পদ্মা । এত উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেম, তবু নীলমণি আমার এল না ?  
বোগী ঋষিতে মনে মনে যদি ডাকে, তাতে নীলমণি আমার  
শ্রুতে পায়, আর কাঙালিনীর এত করুণ চীৎকার তবু  
সে শ্রুতে পেলেন না ? না সে আসবে না ? আস্ত, আস্ত,  
সে ত ব'লেছিল, “মা, আপনার ভেবে ডাকলেই আমি আসি”  
তবে এল না কেন ? কে তাকে বুঝি ধ'রে রেখেছে ? আমার  
মত কোন অভাগিনী কি তাকে বুপেয়ে আর ছাড়তে চায়

না ? বাবা নীলমণি রে, তবে আমার এ যত্নে তোলা সাধের  
ননী কারে দোব ননীগাল ! বাই, যমুনায় নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে  
দি গে ! সে যে আমার যমুনার তীরে খেলা করে, যমুনার  
জলে রাখাল মিলে জলকেলি করে, যমুনার উজানে এ ননী  
ভেসে গেল সে ননীপ্রিয় আমার নিশ্চয়ই এই ননী তুলে নিয়ে  
ধাবে। তা হ'লেই আমার জীবন সফল হবে। একি, প্রভু যে  
আসছেন। শূভক্ষণে কেন ? তবে প্রভু কি এখনও ভিক্ষা  
ক'রতে যান্নি ? উকি ! পেছনে আবার কে প্রভুর ভিক্ষার  
ঝুলি মাথায় ক'রে নিয়ে আসছে ! ওমা, ওমা—

বিহুর ও পশ্চাতে ভিক্ষার ঝুলি মস্তকে করিয়া

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

এ যে আমার ননীলাল গো ! প্রভু, প্রভু, কি কঠিন—নির্দির  
আপনি ! কার মাথায় প্রভু, ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে এগিয়ে  
আসছেন ? ও বাবা, ও বাবা, তোমার মাথায় বোকা কেন  
বাবা ! দাও, দাও, চাঁদমুখ যে যেমে গেছে সোনার চাঁদ !  
অহো প্রভু, এমন কাজও ক'রতে হয় ? আর বাপ, আর বাপ,  
আর আমার কোলে আর। ( কৃষ্ণের মস্তক হইতে ঝুলিগ্রহণ  
ও কক্ষে ধারণ )

শ্রীকৃষ্ণ। না না, তুমি বাবাকে কিছুই বলো না, বাবার কষ্ট  
হ'লে বেধে আমি নিয়ে ইচ্ছা ক'রে এই ভিক্ষার ঝুলি মাথায়  
ক'রে আনছি।



বিহুয়। দয়াময়! দয়াময়! একি—একি ক'রেছেন? দাস বিহুয়ের সঙ্গেও এত লীলা লীলাধর! সেই জন্তই কি পথিমধ্যে শ্রান্ত ক'রে আমার মোহ ঘুমে ঘুম পাড়িয়েছিলেন? ও হরি, তখন ত বুদ্ধিনি, লীলাময়ের এতও মহালীলার বিকাশ হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। না বাবা, তোমার কষ্ট আমি কিছুতেই আর দেখতে পারিনি, তাই আমি তোমার ভিকার ঝুলি মাথায় ক'রে এনেছি। কেন বাবা, তুমি আমার পর ভাব? শুন না কি, পিতা নন্দের কষ্ট হ'লে পিতা তাঁর পায়ের বাধা আমার মাথায় তুলে দিতেন। কৈ, তিন ত আমার পর ভাবতেন না!

পদ্মা। শুন্ছেন, শুন্ছেন প্রভু, আমার গুণের নিধি আমাদের কোন্ভাবে ভাবে? নীলমণি রে, তুই আমাদের যেমন ভাবে ভাবিস্, আমরা যে তোকে তেমন ভাবে ভাবতে পারি না চাঁদ!

বিহুয়। ব্রজনাথ! তোমার ব্রজের ভাবই যে সংসার-ব্রজে! কিন্তু বাপ, আমরা যে তেমন ব্রজের গোপগোপী হ'তে পারিনি; ব্রজহলাল! তখন মধুর ব্রজলীলার মধুর স্বাদ কেমন ক'রে তোমায় উপভোগ করাব? পাপ কুক-সংসর্গে হৃদয় আবলতাময় হ'য়ে গেছে নারায়ণ! ইষ্টাচিন্তা, প্রতুধ্যান সব বার্থ হয়ে যাচ্ছে! প্রভু! প্রভু! আর না, এবার পরিত্রাণ কর।

## গীত

আছি যে নীনে হে কমলাকান্ত,  
 মুক মম তাপ মুক হে পাপ হে মুকুন্দ ।  
 আমার কর গতি অগতির গতি হে শ্রীগতি ।  
 নারায়ণ অভাজন তোমার ঘাটে চরণে,  
 আর বে ভুক্তিতে নারি হরি কুসঙ্গীর সঙ্গ,  
 স্মরিলে শিহরে অঙ্গ, বরি বরি হে ত্রিভঙ্গ,  
 ( দাও দাও হে আশ্রয়, হরি নিরাশ্রয়ে দাও দাও হে আশ্রয়,  
 বিপন্ন অধম নীনে দাও দাও হে আশ্রয় )  
 পরাংপর—এ কিসের—করে এই হে মিনতি,  
 ভবের বন্ধন হর ভবের বন্ধনহারি,  
 ভিখারীর মন-আশা মিটাও হে বংশীধারি,  
 ( বামে লও কিশোরী, মোহম বেণু ল'য়ে বামে লও কিশোরী,  
 চন্দ্রবদনে হাসিয়ে বামে লও কিশোরী )

শ্রীকৃষ্ণ । বাবা বিহুর, আমার ইচ্ছা কি তুমি পালন ক'রতে কান্তর  
 হ'চ্চ ?

বিহুর । না, না প্রভু, দাস অজ্ঞানাক্ষ, প্রভুর ইচ্ছা কি, তা বুঝতে  
 সম্পূর্ণ অক্ষম ।

শ্রীকৃষ্ণ । বাবা বিহুর, আমার ইচ্ছা ভারতে ধর্মরাজ্য বিস্তার ।  
 এই বর্জমান যুগে বহু রাজন্য ও প্রজাবর্গ অধর্ম-স্রোতে ভাস-  
 মান, তাই তাদের এই কুরুক্ষেত্রে সম্মিলিত ক'রে ধ্বংস  
 করাই আমার উদ্দেশ্য ।

বিহুর । তাতে এই ক্ষুদ্র তুণ বিহরের আবশ্যক কি বাবা !

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা বিহুর, তুমিই আমার সে উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান ভিত্তি। মহাপাপীগণ অসংখ্য বার ধর্ম কর্তৃক উপদিষ্ট হ'য়েও আপনাদের নিজকৃত পাপানুষ্ঠানে যে ধ্বংসীভূত হয়, কেহই তার নিমিত্ত নয়, এরই জগন্ত সাক্ষী-স্বরূপ তুমি এই কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান র'য়েছ। তোমার দ্বারা আমি জগতকে অনেক শিক্ষা দিতে পারব। তবে বিহুর, এখন যদি তুমি তাতে অন্তর্যত কর, তাহ'লে যে বাবা, কৃষ্ণের ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বিহুর। বাবা, তোমার ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকবে? না, না হরি, ছরাস্তা বিহুর আর তোমায় কোন কথা বলবে না। যা তোমার ইচ্ছা হবে, তাই হবে বাবা! বিহুর তোমার জন্ত আর কোন কার্যে ভীত বা পশ্চাদ্দপদ হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ বাবা বিহুর, খাণ্ডবপ্রহে কি বিষম কোলাহল হ'চ্ছে, শুনতে পাচ্চ? চল বাবা, দাদা যুধিষ্ঠিরের রাজসূর্যযজ্ঞ দেখিগে; আজ তাঁর যজ্ঞ পূর্ণের শেষ দিন।

পদ্মা। চল বাবা, আগে মায়ের কোলে ব'সে এই বাটীভরা ননীটুকু খেয়ে তারপর যাবে। প্রভু, আপনিও স্নানাহ্নিক সেরে নিবেন আসুন।

বিহুর। পদ্মা, আজ প্রভুর উদয়ে আমার স্নানাহ্নিক-আহার সবই সমাপন হ'য়েছে। গোবিন্দের উদয়ে কিছু অভাব থাকে না, তাই বাবা আমাদের জয়গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ!

[সকলের প্রস্থান।]

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ।

হস্তিনা—অম্বুপুর ।

### ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের প্রবেশ ।

ধৃতরাষ্ট্র । সঞ্জয় ! বাছা যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয়জ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ আজ মুহূর্ত্ত হু শঙ্খধ্বনি করছেন না ? কেন, কি হ'চ্ছে বল দেখি ?  
তুন্হি, মেহের তর্গোদন আমার স্বজের ভাণ্ডারী হ'য়েছে, ভোজ্য ভোজ্য দিবার তার আমার চঃশাসন গ্রহণ ক'রেছে, গুরুপুত্র স্বয়ং ব্রাহ্মণ-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হ'য়েছেন । সাক্ষাৎ বিনয়বতার ধনস্তর আমার সমাগত রাজগণকে অভ্যর্থনা ক'রেছে, ব্রাহ্মণের দক্ষিণা দানে মহারথী কৃপাচার্য্য ব্রতী, আর দাতাকর্ণ আমার দানের অধিকার প্রাপ্ত হ'য়েছেন । বেশ যথাযোগ্য লোককেই যথা-যোগ্য কার্য্য দেওয়া হ'য়েছে । আর না হবেই বা কেন, স্বয়ং বাসুদেব পিতামহ ভীষ্ম যে কার্য্যের পরামর্শব্রাতা, সেখানে আর কি কিছু অপ্রতুল থাকতে পারে সঞ্জয় ! আরও তুন্হি, পৃথিবীর রাজগণ ত সমাগত আছেনই, তা ছাড়া পাতাল হ'তে যাহুকি, স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র, অষ্টদিকপাল, ত্রৈলোক্যকোটি দেবগণ, কৈলাস হ'তে স্বয়ং শূলপাণি শঙ্কর, ব্রহ্মণোক হ'তে প্রজাপতি স্বয়ং নাকি আনার প্রাণাদিক যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয়-জ্ঞে পদার্পণ ক'রেছেন ? তারমধ্যে বাসুদেবের এত শঙ্খধ্বনি কেন সঞ্জয় ! কোন কি বিশুদ্ধল হ'ল নাকি ! আমার প্রাণ

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা বিহুর, তুমিই আমার সে উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান ভিত্তি। মহাপাপীগণ অসংখ্য বার ধর্ম কর্তৃক উপদিষ্ট হ'য়েও আপনাদের নিজকৃত পাপাহুষ্ঠানে যে ধ্বংসীভূত হয়, কেহই তার নিমিত্ত নয়, এরই জগন্ত সাক্ষী-স্বরূপ তুমি এই কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান র'য়েছ। তোমার দ্বারা আমি জগতকে অনেক শিক্ষা দিতে পারব। তবে বিহুর, এখন যদি তুমি তাতে অন্তরঙ্গত কর, তাহ'লে যে বাবা, কৃষ্ণের ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বিহুর। বাবা, তোমার ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকবে? না, না হরি, দ্বয়ান্বা বিহুর আর তোমায় কোন কথা বলবে না। যা তোমার ইচ্ছা হবে, তাই হবে বাবা! বিহুর তোমার জন্ত আর কোন কার্যে ভীত বা পশ্চাদ্দপদ হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ বাবা বিহুর, খাণ্ডবপ্রস্থে কি বিষম কোলাহল হ'চ্ছে, শুনতে পাচ্ছ? চল বাবা, দাদা যুধিষ্ঠিরের রাজসুয়যজ্ঞ দেখিগে; আজ তাঁর যজ্ঞ পূর্ণের শেষ দিন।

পদ্মা। চল বাবা, আগে মায়ের কোলে ব'সে এই বাটীভরা ননীটুকু খেয়ে তারপর যাবে। প্রভু, আপনিও স্নানাহিক সেরে নিবেন আসুন।

বিহুর। পদ্মা, আজ প্রভুর উদয়ে আমার স্নানাহিক-আহার সবই সমাপন হ'য়েছে। গোবিন্দের উদয়ে কিছু অভাব থাকে না, তাই বাবা আমাদের জয়গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ!

[সকলের প্রস্থান।]

অরাতিধ্বংসী সুদর্শন—ঐ—ঐ অকরাজ ! আমার রক্ষা নাই, দ্রুতবেগে চক্ষের পলক প'ড়তে না প'ড়তে শিশুপালের মস্তক ছেদন ক'রলে ! হায় হায়—রাক্ষস-বক্ষস্থল শোণিতময় হ'সে গেল । সমাগত রাজকুলবর্গের আর বাঙ'নিষ্পত্তি নাই ! সভা ভঙ্গ হ'ল ! ঐ—ঐ সমাগত রাজগণ ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে স্ব স্ব রাজ্যাদিমুখে প্রস্থান ক'রলেন ।

ধৃতরাষ্ট্র । সঞ্জয় ! দুরায্য শিশুপালের জ্ঞায় কুরুদেবীর মৃত্যু হওয়াই আবশ্যক, উত্তম হ'য়েছে । কালান্তকরূপী বাসুদেব তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'রলেন । সঞ্জয় ! আমার দুর্ঘোষন কি ক'রছে ? কোনরূপে ত বাসুদেবের অপ্রিয়-ভাজন হয় নাই ?

সঞ্জয় । না মহারাজ, কুমার দুর্ঘোষন সভাস্থলের চতুর্দিক পরি-ভ্রমণ ক'রছেন । ঐ—ঐ কুমার দুর্ঘোষন একটু অপ্ৰতিভ হ'লেন ?

ধৃতরাষ্ট্র । কেন সঞ্জয় ! অভিমানী আমার অপ্ৰতিভ হ'ল ?

সঞ্জয় । কুমার ক্ষটিকের বেদীকে সরোবর ভ্রম ক'রে, আপন পরিধৃত বসন উত্তোলন করায় সভাস্থ ব্যক্তিগণ হাস্য সম্বরণ ক'রতে পারেন নাই । তারপর আরও চমৎকার, কুমার আরও অপ্ৰতিভ । প্রকৃত সরোবরকে পূর্বের জ্ঞায় ক্ষটিকনির্ম্মিত বেদী ভ্রমে জলমধ্যে পতিত হ'লেন ।

ধৃতরাষ্ট্র । সঞ্জয় ! তা হ'লে আমার বুদ্ধিটির ত অতি আশ্চর্য্য সভা নির্মাণ ক'রছে ! পাগল ছেলে আর কি, তাদের

বড় অস্থির হ'চ্ছে সঞ্জয় । বল, রাজস্বয়-যজ্ঞের উপস্থিত বিবরণ  
ব'লে আমায় সুস্থির কর ।

সঞ্জয় । মহারাজ ! উপস্থিত রাজস্বয়-যজ্ঞে ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত  
হ'য়েছে । যজ্ঞ সমাপনান্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে  
জিজ্ঞাসা ক'রলেন, পিতামহ, যজ্ঞ ত সমাপ্ত হ'ল, এক্ষণে  
পূজাগ্রভাগ কারে অর্পণ ক'রব, আজ্ঞা করুন ।

ধৃতরাষ্ট্র । উত্তম, যুধিষ্ঠির আমার যথাযোগ্য ব্যক্তিকেই উত্তম  
প্রদান করেছেন, সঞ্জয়, জ্যেষ্ঠতাত তাত্তে কি ব'লেন এবং তার  
জন্ত কি ভীষণ ব্যাপার আবার সংঘটিত হ'ল, শীঘ্র বল ?

সঞ্জয় । পিতামহ সর্বদেবপূজা যজ্ঞনাথ বাসুদেবকেই পূজাগ্র-  
ভাগের শ্রেষ্ঠ অধিকারী নির্বাচিত ক'রলে অদ্বৈত পরাক্রমশালী  
মহারাজ শিশুপাল কটুভাষায় শ্রীকৃষ্ণকে গোপালক ইত্যাদি  
ব'লে ভৎসনা ক'রতে আরম্ভ ক'রেছেন ।

ধৃতরাষ্ট্র । সেই জন্তই বৃষ্টি মূর্ত্তিমান কালস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাবা  
শিশুপালের উত্তেজনার উত্তেজিত হ'য়ে বারম্বার এই শাস্তিধ্বনি  
ক'রছেন ? সঞ্জয় ! বাসুদেব কুজ ক'রেছেন, দেখুছ কি ?

সঞ্জয় । অঙ্করাজ ! জগন্নাথ আজ যে মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছেন,  
সে মূর্ত্তি জীবনেও কখন আমি দর্শন করি নাই ! তাঁর নীল-  
কমল-চক্ষু ক্রোধ-রাগে অমুরঞ্জিত হ'য়ে সাক্ষাৎ প্রলয়কালীন  
বাদল আদিত্যকে আহ্বান ক'রছে !- প্রাতিগোমকূপ হ'তে  
প্রলয়রাগের গিরির ভীষণ অগ্নিশিখা ধু ধু ক'রে জ্বলছে, আর  
হস্তের শব্দ মুহূর্ত্তেই ভীম গর্জন ক'রছে, সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপী

অরাতিধ্বংসী সুদর্শন—ঐ—ঐ অকবাজ ! আর বক্ষা নাই, ক্রতবেগে চক্ষের পলক প'ড়তে না প'ড়তে শিশুপালের মস্তক ছেদন ক'রলে ! হার হার—রাজস্বয়-যজ্ঞস্থল শোণিতময় হ'য়ে গেল । সমাগত রাজকুলবর্গের আর বাঙুনিষ্পত্তি নাই ! সভা ভঙ্গ হ'ল ! ঐ—ঐ সমাগত রাজগণ ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে স্ব স্ব রাজ্যান্ধিমুখে প্রস্থান ক'রলেন ।

ধৃতরাষ্ট্র । সঞ্জয় ! দুর্ভাষা শিশুপালের জ্ঞায় কৃষ্ণদেবীর মৃত্যু হ'ওয়াই আবশ্যক, উত্তম হ'য়েছে । কালান্তকরূপী বামুদেব তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'রলেন । সঞ্জয় ! আমার হুর্গোধন কি ক'রছে ? কোনরূপে ত বামুদেবের অপ্রিয়-ভাজন হয় নাই ?

সঞ্জয় । না মহারাজ, কুমার হুর্গোধন সভাস্থলের চতুর্দিক পরি-ভ্রমণ ক'রছেন । ঐ—ঐ কুমার হুর্গোধন একটু অপ্রতিভ হ'লেন ?

ধৃতরাষ্ট্র । কেন সঞ্জয় ! অভিমानी আমার অপতিভ হ'ল ?

সঞ্জয় । কুমার ক্ষুটিকের বেদীকে সরোবর ভ্রম ক'রে, আপন পরিধৃত বসন উত্তোলন করায় সভাস্থ ব্যক্তিগণ হাস্য সম্বরণ ক'রতে পারেন নাই । তারপর আরও চমৎকার, কুমার আরও অপ্রতিভ ! প্রকৃত সরোবরকে পূর্বের জ্ঞায় ক্ষুটিকান্বিত বেদী ভ্রমে জলমধ্যে পতিত হ'লেন ।

ধৃতরাষ্ট্র । সঞ্জয় ! তা হ'লে আমার বুদ্ধিতির ত অতি আশ্চর্য্য সভা নির্মাণ ক'রেছে ! পাগল ছেলে আর কি, তাদের



এক জনকে সঙ্গে নিলেই ত হ'ত, এখন দুর্ব্যোধন আমার  
কি ক'রছে ?

সঞ্জয় । প্রভু, কুমার আরও অপমানিত হ'লেন, শুধু অপমান নয়,  
আঘাত !

পুত্ররাস্ত্র । আঘাত, কিসে ?

সঞ্জয় । কুমার অপমানিত হ'য়ে যেমন সভা-প্রাচীরদ্বার অনুমান  
ক'রে সেই দ্বার অতিক্রম ক'রতে গমন ক'রবেন, অমনি  
ক্ষটিকনির্মিত প্রাচীরে তাঁর মস্তকে সাংঘাতিক আঘাত  
লেগেছে। ঐ মহামতি নকুল তাঁকে প্রাচীরের বাহিরে  
দিয়ে গেলেন। কুমার দুর্ব্যোধন অতি অপমানিত হ'য়ে  
বিষমমনে হস্তিনাভিমুখেই আসছেন। ঐ যে তাঁর রথ  
হস্তিনার দ্বারে এসে সমুপস্থিত হ'ল !

### দুর্ব্যোধন, দুঃশাসন, ও শকুনির প্রবেশ ।

দুঃশাসন । বাবা, বাবা, এই নিন্। এখন যা হয়, একটা করুন !  
সভায় দাদার অপমান ! দাদা ত প্রাণ রাখবেনই না ব'লে  
ছিলেন, কি ভাগো মায়া ছিলেন, তাই দাদাকে কত ক'রে  
বুঝিয়ে এতদূরে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন। কি মায়া,  
বল না ?

শকুনি । আমি আর কি ব'লব বাবা ! তোমার বাপ যে সে  
রকমের মানুষই নন। একটু কিছু ব'লেই বিদুর শনি মন্ত্রী  
কাজে ছুটে যাবেন। আমার কর্তব্য যা, তা আমি ক'রেছি।

আবার এখনও যা কর্তব্য আছে, তা বলছি, আমার পাশা-  
খেলায় ছেড়ে দাও, দেখ যে তোমাদের এ অপমানের প্রতি-  
শোধ নিতে পারি কি না? তা না হ'লে অঙ্ক জাগো, কি  
ঘুমাও, একই কথা বাবা!

দুর্যোধন। মাতুল, আমারও পিতার চরণে এই শেষ বিদায়-  
প্রার্থনা। হয়, উনি এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করুন, নয়  
পঞ্চপাণ্ডবকে নিয়ে পরমস্থখে বাস করুন। কিন্তু আমি  
এই অপমানিত ঘৃণিত জীবন ল'য়ে কখনই এ হস্তিনায়  
থাকব না।

### গীত

বিক্রম অরণো যাব চাহি না আর পাপ-জীবন  
ঘৃণিত এ দেহে বল আছে কিবা প্রয়োজন।  
ভাবিয়া দেখেছি মনে, আমার সুখা বিহনে,  
শান্তি না হবে ভবনে, জন্মে দুঃখের অগ্নি অশুষ্কণ।  
হায় বিধি একি বিধি অদৃষ্টে লিখিলে,  
পিতারও অমূল্য স্নেহে বঞ্চিত করিলে,  
পুত্রহিলাম আশা-পাখী, ক্রমে সে দিতেছে কঁাকি,  
এখন আর উপায় বা কি, আমার সকল হল অকারণ।

ধৃতরাষ্ট্র। ও সঞ্জয়, কথা ক'চ্চ না যে, এ আবার কি হ'তে  
কি হ'ল। নিজের দোষে বাপু, অপমানিত হ'লে—তার  
পর এ সব অত্যাচার আব্দার কেন?

দুঃশাসন। কি অত্যাচার আবদার? নারায়ণ ক'রে দুঃখাঘাগণ



দাদাকে অপমানিত ক'রলে, আর আমরা তাকে আমার  
সহায়তায় অপমানিত ক'রব, তাতে অত্যাশ্র আবদার ? হা  
ধর্ম ! তুমিও বাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ হ'য়েছ ?

শকুনি। এটা কিন্তু অকমচারাত্মক অত্যাশ্র কথা বলা হ'চ্ছে।

আমার ভাগ্যবানদের অপরাধটা কি মহাশয়।

ধৃতরাষ্ট্র। আছে শকুনি, আমি সব শুনেছি, আমি সব শুনেছি।

শকুনি। কি শুনেছেন ? তাতে কি আমার প্রাণের প্রাণ বাপ  
সুযোগ্যদের কোন অপরাধ ছিল ?

দুর্যোধন। মাতুল, পিতাকে আর কোন কথা ব'লবেন না।

আমিই অপরাধী। বেশ, যখন আমি অপরাধী, তখন আর  
আমার এ রাজ্যে না থাকার ঠিক। চল দুঃশাসন, তোমার  
হাত ধ'রে আমি ভিক্ষারূপে অবলম্বন করিগে, তাতেও আমার  
হৃদয়-জ্বালায় অনেক উপশম হবে।

দুঃশাসন। সেই ভাল দাদা, তাই ভাল, চল। আহা, দাদার  
আমার ভ্রাতৃত্বের দেখেছ ! (গমনোচ্ছত)

ধৃতরাষ্ট্র। ও সঞ্জয়, চ'লে গেল নাকি ? কি ব'লছে ! বাবা  
দুর্যোধন, যাস্নে, যাস্নে ! বাবা, যাতে পাশা খেলা হয়,  
সেই ব্যবস্থা ক'রছি। তবে কি জানলে বাপ, দ্রুতক্রীড়া বড়  
অনর্থের।

দুঃশাসন। অনর্থ কিসের ? যাদের অনর্থ, তাদের অনর্থ। আমার  
কাছে পাশা খেলে জিততে পারে, এমন আর কে আছে ?

ধৃতরাষ্ট্র। তাই ত সঞ্জয়, এ আবার হ'ল কি ? এখন চল, একবার

বিছুরের সঙ্গে যুক্তি করা যাকগে ! যেমন ক'রে হোক, পাশা খেলাতে হবে ! তাই ত দাতকীড়া ! তবে কি জানলে, আমার দুর্ঘোষনও অপমানিত ! অবশ্য, তরুণ বয়স, ক্রোধ হয় বৈকি এ কার্যটা কি আমার যুধিষ্ঠিরের ভাল হ'য়েছে ?

[ সজ্জ সহ প্রস্থান ।

হুশাসন । মামা ঠিক থাক, ও বুড়োকে আমি এখনি ঠিক ক'রে আসছি । তুমি পাশার পাষ্টিগুলো মেজে ঘসে ঠিক ক'রতে থাক গে । দাদার অপমান !

[ প্রস্থান ।

দুর্ঘোষন । মাতুল ! এখন আপনার ভরসাই ভরসা ।

শকুনি । (স্বগত) আমারও ভাগ্যে আজ সে দিনের দিন উপস্থিত ! আহ্লাদে যে আর আনার কথা কইতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না ! (প্রকাশ্যে) বেশী কথার প্রয়োজন কি বাপ, হাতে হাতেই দেখতে পাবে । এখন চল ।

[ সকলের প্রস্থান ।

গান্ধারীর হস্ত ধরিয়া বিকর্ণের প্রবেশ ।

বিকর্ণ । চলুন মা চলুন, পাপবৃদ্ধি দাদার পাপ-মন্ত্রণার প্রতিবাদ ক'রবেন চলুন । একি, এরি মধ্যে সকলে চলে গেছেন ?

গান্ধারী । অ্যা—চলে গেছে ? তবে আর আমি কারে নিষেধ ক'রব বাছা ! হাঁ বাবা বিকর্ণ, বৃদ্ধ অন্ধরাজ তাতে কি বলেন ? সেই পাপ পাশাখেলার তিনিও কি সম্পর্গ মত দিলেন ?

বিকর্ণ। দিলেন বৈ কি মা ! দাদারা যখন তাঁকে কিছুতেই ছাড়লেন না, তখন স্নেহময় পিতা আমার, তাতেই সম্মতি দান ক'রে খুল্লতাত বিজয়ের কুটিরাভিমুখে গমন ক'রলেন । বুঝলাম, পাণ্ডবদাদাদের আন্তে খুল্লতাতকে খাণ্ডবগ্রন্থে প্রেরণ ক'রবেন । হায় মা, এবার সব যাবে । পাপ পাশাখেলা হ'তেই কুরুকুলের সর্সনাশ হবে ! হাঁ মা, অনন্ত উপায়ে সংসারে কেউ কি সুখী হ'রে থাকে ? ছরাস্রা কর্ণ আর পাপ মামা শকুনির কুমন্ত্রণায় দাদা আমার আপন পর কিছুই বিবেচনা ক'রতে পারছেন না । কি বল'ব মা, তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদর, তা মা হ'লে আপনার বিকর্ণ এইক্ষণে এই পাপাশ্রম দাদাদের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে ধর্মপ্রাণ পাণ্ডবদাদাদের পদাশ্রয় গ্রহণ ক'রতে ছুটে যেতো । উঃ ! এই বিশাল কুরুপুরে এক মহামতি খুল্লতাত ব্যতীত আর কি কেউ স্পষ্টবাক্ত্য ধর্মপ্রাণ মহাত্মা নাই মা !

শাকারী। বিকর্ণ রে ! তোর মত ধর্মবুদ্ধিপরায়ণ এক ছেলের মা হওয়া ভাল, তবু এরূপ শতপুত্রের মা হওয়া কোন অংশে সুখকর নয় বাবা ! হায়, হায়, কি হবে, কি হবে ? কেমন ক'রে ছরাস্রা পুরণকে এ পাপ পাশাখেলা হ'তে নিবৃত্ত ক'রব ! চল, চল বাবা, শীঘ্র আমার একবার অন্ধরাজের নিকট নিরে যাবে চল, আর সেই আমার ছুটলাত্ন শকুনির সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করাবে চল ।

বিকর্ণ। না মা, এখন আর কিছুতেই কিছু হবে না । এতক্ষণ

বোধ হয়, সভা প্রস্তুত হ'য়ে গেছে। বোধ হয় এতক্ষণ পাণ্ডব-  
দাদারাও এসে প'ড়েছেন। ঐ শুনছেন না, পাণ্ডব কুকুলের  
আনন্দ কোলাহল! হা বিধাতঃ! আমাকে পাণ্ডিষ্ঠ দ্রুপ্যোধনের  
সহোদররূপে সৃষ্টি না ক'রে পঞ্চপাণ্ডবের দাসরূপে সৃষ্টি  
ক'রলে না কেন? পাপীদের পাপ-সংসর্গে আমার শ্রাণ বড় ই  
কাতর হ'য়েছে নারায়ণ!

### গীত

এখন যা হয় একটা কর, রাখো কিবা মার।  
আনি আর সৈতে নারি, ও হে হরি, পানীর পাপ অত্যাচার।  
আমায় দ্রুপ্যোধনের সহোদর, ক'রলে কেন নামোদর,  
পাণ্ডবেরও ক'রলে কিঙ্কর হ'তেম যে স্থা—  
ধন্য যথার ন্য পায় হান, সে কদবা নরক নমান,  
হান কেন আমার দান ক'রলে কমলআঁধি—  
যা ক'রেছ তা ক'রেছ, হরি তুমি যা ভাল বুঝেছ,  
তার নাই হে ক্ষতি এখন এসে তার'।

চলুন মা, চলুন, আপনাকে আনি বৃথা কষ্ট দিলুম।  
শ্রদ্ধারী। নারায়ণ! আর কেন হতভাগিনীকে রেখেছ  
দুঃখিনী!

[ উত্তরের প্রশ্নান।

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক ।

রাজসভা ।

বিহর, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন,  
দুঃশাসন, শকুনি, বিকর্ণ, অশ্বখামা, প্রতিকামী,  
পঞ্চপাণ্ডব ও অন্যান্য রাজগণের প্রবেশ ।

বিহর । ( স্বগতঃ ) নারায়ণ ! কি সঙ্কটে পুনঃ ফেনিগে বিহরে !

বুঝিতেছি এই পাপ-অভিনয় অনর্থ কারণ শুধু ।

ইচ্ছাময় ! যে উদ্দেশ্য হৃদে ক'রেছ স্থাপন,

বুঝি করিছ রোপণ আজ তারি বিষ-বীজ ।

( প্রকাশ্যে ) অন্ধরাজ, এখনও করি নিবারণ,

নন্দনে নিবৃত্ত কর, দাতক্রীড়া অনর্থের মূল !

সুহৃদ্ভেদ—বংশনাশ তার শেষ পরিণাম !

দুর্যোধন । ক্ষান্ত, তুমি বারম্বার একই কথাই উল্লেখ ক'রছ ?

জান কি—কত্রগণের যুদ্ধ বা অন্ধক্রীড়া করণীয় কার্য্য ।

দাতক্রীড়াটা নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়, ইহাও একটা যুদ্ধ ! সে যুদ্ধে

অক্ষই বাণ, পণ ধনু, হৃদয় অ্যা, আর হৃদয়ের আনন্দই রথ ।

এতে আর অনিষ্টচিন্তাই বা কি, আর যুদ্ধ-বিসম্বাদই বা কি ?

সুহৃদ্ভেদই বা হবে কেন, আর বংশ নাশই বা ঘটবে কেন ?

ধৃতরাষ্ট্র । তা—তা—দুর্যোধন একরূপ বলছে মন্দ নয় ! খেলাটা

কি জান, আমোদ করা । বেশী কিছু হয়, কারো কিছু হার, নয় কারো কিছু লাভ । যাক্ বিহুর ! তোমার আর এতে বিশেষ কোন আপত্তি ক'রবার নেই ।

বিহুর । তবে তাই । বুঝ্লেম, মানবগণ পাশবজের জ্ঞান নিয়তির বশবর্তী । তেজ যেমন চক্ষুকে নষ্ট করে, দৈবও সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে । ইচ্ছাময় নিয়ন্তার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ ।

শকুনি । আমি বাপু, মতো ততো বুঝিনি, যিনি জীড়া ক'রবার জ্ঞান এসেছেন, তাঁর মত কি, আমি কেবল এইটী শুনে চাই । তারপর পণ ইত্যাদি রাখা, সেটা সামর্থ্য অনুসারে । এস্থলে তৃতীয় ব্যক্তির সহিত কোনও বাদানুবাদ না ক'রে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নতামত গ্রহণ করাই হ'চ্ছে—সাময়িক কাজ । কি বাপু, তোমার নতামত ব'লতে পার ?

যুধিষ্ঠির । মাতুল, পাণ্ডবেরা জনসংখ্যায় নর, দূতে আহূত হ'য়ে কখন প্রত্যাবৃত্ত হ'তে আসি নাই । আমি বেশ জানি, ধর্ম্মসঙ্গত দূতক্রীড়ায় ধর্ম্মই বলবান, এখন খেলার প্রতিপক্ষ আর পণ নিরূপণ করুন ।

দুর্য্যোধন । মাতুল শকুনিই আমার প্রতিনিধি হ'য়ে জীড়া ক'রবেন, আর আমি আমার সমস্ত ধনরত্ন পণ রাখলাম ।

যুধিষ্ঠির । জীড়ায় প্রতিনিধি—আমার মতে জ্ঞানবিক্রম । সমকক্ষ রাজগণই বাদী-প্রতিবাদী হ'য়ে জীড়া ক'রে থাকেন ।

দুর্য্যোধন । মাতুল শকুনিও রাজপুত্র, অসম্মানীয় ব্যক্তি নন, তার



উপর আমার সমস্ত রাজ্য-ঐশ্বর্য আমি পণ রাখতে প্রস্তুত,  
তখন আপনার অপত্তির মূল্য নাই।

যুধিষ্ঠির। আচ্ছা তাই হোক। আমি এই মণিময় অনূল্য হার  
পণ রাখলাম।

দুর্যোধন। আমারও নানা ধনরত্ন আছে, প্রতিপণে কাতর নই,  
শীঘ্র খেলা আরম্ভ হোক।

শকুনি। এবার এস ত বাপু, দেখি মামা হারে কি ভাগ্নে হারে।

(ক্রীড়ারম্ভ)

যুতরাষ্ট্র। বেশ, বেশ, শকুনি ভায়া খেলে ভাল! বলি, কার  
জিতের চাল চলছে হে?

শকুনি। এই দেখ, পাঁচ তিন আট, এই আমার পাকাগুটি উঠে  
গেল। এই জিতলাম, এবার?

যুধিষ্ঠির। (হার উন্মোচনপূর্বক) এবার একলক্ষ স্বর্ণপূর্ণ  
খাল পণ রাখলাম।

শকুনি। এই দেখ বাবা, ছ তিন নয়—যা বলেছি, তাই পড়েছে,  
এবার?

যুধিষ্ঠির। কুম্ভকান্তি অষ্টাশ্বাহিত জয়শীল সহস্র রথ পণ  
রাখলাম।

শকুনি। এই দেখ বাবা, কচে বার। এই ত জিতলাম, এইবার?

যুধিষ্ঠির। নানা রত্নালঙ্কারভূষিতা নৃত্যগীতনিপুণা সেবাকুশলা শত  
সহস্র তরুণী দাসী পণ রাখলাম।

শকুনি। এই দেখ বাবা, পোয়াবার তের! বাসু!

ধৃতরাষ্ট্র । আরে বেশ, শকুনি ভায়া বেশ, বেশ খেল্ছ ত হে !

যুধিষ্ঠির । কস্মিঠ বুদ্ধিমান সহস্র যুবক দাস, সহস্র মত্তমাতঙ্গ পণ  
রাখ্লাম ।

শকুনি । এই নাও বাবা, দশ প এগার । এবার ?

যুধিষ্ঠির । আমার প্রিয় ভ্রাতা নকুল সহদেবকে পণ রাখ্লাম ।

শকুনি । তবে এই দেখ বাবা, পাঁচের দান মারি, হ'য়েছে ত ?

যুধিষ্ঠির । হোক, হোক, এবার আমার সহিত আমার ভীমাজ্জুনকে  
পণ রাখ্লাম !

শকুনি । তবে এই নাও চার, ঠিক পড়েছে বাবা !

ধৃতরাষ্ট্র । বলিহারি, শকুনি ভায়া, যা ব'ল্ছ, তাই ক'রছ ?  
বেশ, বেশ !

বিহুর । মহারাজ । মহারাজ ! আর নয়, আর অধিক পাপের  
প্রশ্রয় দিবেন না ; এখনও এই সর্বস্বাশহারিনী পাপদ্যুতক্রীড়া  
নিবৃত্ত করুন । মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ সেবনের অনিচ্ছায় ভ্রায়  
আমার উপদেশকে বারম্বার অবমাননা ক'রবেন না । তোমার  
পুত্র দ্রুপদ্বা ত্র্যয়োধন দূত-মদে মত্ত হ'য়ে ক্রমে ধ্বংস হ'লে  
শকুনির উত্তেজনায় ধ্বংসের পথে অগ্রসর হ'চ্ছে ।

দ্রুপদ । দেখ খুড়ো, এখনও চুপ কর ব'ল্ছি, আমার দাদার  
ভাগ্যে মামা আমার বারবারই জরী হ'চ্ছেন ।

ত্র্যয়োধন । এখন পাণ্ডবপ্রেমে অন্ধ হ'য়ে গাত্রেয় আগায়  
নির্জঙ্ঘের ভ্রায় রুঢ় কথা ব'লে চ'লবে কেন ?

শকুনি । বাক্, ধর্মরাজ, এখন কি পণ রাখবেন রাখুন ।

ভীম । অপ্রকৃতমস্তিক দাদা, ধূর্ত পাষণ্ডের ছলনার এখনও আপনি মুগ্ধ ? এখনও বিশ্বাসঘাতক কপট শকুনির সঙ্গে পণ রেখে খেলতে প্রস্তুত হ'চ্ছেন ? শঠের ছলনার সমস্ত ধনরত্ন হারালেন, আমাদের সঙ্গে নিজের অমূল্য জীবনও পিশাচদের পায়ে বিক্রয় ক'রলেন, তবু সেই সর্বনাশিনী খেলার মত্ততা গেল না ? অহো, আর যে সহ্য হয় না !

শকুনি । দূতে আহূত হ'য়ে যদি ধর্মরাজ না খেলেন, তাহ'লে উনি নিজেই ধর্ম্যে পতিত হবেন ।

ভীম । ধর্ম্য ? এই পাপ কুকসভায় ধর্ম্য আছে কি ? ধর্ম্য যদি থাকত, ভ্রাতৃবিচার যদি হ'ত, তাহ'লে তোরা ভ্রাতৃ কপটীর কপট খেলার কি কেউ প্রতিবাদ ক'রত না ? অহো ! কি কপটতা ! দাদা একবারও জয়ী হ'তে পারলেন না ? চক্ষুশূল—মর্শশূল—ভীম কেবল ধর্ম্যময় দাদার মুখ চেয়ে আজ এ সমস্ত পাপাচার নীরবে সহ্য ক'রছে, তা না হ'লে এতক্ষণ এই ভীমগদায় কোরবদের পাপ ক্রৌড়ার পরীক্ষা ক'রতাম ।

ধৃতরাষ্ট্র । তা বাপু, উচিত কথা ব'লতে গেলে ভীম, তোমার বাপু, একরূপ ক্রোধ প্রকাশ করা অসম্ভব হ'চ্ছে । যুধিষ্ঠির আবার পণ রেখে খেলুক না, এখন জিততেও ত পারে । জিতলেই আবার ফিরেও ত পেতে পারে, খেলার ভঙ্গ দেওয়া ত ঠিক নয়, কি সঙ্গয় !

যুধিষ্ঠির । আমার আর কি আছে, বধাসর্বস্ব ত পণে হারিয়েছি ।

হুৰ্য্যোধন । থাকবে না কেন, প্রাণপ্রতিমা দ্রোপদী !

যুধিষ্ঠির । আচ্ছা, আচ্ছা, তাই পণ রাখলাম ।

বিহুর । আর নয়, আর নয়, সভাস্থ হনুমবান মহাত্মাগণ ! নিবৃত্ত করুন, নিবৃত্ত করুন ! তা না হ'লে কুরুকুলনাশী জালাময়ী বিষ উল্লারণ হবে । এবার নিদ্রতা বিষধরী অজগরীকেও সংস্কৃত করা হ'চ্ছে । আর রক্ষা নাই, আর নিস্তার নাই ।

হুঃশাসন । মামা, এইবার শেষ চাল !

শকুনি । এই দেখ বাবা, এই মেরেছি পোয়া বার তের । এই ত বাবা, তোমার দ্রোপদী জয় ক'রলাম ।

হুৰ্য্যোধন । সভাসদগণ, এখন কি বলেন ? দ্রোপদীর উপর এখন আমার ধর্মসঙ্গত অধিকার । আর্ষা বিহুর ! আপনি শীঘ্র অন্তঃপুরে গমন করুন, পাণ্ডব-প্রাণপ্রণয়িনী দ্রোপদীকে এই রাজসভায় আনিয়ন করুন, পাণ্ডব-ঘরনী কৃষ্ণা দাসীদের সঙ্গে আমার গৃহ মার্জনা করুক ।

বিহুর । রে সূচমতি হুৰ্য্যোধন, এখনও জিহ্বা সংযত কর । যুগ হ'য়ে নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে জাগ্রত করিস্ না । ঐ দেখ, কালভূজঙ্গ-গণ তোমার মস্তকের উপর সক্রোধে চক্র তুলে গজ্জর্ন ক'রছে ! আমার মতে কৃষ্ণা কখনও তোমার ক্রৌড়া দাসী হ'তে পারে না ; দ্রোপদীকে পণরূপে নিরুপিত ক'রে যুধিষ্ঠিরের খেলুবাঙ্গ কোন 'অধিকার নাই ।

হুৰ্য্যোধন । স্থির হও বিশ্বাসঘাতক, পাণ্ডব-চাটুকার । বুঝেছি, তোমার দ্বারা আমার কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই ।

প্রতি কামি, যাও, শীঘ্র তুমি দ্রোপদীকে এই রাজসভায়  
আনয়ন কর ।

[ প্রতিকামীর প্রস্থান ।

ভীম । দাদা, ভীম আর নীরবে কত দেখ্বে, কত সহ্য ক'র্বে ?  
পঞ্চসিংহের সম্মুখে শৃগাল-হস্তে সিংহী কি আজ এইরূপে  
লঙ্কিতা হবে নাকি ?

অর্জুন । মধ্যমপাণ্ডব, আরও দেখুন, আরও সহ্য করুন ।  
নীরবে—অতি নীরবে—পাপাচারগণের পাপের শেষ গণ্ডী  
দর্শন করুন । তারপর—তারপর, যা ক'র্ত্তে হয়, মধুসূদন  
যা ক'র্বেন, তাই হবে ।

### গীত

যার কার্য্য সে করিবে তুমি আমি কে ।  
কার কার্য্য কেবা মাধে ভাবিরে পাঠনে বে ॥  
যার কার্য্যে দিনে রবি, নিশায় লশাক্ত ছবি,  
তার কামান্তিত নভে মধুর কিরণ রেখা,  
যার কার্য্যে মাতৃশূনে, ক্ষরে ক্ষীর শিশু প্রাণে,  
অপার করুণারাগ প্রকৃতির গায়ে লেখা,  
কারণ কার্য্যেতে যার, মেশামিশি ত্রিসংসার,  
যুবিরে যেরন করিবে তেমন সে,  
আমি কি ভাবিষ, আমি কি করিষ,  
হরি খেলার পুতুল ক'রেছে বাক্যে ॥

হর্ষোদন । আমি কারও কথা শুন্তে চাইনা, এখন পঞ্চপাণ্ডব  
আর দ্রোপদীর উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার । তবে ধর্ম্মরাজ

যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে নরকে যেতে চান, তাতে আমার কিছু আপত্তি নাই। ও কি প্রতিকামি! তুমি একা এলে, দ্রৌপদী কোথা?

### প্রতিকামীর প্রবেশ।

প্রতিকামী। প্রভু, না এলেন না।

দুর্যোধন। না, এ কাজ অন্তের দ্বারা হবে না, হুঃশাসন!

হুঃশাসন। হাঁ, তাই ত বলি, দাদা কার মুখের দিকে চান?

এখনই বাবো, আর ধ'রে আনব। কোনও আপত্তি থাকে, এখানে এসে সে ব্যবস্থা করুক। পাঁচজনের মন যোগাতে পারেন, সাধারণ বেষ্ঠার মত কাজ ক'রতে পারেন, রাজসভার আস্তে তাঁর লজ্জা হ'ল! হায় রে—আমার লজ্জা! যাই আগে।

[ বেগে প্রস্থান।

ভীম। ধর্মরাজ! শুন্লেন, শুন্লেন! দুর্যোধন আমাদের সম্মুখে সতী লক্ষ্মী দ্রৌপদীকে কি বলে গেল? আরে—আরে কুণাস্তার, সাক্ষাৎ সার্বভৌমপিত্রী দ্রৌপদী বেণ্যা? এই—এই-কণেই আমি তোর পাপ-জিহ্বা খণ্ড খণ্ড ক'রব। কেউ বাধা দিতে পারবে না। (গমনোচ্ছত)।

অর্জুন। (ধারণপূর্বক) দাদা, করেন কি, করেন কি? আরও কিরংকণ অপেক্ষা করুন। পাশুপতের পাশবিক অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত দেখুন, তারপর কত'বা কার্য্যে ব্রতী হবেন।

আর্য্য ধর্ম্মরাজ যখন নীরবে আছেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে কার্য্য করা কি আপনার জায় ত্রাত্ৰাণ ত্রাতার কৰ্ত্তব্য ? দাসের কথা রাখুন, ধৈর্য্যকে পাত্ত-অর্ঘ্য্য দিও পূজা করুন ।

ভীম । এর চেয়ে এইক্ষণে আমার বজ্রাধীনে মৃত্যু হ'ল না কেন ! এই পাপ কুরুসভায় ত্রাহণপক্ষপাতী বীর কি কেউ নাই ? সকলেই কি পাপিষ্ঠ দুৰ্য্যোধনের পাপ অগ্নে প্রতিপালিত হ'য়ে স্নগিত কুকুরেরও অধম হ'য়েছে ?

কর্ণ । ভীম, সাবধানে কথা কও । প্রতিজ্ঞাপালন বীরধর্ম্ম । খেলায় হেরেছ, এখন অগ্নানবদনে দাসত্ব স্বীকার কর । মহারাজ দুৰ্য্যোধন এখন তোমাদের অন্নদাতা, হস্তী, কৰ্ত্তা ও বিধাতা !

দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রবেশ ।

দ্রৌপদী । ছেড়ে দে, ছেড়ে দে দুঃশাসন ! হুবর্ত্ত, পাণ্ডুগৌরবিনী দ্রৌপদীর যে কেশ রাজস্বয়-যজ্ঞে মস্তপুত জলে অভিষিক্ত হ'য়েছিল, সেই পবিত্র কেশ স্পর্শ ক'রে পক্ষসিংহের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিস না । আমি অস্পৃশ্যা, রজস্বলা ! এক বস্ত্র পরিধান ক'রে আছি । এ অবস্থায় আমার রাজসভায় নিরে যাসনি !

দুঃশাসন । তা যাক্সেনি, তুমি রজকিনীই হও আর একবস্ত্রা উলঙ্গিনীই হও, দুঃশাসন আজ আর তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা ক'বে না । তোমার স্বামী তোমার দ্বাত-ক্ৰীড়ায় হেরেছে, এখন তুমি দাদার অধিকারে, বুঝলে ? এখন আর তোমার

তর্জুন গজ্জন ক'রবার দিন নেই। চল্, এখন রাজসভার মধ্যে যাবি চল্! দাদার মন যোগাবি চল্।

দ্রৌপদী। হায়, ধর্ম্য কি আজ অন্ধ! আমার যুগেন্দ্রবিক্রম পঞ্চ স্বামী কি আজ নিদ্রিত! ধর্ম্যরাজ, ধর্ম্যরাজ, দেখুন, দেখুন, আপনার ধর্ম্যপত্নীর দুর্দশা! উঃ, সকলেই নীরব! অহো তাহ'লে এই অসহায় রমণীর কে আর সহায় হবে!

ভৃশাসন। কেন যাজ্ঞসেনি, সে ভয় তোমার কেন, দাদা তোমার সহায় হবেন।

(দুর্যোধন দ্রৌপদীকে উরু প্রদর্শন)

ভীম। আর না, আর না অর্জুন, ছেড়ে দে, আমার ছেড়ে দে! মদমত্তকরীরূপে আজ পলকের মধ্যে পাপময় কুকসভারূপ কদলীকানন ভঞ্জন করি।

অর্জুন। অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন দাদা, সতী নিজ-মাহাত্ম্যে! এই ভীম পারাবার উত্তীর্ণ হবেন। ক্রোধ সঞ্চরণ করুন, প্রকৃতিস্থ হোন।

ভীম। ভাই রে, এ কুকসভার নয় দাদা ধর্ম্যরাজই প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ, কিন্তু পুত্রনয় কৃশাচার্য্য, দ্রোণ, পিতামহাদি অস্ত্রান্ত অনেক সদাশয় ব্যক্তি ত উপস্থিত আছেন, কিন্তু কৈ—সকলই ত নীরব! সম্মুখে পাশব-ক্রৌড়ার বিভৎস অভিনয় হ'চ্ছে সকলে প্রাণ ভ'রে দর্শন ক'রছেন! তাই ত আরও অসহ্য হ'য়েছে ভাই!

দ্রৌপদী। উঃ, এতক্ষণে বুঝলাম, এ পাণসভার স্তায় প্রতিবাদ



ক'রবার কারও ক্ষমতা নাই। তবে পিতামহকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই। পিতামহ, এই অভাগিনী পাঞ্চালী কি আপনাদের কুলবধু নয় ?

হুঃশাসন । বাবা, ঠিক থেক' ।

ভীষ্ম । মা, আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা বা না করা একই কথা । কেন না একদিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন ত পণ রাখতে পারে না, অত্ৰ দিকে দ্বা একমাত্র স্বামীরই অধীন । এই উভয় পক্ষই তুল্য । বিশেষতঃ প্রাণাধিক পরমধর্মজ্ঞ ধর্মরাজ খাধষ্ঠিরর হৃদয়ের উন্নত ভাব জানি যে, তিনি ধরনী ও প্রাণত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত হ'তে পারেন, কিন্তু কখনই ধর্মত্যাগ করতে পারবেন না । সুতরাং তিনি যখন নিজমুখেই পরাজয় স্বীকার ক'রছেন ও তিনি উপস্থিত থেকেও তোমার বিষয়ে কোন প্রতিবাদ ক'রছেন না, তখন আমি তোমার এ প্রশ্নের উত্তর কিরূপে দিতে সমর্থ হই মা !

দ্রৌপদী । ধর্মরাজের কোন দোষ নাই, কপটীগণের কপট খেলায় তিনি প্রতারিত হ'য়ে নীরব আছেন । থাকুন, কিন্তু এই সভাস্থ সকল ব্যক্তিরই ত গৃহে মাতা, ভগিনী, কুলবধু আছেন, সকলেই ত জ্ঞালোকের সম্মান জানেন, তখন তাঁরা এই নিরাশ্রয় অবলা কুলকামিনীর এরূপ অপমান কিরূপে দর্শন ক'রছেন, এইটাই আমার শেষ প্রশ্ন !

ভীষ্ম । ধর্মরাজ ! দূতপ্রিয় ব্যক্তির রক্ষিত বৈজ্ঞানিক পণ রেখে খেলা করে না, কিন্তু তুমি তা অনায়াসেই ক'রেছ । আর তুমি

আমাদের অধীশ্বর ব'লে আমি তাও সহ্য ক'রেছি । কিন্তু ছেন ধর্মরাজ ! দ্রোপদীকে পণ রাখার স্বাধীন ক্ষমতা তোমার একার নাই তাই বলছি, এখনও ত্রাসঙ্গত প্রতিবাদ কর, নচেৎ তোমার ঐপাপবাহুর আমি এই মুহূর্তে ভস্মনাং ক'র্ব্ব । অগ্নি—অগ্নি—সহদেব, শীঘ্র অগ্নি আনয়ন কর ।

অর্জুন । দাদা, ক্রোধে আবার বিহ্বল হ'লেন ? কারে কি ব'লছেন ? ধর্মরক্ষা করুন, ধর্মরাজকে ধর্মরক্ষা ক'র্ব্বতে দিন, ধর্ম্মই আমাদের রক্ষা ক'রবেন ।

বিকর্ণ । আমি বালক হ'লেও এখন আর নির্ম্মাক হ'য়ে থাকতে পারছি না । হে সভাসদগণ ! আপনারা কোন্ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হ'য়ে ঠাকুরানী দ্রোপদীর এই কাতরোক্তি শুনেও ত্রাস প্রতিবাদ ক'রছেন না ? এতলে ধর্ম্মসঙ্গত কথা না ব'লে নিশ্চয়ই সতীশাপে আমাদের ধ্বংস হ'তে হবে । কুরুবীর পিতামহ ভীষ্ম, পিতা ধৃতরাষ্ট্র, নায়পরায়ণ কৃপাচার্য্য ও দ্রোণ, মহামতি বিহুর, সকলেই যদি নীরবে পানীকে প্রশ্রয় দেন, এ দুর্দ্দৃষ্টি দ্রাঘ্য দাদা দুর্ব্বোধনের মতানুবর্ত্তী হন । এবং আপনারা শত চক্কর সম্মুখে যদি সতীর প্রতি এইরূপ পৈশাচিক ভাবে মহাপৌড়ন হয়, তাহ'লে বুঝলাম, আপনারা সত্য সত্যই কুরু-অঙ্গে—কর্ত্তবা হারা, জ্ঞানহারা, বুদ্ধিহারা হ'য়ে আজ ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিচ্ছেন ! করুন, এখনও প্রতিবাদ করুন, নহ'বা আমিই প্রতিবাদ করি, মহাপুরুষেরা চারি প্রকার বাসনের কথা উল্লেখ ক'রে গেছেন, তন্মধ্যে সকল বাসনাসকল পুরুষেরাই

ধর্মব্রত । বাসনাসক্ত ব্যক্তির কার্য নিতান্ত অসার । ধর্মরাজ  
সত্যবাদী হ'লেও যখন বাসনাসক্ত হ'য়ে মা দ্রোপদীকে পণ  
রেখেছেন, তখন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিনী দ্রোপদী কখনই জয়লঙ্ক  
ধন নন । বিশেষতঃ দ্রোপদী পঞ্চপাণ্ডবেরই সহধর্মিণী, সুতরাং  
দ্রোপদী একমাত্র যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব ও স্বামীত্বের অন্তর্গত নন ।

ভীম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য ও বিদুর । ধন — বিকর্ণ, ধন বিকর্ণ !

কর্ণ । বিকর্ণ ! তুমি নিতান্ত বালক, তাই তুমি এই রাজসভার  
এত গণ্য মাত্র ব্যক্তিগণসমক্ষে তোমার জ্যেষ্ঠের কার্য্যের  
তুমি প্রতিবাদে দণ্ডায়মান হ'য়েছ ! এ তোমার বালক-চাঞ্চল্য ।  
জান, দ্রোপদী আর পাণ্ডবসহ পাণ্ডবের সমূহ ধনরত্নই  
এখন ধর্ম্মতঃ মাতুল শকুনির জয়লঙ্ক । পাণ্ডবেরা যদি প্রকৃত  
ধার্ম্মিক হয়, তাহ'লে এই মুহূর্ত্তে ওদের মূল্যবান বৈশভূষাদি  
উন্মোচন ক'রে মাতুলকে অর্পণ করুক ।

বিকর্ণ । না, না, তবে আর আমি এখানে থাকিব না ! কুরুকুল  
ধ্বংস হ'য়ে যাক, কুরুকুল ধ্বংস হ'য়ে যাক ।

[ প্রস্থান ।

দুঃশাসন । হাঁ সখা, এই ত বিচারসঙ্গত কথা ! দাও, দাও,  
তোমাদের মূল্যবান বসন, ভূষণ, উত্তরীয় বস্ত্রাদি সব খুলে  
দিরে ধর্ম্ম রক্ষা কর ।

ভীম । অকাতরে—অগ্নান বদনে আমাদের বৈশভূষা খুলে দিচ্ছি ।  
চার্য্য ধর্ম্মরাজ, প্রস্তুত হন, প্রাণাধিক অর্জুন, নকুল,  
সহদেব, শীঘ্র পাণ্ডবাদের বাসনা পূর্ণ কর । পাণ্ডবাদের

পাপদেহসম্পৃষ্ট বায়ুতে আমাদের বেশভূষাও কলুষিত হ'য়েছে,  
শীত্রে খুলে দাও, শীত্রে খুলে দাও ।

( সকলের বেশভূষা ত্যাগ )

দ্রৌপদী । হা করুণাময় কৃষ্ণ ! তোমার চির পদাশ্রিত পাণ্ডবদের  
একুপ নিদারুণ বেশও আজ স্বচক্ষে দেখতে হ'ল ! হা ধর্ম-  
রাজ ! শঠের ছলনার প্রতারণিত হ'য়ে আজ ভ্রাতৃগণসঙ্গে  
পথের কাঙাল হ'লেন

গীত

হা হা হা—কি হ'ল, শঠের কুহক ভলে ।

হা হা কৃষ্ণ করুণাময় ! এই কি অনূহে লিখেছিলে ।

( শ্রাবণ কি কাদে না হে কেশব, পাণ্ডবের দশা হেরি, )

পাণ্ডব আশ্রিত হরি তোমারি চরণে,

তুমি না দেখিলে ন্যাশ, আর কে দেখিবে এ ভুবনে,

( একবার দেখ এসে, তাদের কি দশা আজ হয়েছে হে,

যাদের রাজ-মুকুট দিয়ে রাজা করেছিলে ॥

সে পাণ্ডব তোমারি, হ'য়েছে ভিখারী,

ভাসে তাদের বন্ধ নয়ন-জলে ॥

আরও হের হে শ্রীপতি কমল-নয়নে,

তোমার দাসী কৃষ্ণার কি দুর্গতি করে দুটগনে,

( কেশে ধরে এনেছে হে, তোমার আশ্রিতা দাসীরে,

পকসিংহের ঘরণীরে )

তুমি তুমি ধর্মহারী, বুকুলমুগারি,

দেখি তোমার নামে আজ কি কল ভলে ॥

দুঃশাসন। তা ত হ'লেন, এখন তুমি কাপড়খানা খুলে দিয়ে  
রণ-উলঙ্গিনী—দিক্‌বসনা হও দেখি। জ্যোতাদাসি! কর, শীঘ্র  
বসন উন্মোচন কর।

বিদুর। কাস্ত হ, কাস্ত হ, দুঃশাসন! এই রাজসভায়  
হৃদয়হীন—মনুষ্যত্বহীন তর্কোপদেশের অন্নদাসগণ নীরবে থাকতে  
পারে, কিন্তু ধর্ম কখন একপ সতী-পৌড়ন সহ্য ক'রবেন না।  
পাণ্ডবগণের ধনরত্ন যথাসর্বস্ব ছলনায় অপহরণ কর, কিন্তু  
বারম্বার একপ ঘৃণিতভাবে কুলের কুলবধূকে অপমানিত ক'রিস্  
না! ধ্বংসের পথ পরিষ্কার ক'রিস্ না।

দুঃশাসন। সহ্য না হয় বাবা, সরে পড়। বারবার “ধ্বংস ধ্বংস”  
ক'রে আর কোঁস কোঁস ক'রো না। বলি, সতী-ঠাক্কণ,  
কাপড় খানা খুঁজে দাও না। না সহজে হবে না? বল ক'রেই  
খুলতে হ'ল দেখছি। (আকর্ষণ) দেখি কে তোকে আজ  
রক্ষা করে? হাঃ হাঃ, মাগী যে উপরদিকে হাত করে রে!

দ্রৌপদী। কৃপাসিদ্ধ! অনাথবদ্ধ। বিপদভঞ্জন! কোথায় তুমি?  
এবিশাল কুরুসভায় অবলা নিঃসহায় রমণীর কেউ সহায়  
হ'ল না! দৌনের সখা দীননাথ! এখন এই রাজসভায়  
এসে এ বিপদে দাসীর গজ্জা নিবারণ কর হরি! দর্পহারি!  
বিষাক্ত সর্প, মদমত্ত হস্তী, প্রজ্বলিত অনলের মুখ হ'তে ভক্ত  
প্রহ্লাদকে রক্ষা ক'রেছ, পতিতা অহল্যাকে উদ্ধার ক'রেছ,  
বলিরাজকে ভুলিয়ে পাতালে আবদ্ধ ক'রে ইন্দ্রের ভয় নিবারণ  
ক'রেছ, সাগরবন্ধনে দশাস্য রাবণকে সংহার ক'রে জগতের

অত্যাচার নিবারণ ক'রেছ, আর প্রভু, এই হুয়ায়া  
কপটদের হাত হ'তে পদাশ্রিতা দাসীর কি লজ্জা নিবারণ  
ক'রতে পারবে না ? নারায়ণ, রাধানাথ, দ্বারকানাথ !  
গোপিনাথ । এই বিপদ-সাগরে আমায় উদ্ধার কর ।

বিহু। নারায়ণ । তোমার সুদর্শন চক্র কি আজ নিদ্রিত ? ধর্ম !  
তোমার অনন্ত চক্ষু কি আজ অন্ধ ? অবলা কুলবালাকে রক্ষা  
কর, নামের মহিমা প্রচার কর ।

দুঃশাসন । কেমন হ'য়েছে ত ? তোর কান্না কাটনা শেষ  
হ'য়েছে ? দে, এখন কাপড় দে । ( আকর্ষণ )

### অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । ( জনান্তিকে কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, এই যে এনেছি সতি ! দ্বারকা-  
নাথ যে সতীর পদদাস ! ধর্ম ! তুমি বস্ত্ররূপে সতীকে রক্ষা  
কর । দেখি কে সতী-অঙ্গের বস্ত্র অপসারিত ক'রতে পারে ?  
দ্রৌপদী । নারায়ণ, এসেছ ? লজ্জানিবারি, দাসীর লজ্জা নিবারণ  
কর ।

দুঃশাসন । ও দাদা, এ যে যত টানি, ততই আসে । মাগীর  
কোমরে কি—কাপড়ের গাঁটি আছে নাকি ? নানা, রং  
বেরংয়ের কাপড় দেখ !

বিহু। নারায়ণ, যোগনিদ্রা হ'তে কি জেগেছ ? সতীর সম্মান  
রাখতে প্রচুরভাবে কি এ পাপ কুসভায় অবতীর্ণ হ'য়েছ ?  
ধন্য মায়াবদ ! ধন্য দয়াবদ ! ধন্য ছলনাময় !

ভীম । না অর্জুন, আর দেখতে পারব না ! শত শত স্ত্রীকুল  
লোহ শলাকায় আমার পাপচক্ষু বিদ্ধ ক'রে দে, নয় তোর  
ভীষণ গাণ্ডীবে আমার সংহার কর, না—না—না, না, মরব  
কেন ? অর্জুন—অর্জুন, আমার বড় ভুল হ'য়েছে, ম'রব কেন ?  
কাপুরুষের মত ম'রব কেন ? প্রতিজ্ঞা পালন—প্রতিজ্ঞা—  
পালন, তারপর প্রতিহিংসা সাধন—প্রতিহিংসা সাধন ! ধর্মরাজ  
আমাদের দাদা, তাই ত, তাই ত—ধর্ম রক্ষা ক'রতে হবে ।  
নতুবা কি এতক্ষণ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পাপবংশ ধ্বংস না ক'রে  
কান্ত থাকতেম ? না—যাজ্ঞসেনী দ্রোণদৌকে আমার হুঃস্রাব  
হৃষ্যোধনের পরামর্শে হুঃশাসন কেশাকর্ষণ ক'রে—এই  
প্রকাশ্য রাজসভায় নিয়ে আসতে পারত ? না, এখনও হুঃস্রাব  
হৃষ্যোধন হুঃশাসন জীবিত থাকত ?

হুঃশাসন । ও দাদা, কি দেখি গো ! ( কম্পন )

ভীম । না—না—থাক থাক ! ধর্ম, তুমি অনন্ত কর্ণে শুনে রাখ,  
কুরুদাস সভাসদগণ, সকলে শুনে রাখ, যদি সত্য সত্যই সতী-  
গর্ভে আমার জন্ম হয়, আর যদি—আর্য্য ধর্মরাজের  
পদে আমার অচলা ভক্তি থাকে, তাহ'লে—তাহ'লে যথাকালে  
এই ভারতকুলাধম হুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদার্য ক'রে তার পাপ  
হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত রণস্থলে পান ক'রে এই তৃষ্ণা নিবারণ  
ক'রব, আর—আর—সেই রক্তে যাজ্ঞসেনি যাজ্ঞসেনি—  
তোমার এই আলুপারিত উন্মুক্ত বেণী সহস্রে বন্ধন ক'রে  
দেব, আর কোন বিশেষ কারণে হুঃস্রাব হৃষ্যোধনের উরুতল

ক'র্ব। এই আমার সত্য প্রতিজ্ঞা রৈল। রক্ষা ক'র্তে না পারি,  
তুবানলে প্রাণভাগ ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'র্ব।  
অর্জুন। আমারও ঐ প্রতিজ্ঞা আর্ঘ্য! ছরান্না কর্ণকে আমি  
সংহার ক'র্ব।

সহদেব। আর আমারও ঐ প্রতিজ্ঞা আর্ঘ্য! পিশাচ শকুনির  
আমি শিরচ্ছেদ ক'র্ব।

বিহুর। অন্ধরাজ, আর রক্ষা নাই, ঐ দেখুন চারিদিকে সমুদয়  
অলক্ষণ দৃষ্ট হ'চ্ছে!

ধৃতরাষ্ট্র। আরে থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও। পণ রেখে খেলা  
হ'চ্ছে, তাতে আর মারামারি—কাটাকাটির কথা কেন বাপু!  
বলি ও বিহুর! থামিয়ে দাও, সব ফিরিয়ে দাও, সব ফিরিয়ে  
দাও। মা সতি লক্ষ্মি! আমার কুলদ্বার পুত্রদের ক্ষমা কর  
মা! তুমি আমার নিকট বয় প্রার্থনা কর।

দ্রৌপদী। বর দিবেন, দিন, আমার স্বামীদের দাসত্ব হ'তে  
মুক্ত ক'রে দিন।

ধৃতরাষ্ট্র। তথাস্ত। তাই দিলাম মা, যাও, যাও, মা লক্ষ্মি, স্বামী-  
দের ল'য়ে পরমসুখে দিনপাত কর গে যাও। বাবা  
বুধিষ্ঠির, তোমায় আর অধিক কি বল'ব, তুমি বাবা এই বৃদ্ধের  
মুখের দিকে চেয়ে দেখ!

ভীম। (ক্রোধসহকারে) আনুন আর্ঘ্য, এ প্রাণান্তকারিণী জালা  
কিছুতেই উপশমের নয়। এস যাক্সসেনি!

[ পঞ্চপাণ্ডবের সহ দ্রৌপদীর প্রস্থান। ]



ধৃতরাষ্ট্র । বিদুর, আমার ভীম একটু ক্রোধী নয়? যেক্রপ গর্জনে  
ক'রে উঠ'ল, তাতে ত আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'য়েছিল।

শকুনি । তা ত হ'য়েছিল, কিন্তু—অন্ধরাজ এ কাজটা বড় ভাল  
ক'রলেন না! জানেন ত আঘাতপ্রাপ্ত ভূজঙ্গ—একদিন না  
একদিন আঘাতকারীর বোর শত্রুতা সাধন করে ।

দুঃশাসন । তা কি তারা না ক'র্বে মামা! ভীম যেক্রপ আমার  
প্রতি কটাক্ষ ক'রেছিল, তাতে ত আমি তৎক্ষণাৎ মনে  
ক'র্লাম, আজি বুঝি আমার শেষ দিন! বাবা, খুড়োর কথায়  
একেবারে জল হ'য়ে গেলেন ।

দুর্যোধন । আমরা যাতে ধ্বংস হই, তাই খুল্লতাতেই ইচ্ছা, একি  
আর আমি না বুঝি দুঃশাসন! কিন্তু পিতা এ কথা বিন্দুও  
বুঝেন না। এত ক'রে শত্রুকে হস্তগত ক'র্লাম, সব  
ভদ্রসাং হ'য়ে গেল! সব পণ্ড হ'ল, সব পণ্ড হ'ল!

শকুনি । আরে বাপু, এই বারই ত সর্বনাশ ক'র্তাম, আবার  
তোমরা সব মত কর না, অন্ধরাজেরও মত করাও না,  
এখনও কোন্ না পারি?

দুর্যোধন । পিতা, পিতা, মাতুলের কথা শুন্ছেন? অংবার  
হুরায়াগণকে দূতক্রীড়ায় আহ্বান করুন, শীঘ্র করুন, নতুবা  
পাণ্ডব-ক্রোধানলে কুরুকুলের বংশে বাতি দিতে আর কেউ  
থাকবে না। এখনও মাতুলের পরামর্শ মতে কাজ করুন।  
আর যদি না করেন, তাহ'লে আমি আজই বিবপাণে প্রাণ-  
ত্যাগ ক'রে সকল জাতির অবসান ক'র্ব্ব।

ধৃতরাষ্ট্র । তাই ত হে বিদুর, আবার পাণ্ডবদের কিরাও না ?

দুর্যোধন কি বলে গোন না, কাকেও পাঠাও না হে ?

দুঃশাসন । প্রতিকামি, শীঘ্র যাও, পাণ্ডবগণকে পিতার নাম  
ক'রে পুনঃ দূতক্রীড়ায় আহ্বান ক'রে নিয়ে এস ।

[ প্রতিকামীর প্রস্থান ।

বিদুর । আর্ষা ! এখনও মোহ দূর ক'রতে পারলেন না ? আবার  
আবার—সেই দূতক্রীড়া ? আবার পাণ্ডবগণকে আনতে  
পাঠালেন ? ও এককণে বুদ্ধান, আসন্নকালে জীবের  
এইকূপই বিপরীত বুদ্ধি হ'য়ে থাকে ।

## গীত

আগুন জ্বলে উঠে নিভে যায় ।

আগ নাহি ভাবি অমা, হ'য়েছে আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি হ'র ।

গোর মস্তনে ঘষে বিধ উঠে বজ্রাকরে,

ঘন টলিল মেদিনী কাপে সুরাকরে,

চক্কাবে জ্বাহি জ্বাহি করে আকুলি বিকুলি খার,

আপন করমে আপনি মজিল রাবণ লঙ্কায় ।

ভীষ্ম । অন্ধরাজ ! সর্বনাশ ক'রলে ? অগমান ঘূতে আচ্ছতি

প্রদান ক'রলে ? মহাসমুদ্রের মধ্যে তরণী ল'য়ে—আজ

স্বহস্তে কর্ণ ত্যাগ ক'রলে ? এবার তরণী নিমজ্জন অবশ্যস্তাবী !

দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য । অন্ধরাজ ! এখনও সাবধান হোন ! ক্ষুধিত

ব্যাঘ্রকে আর নিমগ্ন ক'রে গৃহে আনয়ন ক'রবেন না ?

হুগোয়ান । আপনারা কি সকলেই পাণ্ডবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—  
আমার ছদ্মবেশী শত্রু ? আমি কি অরাতিবেষ্টিত পরগৃহে  
অবস্থান করছি ? আপনাদের হাতে কি আমি একদিনের  
কৃত সুখশাস্তি উপভোগ করতে পারব না ? রাজাই রাজকীয়  
ব্যাপারে সংলিপ্ত থাকবেন, তৃতীয় ব্যক্তির আন্দোলন—সম্পূর্ণ  
সর্বস্বাধীনতার বহির্ভূত ।

পুনঃ পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর প্রবেশ ।

ভীম । আবার ত আৰ্য্য অন্ধরাজের অজ্ঞায় ফিরে এলেন !

এখনও কি আহতি দেওয়া শেষ হয়নি ? দাও, দাও, কত  
আহতির দ্রব্য আছে, নিয়ে এস ?

যুধিষ্ঠির । ভীম, নীরব হও । জ্যেষ্ঠতাত, কি অজ্ঞা করছেন ?

যুতরাষ্ট্র । অজ্ঞা কি আর বাপ, সকলেই মনস্থ করছে—আর  
একবার খেলা হবে, তবে এবারে ধন অর্থ বা স্ত্রীলোক নিয়ে  
নয়, যাতে অনর্থ ঘটে—এমন নিয়ে নয় । কি হে.শকুনি ভায়া,  
বল না ?

শকুনি । এবার পণ বারবৎসর বনবাস, একবৎসর অজ্ঞাত  
বাস । অজ্ঞাতবাসে প্রতিপক্ষ অনুসন্ধান করতে পারলেই,  
আজীবন বারবৎসর বনবাস, এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ! আবার  
ঐ—

দুঃশাসন । ( স্বগত ) উঃ, আমার কি বুদ্ধি বাবা !

যুধিষ্ঠির । আজ্ঞা, তাই পণ করলাম । নিয়ন্তা বা করছেন,

তাই হবে। তা বলে দূতে যখন আহুত হ'য়েছি, তখন কিছুতেই প্রত্যাভূত হবো না। মাতুল, পাশক ধারণ করুন। শকুনি। এই ত—এই ত বাপের বেটার কাজ হে বাপু! (ক্রীড়ারম্ভ) এই নাও হে বাপু, তোমার পাকাগুটি কাটলাম।

যুধিষ্ঠির। ভাল, দেখাই যাক্।

শকুনি। এই ছয় পাঁচ এগার, বাস্। বার বৎসর বনবাস, একবৎসর অজ্ঞাতবাস করণে।

যুধিষ্ঠির। তাই হবে, তাই হবে, পাণ্ডবের তাতে কিছুই ক্ষতি-রক্তি হবে না। তবে মাতুল, এ আপনার গাফারবিষ্ঠা—সম্পূর্ণ কপটতা!

দ্রুপদ। সে আপনোষ বনে ব'সে কর গে। কি গো রাজসেনি, তুমি এখন কি ক'রবে? বনে বনে ঘুরবে কোথা? দাদার কাছে থেকে যাও না, দাদা, একবার নাচ না!

কর্ণ। বাস্তবিকই আজ আমাদের নৃত্যের দিন। নৃত্যকালো কি যোগ দিবেন নাহি! (হাস্য)

দ্রোপদী। চম্ভাল, সাবধানে কথা কোন্! ত্রয়োদশ বৎসর পরে এর ফলাফল বুঝতে পারবি।

ভীষ্ম। আবার সেট প্রতিজ্ঞা—তর্যোধনের উদ্ধতঙ্গ আর হরায়া। দ্রুপদনের রক্তগান—আর সেইরক্তে দ্রোপদীর গৌবন্ধন!

অৰ্জুন। আর কর্ণ সংহার!

মহদেব। অক্ষয় শকুনির মস্তকচ্ছেদন!

যুধিষ্ঠির। ভাই রে, ভগবানের যা ইচ্ছা আছে, তাই হবে।

এখন চল—বনযাত্রার আয়োজন করিগে।

দ্রুশাসন। আয়োজন কি—অমনি এই পথে! ব'লতে লজ্জা হয় না?

যুধিষ্ঠির। তাই দ্রুশাসন, তাই বাচ্চি! কিন্তু দুর্ব্বাকা বলিস কেন ভাই! উঃ শঠতায়—রাজ্য গেল, যাকে প্রাণের মত ম্রেশ ক'রতাম, তারা আমার শত্রু হ'ল! না ধরণি, আর যে তোমায় দেখতে ইচ্ছা হয় না মা! (মুখ আবৃত করণ)।

ভীম। (বাহু অবলোকন করিতে করিতে) বাহু—যে জন, অযুতহস্তী-বল ধারণ ক'রেছিলে, সেইজন্য কিছুদিন সংবত থাক, ত্রয়োদশবর্ষ পরে তোমার আবার সেই বল পরীক্ষিত হবে।

অর্জুন। (বালুকা ছড়াইতে ছড়াইতে) গাণ্ডীব, অধৈর্য্য হও কেন? ত্রয়োদশ বর্ষ পরে আমি তোমাকে অবলম্বন ক'রেই এই বালুকা-বর্ষণের দ্বায় অরতি-ক্ষেত্রে শরবর্ষণ ক'রব।

সহদেব। প্রচ্ছন্নভাবে চলুন অর্ঘ্য, ত্রয়োদশবর্ষ পর্য্যন্ত আমাদের ঘেন কেউ চিন্তে না পারে। আবার চতুর্দশবর্ষে দ্বাদশা-দিতোর দ্বায় পঞ্চভ্রাতায় প্রকাশিত হব'।

নকুল। আমার স্ত্রীমনোমোহিনী মূর্ত্তি—ত্রয়োদশবর্ষ এই ছাই-ভস্মে—প্রচ্ছন্ন রাখব। অঙ্গ, ভাস্মাচ্ছাদিত থাক—চতুর্দশবর্ষে তোমায় আমার বঁাধ দেখাব।

দ্রৌপদী। রে হান্তনা, অভাগিনী দ্রৌপদী ত্রয়োদশ বৎসরের

জন্ম চলল। যারা আমার এই তুর্দশা ক'রলে, চতুর্দশবর্ষে এসে যেন তাদের রক্তশূন্য পত্নীগণকে পতিপুত্রহীনা ক'রে পারি।

[ দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্থান।

বিহুর। অন্ধরাজ! দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের পুনঃ প্রতিজ্ঞা শুনলেন ?

প্রতরাষ্ট্র। বিহুর! আমি বড় আশ্চর্য্য হ'চ্ছি, তুমি কেবলই আমার সমক্ষে পঞ্চপাণ্ডবের ভয় প্রদর্শন কর। সর্বদাই তুমি পাণ্ডবের পক্ষে কথা কও। যাই হ'ক, তুমি আমার নিকট থাক বা নাই থাক, তাতে আমার ক্ষতি নাই, কিন্তু বৃদ্ধাশ্রম কুলটী স্বীকে উত্তমরূপে সাধনা ক'রলেও তবু সে স্বামীকে ত্যাগ ক'রে থাকে। সঞ্জয়, সঞ্জয়, আমায় অস্তঃপুরে নিয়ে চল।

[ ক্রোধে সঞ্জয় সহ প্রস্থান।

বিহুর। ভাল, তাই হবে। ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবগণও যে পথে, আমিও সেই পথে যাব, ভিক্ষুকের ত রাজ্যধর্ম্মের চিন্তা নাই! কিন্তু অন্ধরাজ, আর তোমার পুত্রগণের রক্ষা নাই! ত্রয়োদশবর্ষ গত হ'লে তোমায় চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাতে হবে।

[ প্রস্থান।

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য। ধ্বংসের সকল চিহ্নই প্রকাশিত হ'য়েছে! গেল, গেল, কুরুকুল ধ্বংস হ'ল!

[ প্রস্থান।

শকুনি। চল বাপেরা, এখন একটু আমোদপ্রমোদ করা যাক চল।

হঃশাপন। মামা, স্বর্গে থেকে উর্কশীকে আনা যাবে। চল—

চল, কেমন দাদা, গায়ের কস্কসানিটা মিটল ?

দুর্ঘোষন। চল ভাই, আগভ'রে একটু নিদ্রা দিগে।

[ সকলের প্রস্থান।





## পঞ্চম অঙ্ক ।

### প্রথম গভাক্ষ ।

দ্রোণের গৃহ ।

দ্রোণ । দিন পূর্ণ হ'য়ে আসছে, আর কেন দ্রোণ ! দ্রোণ ! প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও । এস বৎস অশ্বখামা, কেমন দেখলে ত, কৃষ্ণপদাশ্রিত পঞ্চপাণ্ডবগণ কিরূপ ভাবে দ্বাদশ বৎসর বনবাস আর একবৎসর অজ্ঞাতবাসরূপ মহাপন-পারাবার হ'তে উত্তীর্ণ হ'ল ? এখন বুঝ বৎস ! ধর্ম্মের ধীর গতি কত স্থল !

### অশ্বখামার প্রবেশ ।

অশ্বখামা । আশ্চর্য্য তাত ! কুরুপতি দুর্য্যোধন পাণ্ডব-সংহাবের জন্তু কত না কোশল-জাল অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু কিছু-তেই ধর্ম্মবলে বলীয়ান পাণ্ডুপুত্রগণের ধ্বংস আর হ'ল না !

দ্রোণ । তাকি কখন হ'তে পারে অশ্বখামা ! প্রথম বিষয়ানেন কথ্য ছেড়ে দাও । এই ত্রয়োদশবর্ষেই কুচক্রী দুর্য্যোধনের কুট-



চক্র-কলের প্রতিদানস্বরূপ আমার প্রিয় অর্জুন কিরাতরূপী মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে পাশ্চপত অস্ত্র লাভ ক'রলে ! দেবরাজ ইন্দের সাহায্যে মানব হ'য়েও সশরীরে স্বর্গবাসেরও অধিকারী হ'ল ! নিবাত-কবচকে সংহার ক'রে—দেব-সমাজেও সম্পূজিত হ'য়েছে !

অশ্বথামা । আরও দেখুন, সেই ত্র্যযোধন বনবাসী দরিদ্র পাণ্ডব-গণকে ঐশ্বর্য্য-গর্ভ দেখাবার জন্ত বোধ্যাত্মার আয়োজন ক'রে কি পর্যাস্ত না অপমানিত হ'ল !

দ্রোণ । কিন্তু তাতে আমার প্রিয় বুদ্ধিটী কি অবান উদারতাই দেখালে ! চিত্রসেন গন্ধর্ব-হস্তে ত্র্যযোধনকে উদ্ধার না ক'রলে ত্র্যযোধনের আর পারিত্রাণের কোন উপায় ছিল না ।

অশ্বথামা । তারপর আবার দেখুন, স্বভাবকোথা মহর্ষি দুর্ক্সাসাকে সশিষ্য কাম্যবনে পাঠিয়ে কি লবু চিত্তেরই পরিচয় না দান ক'রেছিল ?

দ্রোণ । কিন্তু ধর্ম্মরক্ষিত পাণ্ডব সেই দুর্ক্সাসারই তৃপ্তি সাধন ক'রে —কি না অক্ষয় কীর্তি উপার্জন ক'রলে ?

অশ্বথামা । তারপর আরও দেখুন, পাপমতি জয়দ্রথ—সাক্ষাসতী দ্রৌপদীকে হরণ ক'রতে গিয়ে কি না লাঞ্চিত হ'য়ে এল ?

দ্রোণ । পাণ্ডবকাহনী অলৌকিক ঘটনায় সম্বন্ধ বৎস ! বক্ররূপী ধর্ম্মের নিকট প্রাণাধিক বুদ্ধিটির যে হস্তর প্রারাবারে পার হ'য়েছে, তা শুনলে ত্রিজগতের জীবকে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকতে হয় ।

অগ্ৰথানা । আর বিরাটের উত্তর গোষ্ঠে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন  
যে রূপ ভাবে সমুদয় কুরুসেনাপতি ও কুন্তৈক্যগণকে নির্যাতিত  
ক'রলেন, তখন তাকে দেবতা ভেবে পূজা না ক'রলে হৃদয়ের  
প্রকৃত তৃপ্তি সাধন হয় না তাত! আশা ত তদবধি সর্বদাই  
অর্জুনের দেব-মূর্তি দেখতে পাই, তাকে আর মানব বলে  
আমার কিছুমাত্র ধারণা হয় না ।

## গীত ।

মানব বলিয়ে সম্ভব না হয় ।  
তাহে বিভূর বিদূত সমুদয় ।  
মানবের গুণ মানবেই ধরে,  
দেবতার গুণ ধরিলে কি ক'রে,  
যার যাহা গুণ তাহেই বিহরে,  
একের গুণ অপবে কি রয় ?  
দেখিও চিটারি বিচার-বুদ্ধিতে,  
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনে প্রভেদ করিতে,  
নহে ভেদান্তের বুঝি শেষেতে,  
দুই যেন এক হ'য়েছে উভয়ে ।

দ্রোণ । প্রাণাপিক ! তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন বাস্তবিকই মানব  
নয়, সাক্ষাৎ নরনারায়ণের অংশ, ভক্তাবতার । যাক্,  
অগ্ৰথানা, তুমি এসেছ ভালই হ'য়েছে, তা না হ'লে আনাকে  
এইক্ষণে তোমাকে আশ্রয় ক'রতে হ'ত । বৎস, এবার

অবশ্যস্তাবী ভারত-সমর অগ্রবর্তী, আমারও মহাযাত্রার দিন উপস্থিত ।

অশ্বখামা । পিতঃ ! কি ব'লছেন ?

দ্রোণ । প্রাণাদিক অশ্বখামা, আজ ব'লবার প্রকৃত দিন পেয়েছি, তাই ব'লছি । পাপমতি দুর্গোদন বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবগণকে দ্রুতগ্রপরিমিত ভূমি প্রদান ক'রবে না ব'লে ভারত-সমররূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্ত তার পক্ষস্থ রাধগণের নিকট আমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ ক'রেছে । আর বামুদেব শ্রীকৃষ্ণকে তার রথের সারথী ক'রবার জন্ত দ্বারকায় দূত প্রেরণ ক'রেছিল, তাতে চক্রী গোবিন্দ ব'লে পাঠিয়েছেন যে, পাণ্ডব এবং কুরু আমার উভয়েই সমান, এ পক্ষে আমার পক্ষপাতীত্ব কখন সম্ভবে না । সুতরাং এ যুদ্ধে আমি এবং যত্নকূল প্রকৃত নিরপেক্ষ ভাবেই অবস্থান ক'রবো । তবে যে, আমার অগ্রে সারথী-কার্য্যে এসে বরণ ক'রবে, তারই সারথ্যে আমার ত্রতী হ'তে হবে । তাই দ্রুত দ্রুত দুর্গোদন এই সংবাদে আনন্দিত হ'য়ে সত্বর নারায়ণকে সারথ্য-কার্য্যে বরণ ক'রবার জন্ত দ্বারকাধানে যাত্রা ক'রেছে । তাই ব'লছি, অশ্বখামা, আজ আমার ব'লবার দিন উপস্থিত হ'য়েছে, তাই আমি ব'লছি, জান কি বৎস, কি জন্য আমি ব্রাহ্মণ-বৃত্তি জলাঞ্জলি দিয়ে রজোভাব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়-বৃত্তি গ্রহণ ক'রেছিলাম ?

অশ্বখামা । আপনি একদিন কথা প্রসঙ্গে ব'লেছিলেন, দাস্তিক মিথ্যাবাদী অধার্মিক পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দর্প চূর্ণ ক'রবার জন্ত ।

দ্রোণ । আর ব্রাহ্মণ-মহিমা বর্দ্ধনের জন্ত । আদর্শ ব্রাহ্মণ সমুদায়  
 কার্যের নেতা, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে সমাজশাসন হয় না, ধর্মের  
 গতি অপ্রতিহত থাকে না, ভগবানের সহুদ্দেশ্য পূর্ণ হয়  
 না, সেই জন্তই কর্তব্য কর্মে বাধ্য হ'য়ে যে হস্তে  
 ভগবানের সেবার কার্য সমাহিত ক'রতাম, সেই হস্তে ধনুঃ-  
 শর ধারণ ক'রেছিলাম এবং ব্রাহ্মণ যে শক্তি ধারণ ক'রতে  
 সক্ষম, সেই ভীষণ চিত্র সমাজকে প্রদর্শন ক'রে ব্রাহ্মণ-  
 গৌরব বর্দ্ধন ক'রেছিলাম । আবার এখন সেই ব্রাহ্মণ-গৌরব  
 বর্দ্ধনের দিন উপস্থিত হ'য়েছে । জান কি বৎস ! ধনগর্বে  
 গর্বিত অহঙ্কারী দ্রুপদরাজ মৎকর্তৃক হৃতদর্শ হ'য়ে আমাকে  
 সংহার ক'রবার জন্ত ব্রাহ্মণমন্ত্ৰঃপুত যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যায়ের সৃষ্টি  
 ক'রেছিল ! এখনও সেই ধৃষ্টদ্যায় দ্রুপদ-পুত্ররূপে পাঞ্চালে  
 বিরাজ ক'রছে ! সুতরাং যে ব্রাহ্মণমুখনিঃসৃত মন্ত্রোচ্চারণে  
 ধৃষ্টদ্যায়ের উৎপত্তি, সেই ধৃষ্টদ্যায়কর্তৃক আমি সংহত না হ'লে  
 ব্রাহ্মণ-মন্ত্ৰঃপুত যজ্ঞফল নিফল হয়, ব্রাহ্মণ-গৌরবের অজ্ঞানি  
 হয়, সেই জন্তই প্রাণাধিক অশ্বখামা, সেই জন্তই এবার আমার  
 ধৃষ্টদ্যায় কর্তৃক সংহত হ'তে হবে । এত দিন সে দিন উপস্থিত  
 হয় নাই, এত দিনের পর বাহুদেবের ইচ্ছায় ছর্নিবার ভারত-  
 সমরের উদ্ভোগ হ'চ্ছে । অহঙ্কারী দাস্তিক কৃত্রিমরাজগণের  
 ধ্বংসের বিরাট আয়োজন হ'চ্ছে ! এই অবসরে দ্রোণও  
 ভগবানের উদ্দেশ্য পূর্ণ ক'রে ব্রাহ্মণের কার্য দেখিয়ে যেতে  
 প্রস্তুত হ'য়েছে । বড় আনন্দ অশ্বখামা ! হৃদয়ে তাই আজ

বড় আনন্দ ! প্রাণাধিক পুত্র, তুমিও আমার এ আনন্দে আচ্ছ  
যোগ দান কর । তার পর আমার অবর্তমানে অমর পুত্র  
তুমি, অনন্তকাল ব্রাহ্মণ-কার্যে জীবনাতিপাত ক'রবে ।

অশ্বখামা । পিতা, পিতা, কি শুন ! হতভাগ্য নরধমকে কি  
এই ভীষণ কাহিনী শুনাবার জন্মই এত আগ্রহ প্রকাশ  
ক'রছিলেন ?

দ্রোণ । অশ্বখামা, অধীর হোয়ো না, তুমি ব্রাহ্মণ-পুত্র—ব্রাহ্মণ ।  
ব্রাহ্মণসদয়ে কখন অধীরতার আসন দেওয়া উচিত নয় । যাও  
বৎস । কুরু-অগ্রে উপস্থিত আমাদের জীবন, সেই কুরুকুলের  
মঙ্গলবিধানার্থে সর্বদা নিয়োজিত থাকগে । কর্তব্য-পাশে  
আবদ্ধ ব্রাহ্মণ ! তোমার সম্মুখে এখন অনন্ত কর্তব্যরাশি  
উচ্ছ্রাব্য অবস্থায় পতিত ! যাও তাকে শীঘ্র শৃঙ্খলা-বন্ধনে  
আবদ্ধ ক'রে ব্রাহ্মণ-মহত্ব প্রকাশ করগে যাও । যাও অশ্বখামা,  
আমাকে ক্ষণেক চিন্তা ক'রবার অবসর দাও ।

অশ্বখামা । অহো, পিতা কি কঠোর সংবাদ ! রক্ত-মাংস-অস্থি  
মজ্জাময় শরীরে—এই শোচনীয় যন্ত্রণা কিরূপে সহ ক'রব  
পিতা !

[ প্রস্থান ।

দ্রোণ । আজ বড় আনন্দ ! শান্তি ! এ কৰ্ম্মময় জীবনে বহুজ্ঞানাময়  
কৰ্ম্মে সর্বদা বাস্তব থেকে—তোমার সান্নিধ্য লাভ ক'রতে  
পারিনি, এত দিনের পর সেই সুযোগ-মুহূর্ত্ত উপস্থিত  
হ'য়েছে ।

## ভীষ্মের প্রবেশ ।

ভীষ্ম । আচার্য্য ! ( প্রণামপূর্ব্বক ) আশীর্বাদ করুন । প্রস্তুত হ'য়েছেন ত ?

দ্রোণ । কে দূরদর্শী-শাস্ত্র-নন্দন ! কিসের প্রস্তুত ?

ভীষ্ম । ব্রাহ্মণ ! আমি অনুগত দাস ! আজ ভ্রান্তি-মোচনের জন্য শ্রীপদে শরণাগত হ'য়েছি, সুতরাং এ অবস্থায় যদি প্রভুর ছলনার আবণ্ডক হয়, তাহ'লে বুঝলাম—হুড়াগোর এখনও সেদিন উপস্থিত হয় নাই ।

দ্রোণ । জিতেন্দ্রিয় সত্যপ্রতিজ্ঞ গোবিন্দানুরক্ত সহযোগী মহা-যোগি ! অহো, আমারই ভ্রম হ'য়েছে । তোমাতে আমাতে যে এক পথের পথিক—সহযাত্রী, তাই কি প্রস্তুতের কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছ ভীষ্ম ! কেন দূরদর্শী মহানুভব ! তুমি কি এখনও প্রস্তুত নও ? তবে কি এখনও বিলম্ব আছে ? হা ভীষ্মদেব ! তবে এ ভ্রম তোমার না আমার ! এখনও বিলম্ব আছে ?

ভীষ্ম । বিলম্ব কি আচার্য্য ! দুরাত্মা কুলান্ধার চর্য্যোধন যে দ্বারকানাথকে সারথী নিয়োগ ক'রবার জন্ত গমন ক'রেছে । এ দিকে কুরুক্ষেত্রে আমন্ত্রিত রাজগণ সকলেই যুদ্ধার্থে সমবেত হ'য়েছেন । তবে এখনও বিলম্ব ? যখন মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ উর্দ্ধে উথিত, তখন তার পতনের কাল কতক্ষণ ! আর মুহূর্ত্ত সময় নাই, তবে ব্রাহ্মণ, তুমি অগ্রগামী পথিক

কি না, ভূত অমৃতের মাত্র, তাই আপনার উত্তোগ  
আয়োজন দেখতে এসেছিলাম । বলি, প্রস্তুত হ'য়েছেন ত ?  
দ্রোণ । বহু পূর্বে হ'তেই প্রস্তুত হ'য়ে আছি মহামুভব ! কেবল  
কাল প্রতীক্ষায় র'য়েছি ।

ভীষ্ম । তাহ'লে আমুন, দাসকে প্রস্তুত হবার কতকগুলি  
উপদেশ প্রদান ক'রবেন । আচার্য্য ! এবার দেহভারবহন  
করা ষথার্থই ভারস্বরূপ হ'চ্ছে । গোবিন্দ ! আপনার দিনেই,  
আমিও আমার মহাযাত্রার দিন স্থির ক'রে রাখলাম । তোমার  
জয় হোক ।

[ দ্রোণ সহ প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

দ্বারকা ।

শয়ন-কক্ষ ।

কৃষ্ণভামিনীগণ, সত্যভামা, ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

গীত

কৃষ্ণভামিনীগণ । বাঁচিলে জ্বালায় এ যে ঘর করা বোন্ বিষম দার ।

চোখের আড় হ'লেই ষ'ধু অমনি গো পালায় ।।

যত খাণ্ডরাই দুধ কলা, ছাড়ে না আপন ছলা,

পেয়ে অঘলা কুলবালা, কেবলি কাঁদায়,

ষণী ব'লে কথা কুইয়ে মাথা ধ'রতে আসে পায় ।।

সত্যভামা । নাও, এখন এদের কি বলবে বল ?

শ্রীকৃষ্ণ । যা বলবার তুমি বল ।

সত্যভামা । আমি বলতে গেলে কেন, আমি ত আর ময়ূড়  
মাথায় দিয়ে বিয়ে ক'রতে যাইনি ।

শ্রীকৃষ্ণ । বলি বিয়ে ক'রলেই চোর দায়ে ধরা পড়ে নাকি ?

সত্যভামা । পড়ে না ? অমনি ত আর কেউ গারে প'ড়ে ঝগড়া  
ক'রতে আসে না !

শ্রীকৃষ্ণ । তুমি জেনে শুনে ঝগড়া ক'রতে এলে কেন  
সত্যভামা !

সত্যভামা । আসবে না, দিনরাত্রির হ'ল তোমার কাজ ! বলি,  
আমরাই কি সব চোর দায়ে ধরা প'ড়েছি নাকি ? বলি  
কালাচাঁদের সহবাস কি ফুলশয্যার দিনই শেষ হ'য়ে গিয়েছে ?  
আর কি এক দিনও অভাগিনীদের আশা ভরসা ক'রতে  
নেই ?

শ্রীকৃষ্ণ । জান ত সত্যভামা, হস্তিনা হ'তে উলুক কি জন্তু  
এসেছিল ? এখনই হয় ত ছুঁয়োধন আর অর্জুন আসবে ।  
যে জন্য শয্যার পাশে স্বর্গ-সিংহাসন আনিয়ে রেখেছি, সে সব  
কথা কি ভুলে গেলে ?

সত্যভামা । ভুলবে কেন, ভোগা অভ্যাস আমাদের নেই, ভোলা  
স্বভাব পুরুষের । চলো চল, আমরা এখন যাই । আমা-  
দের যেমন অদৃষ্ট বোন্ ! এক দণ্ড যে স্বামীর সঙ্গে কথা  
বার্তা কইব, তাতেও ভাগ্যদেবতা বাম !



কৃষ্ণভামিনীগণ । ঐ রকম দিদি, ঐ রকম ! চল, চল, এখন  
যাই চল ।

[ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । আর কেন এখন কৃত্রিম নিদ্রা যাই । দেখি অহঙ্কারী  
দুর্যোধন, তুমি কোন অহঙ্কারে আমাকে আজ রথের সারথী  
ক'রবার জন্ত দ্বারকাধামে আগমন ক'রছ ? ( শয়ন )

ভৃঙ্গার ও অর্ঘ্য হস্তে পুনঃ সত্যভামার প্রবেশ ।

।ত্যাভামা । বলি হাঁহে, ঘুমুলে নাকি ? তুমি যে আমাকে এখানে  
পাদা-অর্ঘ্য রাখতে বলে ছিলে, আমি তা ভুলে গেছলাম, তাই  
এনেছি, কোথায় রাখব বল দেখি !

শ্রীকৃষ্ণ । আবার এসেছ সত্যভামা । ঐ স্বর্ণসিংহাসনের সম্মুখে  
রাখ । দেখ, শীঘ্র যাও, দুর্যোধনের আসবার সময়  
হ'য়েছে ।

।ত্যাভামা । তা আসুক না, আমি একটু তোমার বিছনার  
বসি ? পাখা দিয়ে বাতাস ক'রব ?

শ্রীকৃষ্ণ । রক্ষা কর সত্যভামা, তুমি এখন যাও ।

।ত্যাভামা । যেতে যে পা উঠে না, কেমন ক'রে ছল করে  
ঘুমোও, তাই দেখতে সাধ হ'য়েছে । আমি একটু বসি ।  
হোক না, সে এসে মনে ক'রবে, ঠাকুর ঘুমিয়েছেন,  
সত্যভামা ঠাকরণ বাতাস ক'রছে ।

শ্রীকৃষ্ণ । না সত্যভামা, তুমি কিছুতেই থাকতে পাবে না, হেসে ফেলবে । শেষে সব গোল হ'য়ে যাবে । তুমি যাও ।

সত্যভামা । তাই, তাই, যাই, যাই, একটু ব'সতেও দিলে না মা !  
এত অপমান ! তা আর নেই বা আসব ? এলেই কেবল  
যাও আর যাও, তাই যাচ্ছি, ছলের ঠাকুর, ছল কর ।

[ ক্রোধ সহকারে প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । সত্যভামার ঐ ক্রোধকষায়িত ক্রকুটীটি অতি মধুর ।  
ঐ না দুৰ্য্যোধন আসছে ? তবে আর কেন নিদ্রা বাই ।

### দুৰ্য্যোধনের প্রবেশ ।

দুৰ্য্যোধন । ( স্বগত ) প্রতি কক্ষ করি অন্বেষণ,  
দরশন তবু না পাই কৃষ্ণের ! একি ফের !  
এ কক্ষে কি আছেন কেশব ?  
এই যে নিদ্রিত চক্রপানি ।  
তবে এখন কি আসে না ফাস্তানি,  
অনুমানি বুঝি এবে ভাগ্যদেবী অনুকূল মম ।  
অগ্রে শ্রীকৃষ্ণে বরিব,  
রথে সারথী করিব এ নিশ্চয় ।  
\* আরো হয় অনুমান, জানে কৃষ্ণ মানী-মান,  
তাই মম সম্মম-কারণ,  
রেখেছে শিয়রে দিব্যসিংহাসন,

পাশ্বে' তার পাণ্ড-অর্ঘ্য নানা উপচার !

করিবে না এ সম্মম ? আমি তুর্ঘ্যোধন ভারত-সম্রাট !

বসি সিংহাসনে, মাধবের নিদ্রাভঙ্গকাল অপেক্ষি এখানে !

### অর্জুনের প্রবেশ ।

অর্জুন । ( স্বগত ) জগন্নাথ নিদ্রিত শয়ানে,

স্বর্ণসিংহাসনে পাপমতি তুর্ঘ্যোধন—

শিরোদেশে তাঁর ।

অহো, এত অহঙ্কার !

দর্পহারী সখা হে আমার,

এত অহঙ্কার কেমনে নয়নে হের ?

বাক্, ইচ্ছাময় ! তব ইচ্ছা হইবে পূরণ !

আমি নারায়ণ-পদ-দাস,

বসি তাঁর শাস্তিপাদ-মূলে !

নিদ্রা কাল করি পদসেবা ।

( শ্রীকৃষ্ণের পদতলে উপবেশন ও সেবা করণ । )

### গীত ।

আজ প্রাণতরে পদ সেবিব মাধব তোমার ।

ঘুমাও ঘুমাও হে বাদব, ক্রান্তিনাশক শাস্তি-আধার ।

যে পদে মা সুরধ্বনি, পতিতজনউদ্ধারিনী,

সেই পদ সেবিব আমি, ঘুচাব মন বিকার ।।

কি ভাগ্য আমার হরি, যে পদ চান ত্রিপুরারি,

প্রজাপতি যার তিথারী, সে পদে আজ মম অধিকার ।।

শ্রীকৃষ্ণ । কে, কে তুমি ? সখা ? এলে সখা কতক্ষণ ?

সর্বাঙ্গীন কুশল ত সব ?

কি উদ্দেশ্যে ভাই, তব আগমন ?

অৰ্জুন । নারায়ণ, জান ত আপনি

অন্তর্যামি, কুরুপাণ্ডবের অনিবার্য বুদ্ধিবিসরণ ।

তাই এ অধম —আর্য্য ধর্ম্মরাজ অনুমতিমতে—

চরণে শরণ নিতে এসেছে কেশব !

বলিতে না পারি, মুকুন্দ সুরারি,

রণের সারথী হরি না হ'লে আপনি

চিন্তামণি, এ কুরু-সমরে কিসে হব' পার ?

তোমা বিনে আর দীন পাণ্ডবের কে আছে সহায় ?

দয়াময়, তাই বরিতে তোমার—

আসিয়াছি বিরাট-আলয় হ'তে ।

শ্রীকৃষ্ণ । তথাস্ত ফাল্গুনি, বরণ লইলু তোমা ।

মহামানী ভূর্যোধান অতি প্রিয় মম,

ছিল সাথ তার মনে মোরে করিতে সারথি ।

ব'লেছিলা রথি ! কুরু-পাণ্ডবের মাঝে—

যেবা অগ্রে করিবে বরণ,

তাহারি সারথি আমি হইব নিশ্চয় ।

তুমি অগ্রে করিলে বরণ,

তাই নরনারায়ণ হ'ল তোমারি সারথি ।

একি—আর্য্য ! আপনি বা কতক্ষণ ?

দুর্যোধন । নারায়ণ, অর্জুনের বহু পূর্বে আসিয়াছি আমি,

সারথি করিব বলি তোমায় শ্রীনাথ !

শ্রীকৃষ্ণ । তাহা নাহি জানি নিদ্রার কারণ,

এখন কি হবে—কি উপায় তবে ?

দুর্যোধন । পশ্চাতে অর্জুন আসিল হেথায়

বহুরায় ! যাহা হয়, বিচার করহ তুমি !

শ্রীকৃষ্ণ । মহামানী, দাদা দুর্যোধন,

তব সহ তুলনা কাহার ?

কিন্তু হ'ল উভকুল সমান আমার,

তাহে পক্ষাপক্ষ বদি করি নির্দ্বারণ,

ত্রিভুবন কুশল গাহিবে ।

জ্ঞান ত আপনি, দাদা হলপানি,

বার বার তীর্থ হ'তে করিছেন মানা,

সমর না হয় যেন কুরু-পাণ্ডবের ।

কিন্তু আমি কি করিব, নিয়তির গতি—

কেবা রোধে দাদা ! অনিবার্য ঘটিল সমর ।

তাই যত্নকুল-বীরগণ, এই রণে আর্ষের কারণ,

কোন পক্ষে কেহ না করিবে পক্ষ সমর্থন !

কহ দাদা দুর্যোধন,

আমি তার কিসে ব্যতিক্রম করি ?

তবে এক মাত্র আছে উপায়,

নরনার ! হয় মম সপ্তকোটি নারায়ণী সেনা,

বিক্রমে অপার তারা—এক একজন—

কৃষ্ণসম বল ধরে—বিপক্ষে শমন,

পারি দাদা, তোমার কারণ—

অর্পণ করিতে তাহাদের ।

দুর্যোধন । ( স্বগত ) দেন যদি নারায়ণ নারায়ণী সেনা,

তবে এক কৃষ্ণে ল'য়ে কিবা কাজ মম ?

সপ্তকোটি সেনা যুদ্ধিবে পাণ্ডবসাথে ।

সেই ভাল, করি কৃষ্ণে তাহাই প্রার্থনা ।

( প্রকাশ্যে ) দাও কৃষ্ণ, নারায়ণী সেনা,

এ সময়ে এই করহ সাহায্য মম ।

শ্রীকৃষ্ণ ! তথাস্ত রাজন !

অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে তাহারা ভেটিবে ।

দুর্যোধন । আসি তবে যত্নপতি,

বড় প্রীতি দিলে আজ,

কুরুরাজ রাখিল অরণ মনে ।

[ প্রস্থান ।

অর্জুন । হায় হায়, কি খেলা খেলিলে পুনঃ বগ চিন্তামণি !

দুর্যোধনে দিলে সপ্তকোটি সেনা নারায়ণী,

তবে কেমনে পাণ্ডবে সখা, দিলে হে আশ্রয় ?

দয়াময় ! দয়াময় নাম রাখিবে কেমনে ?

শ্রীকৃষ্ণ । ভাবিত না হও সখে,

আছে পূর্বে অপূর্ব কাহিনী,

এই সেনা নারায়ণী, মম বরে—

ভারত-সমরে তব করে হটবে সংহার ।

না বুঝে কি আর সখা, তুর্ঘ্যোধনে দানি আমি —

নারায়ণী সেনা ?

অৰ্জুন । বায়ার পুত্রলি তুমি দেবনারায়ণ,

কি বুঝি অধম আমি মহিমা কেশব,

তোমার সাধ্যায়ো সৃষ্টি স্বজে প্রজাপতি,

শমনে এড়ায় জীব নামেতে তোমার ।

সেই তুমি হে নিয়ন্তা, দানিছ অভয় যবে,

আর পার্থ তবে কারে ভয় করে হরি !

বুঝিলাম নারায়ণ, যুদ্ধে হবে ত্বর,

মারিব কোরব-অরি, নাহি আর ভয় ।

চল সখা, আৰ্য্য ধর্ম্মরাজ-আজ্ঞা-অনুসারে

বিরাটের দ্বারে,

ভেটিবেন তব সাথে আৰ্য্য—মুকুন্দমাধব ।

শ্রীকৃষ্ণ । চল সখা, ধর্ম্মরাজ—আজ্ঞা যবে,

আজি তবে চলিব বিরাটপুরে ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বিরাট-গৃহ ।

### ভাম ও দ্রৌপদীর প্রবেশ ।

ভাম । শোন যাজ্ঞসেনি ! আনিবারে চিন্তামণি,  
দারকায় ধনঞ্জয় করেছে গমন ।  
আসিলে সে নারায়ণ পাণ্ডব-আশ্রয়,  
হস্তিনায় তাঁরে পুনঃ দূত ক'রে—  
প্রেরিবেন আৰ্য্য যুধিষ্ঠির,  
দুর্য্যোধনে ক্ষান্ত দিতে এই ভীম রণে ।  
পঞ্চজনে পঞ্চখানি গ্রাম  
রাখিয়ে সম্মান, দেয় যদি দুর্য্যোধন বিনা বিসম্বাদে,  
তা হ'লেই ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্টহৃদয়ে  
তাই ল'য়ে তাঁহার বাসনা বত করিবেন ক্ষয় ।

দ্রৌপদী । ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মরাজ, লোকনাশে, রক্তপাতে—  
না চায় তাঁহার প্রাণ, মতিমান্, তাই এত হীনভাবে,  
শত্রুর সমীপে পাঠাইতে চান তিনি প্রভু জনার্দনে ।

ভাম । "কিন্তু সতি ! কর্তব্য আমার ?  
একদিকে আৰ্য্য ধর্ম্মরাজ, অত্র দিকে পণ-পারাবার,  
যোর সন্ধিস্থলে বৃকোদর আছে দাঁড়াইয়া ।



দ্রোপদী । স্মৃতিপথে আসে যবে নাথ,  
কুরু-সভামাঝে সেই অপমান,  
কেশ-আকর্ষণ, সর্বস্বহরণ-কথা  
পঞ্চ বাসবের পরম দুর্গতি—

ভীম । স্থির হও সতি ! স্থির হও সতি !  
মনে পড়ে পাপমতি সেই দুঃশাসন মুখ !  
মনে পড়ে সেই ত্র্যযোধান-ব্রুকুটী-সঞ্চার !  
আকার-ঈজিতে উরুদেশে বসাইতে,  
তোমা যবে চাহিল পাঞ্চালি,  
মনে পড়ে সেই কর্ণ-শকুনির শ্লেষ তিরস্কার বাণী !  
মনে পড়ে—সে অন্ধের পুত্র-প্রশ্ন-কাহিনী !  
যাজ্ঞসেনি ! যাজ্ঞসেনি !  
আর্য্য ধর্ম্মরাজ, আর পণ-পারাবার,  
ঘোর সন্ধিস্থলে বৃকোদর আজ আছে দাঁড়াইরা !

দ্রোপদী । ফাটে বুক মধ্যমপাণ্ডব !  
জান সব কব কিবা হৃদয়-বেদনা,  
অসহ বস্ত্রণা এখনও হৃদয়ের স্তরে স্তরে,  
তড়িত অক্ষরে আঁকা মহাবীর !  
তুমি প্রাণেশ্বর, না থাকিতে যদি,  
সেই ক্ষণে মরিত দ্রোপদী,  
শুধু বেঁচেছিহু নাথ, তব মুখ চেরে,  
তনি তব প্রতিজ্ঞা-কাহিনী ।

দেখি চিন্তামণি কি করেন আজ,  
কোন মতে ধর্মরাজে বুঝান্ কেশব,  
লজ্জাবারী দ্রোপদীর পূরান্ কামনা কিসে ?

ভীম । এক “ধর্ম ধর্ম” করি ধর্মরাজ  
ভ্রাতৃসনে পথের ভিখারী আজ,  
তা না হ’লে বাসহীন—আশ্রয়বিহীন,  
পঞ্চ সিংহ কেন পরদ্বারে দ্বারী ?  
কিবা বলিব মুরারি, কর্তব্যের দাস ভীম ধর্মরাজ-অনুচর !  
দেখি দামোদর সেই ধর্ম রাধেন কেমনে,  
ভীমরূপে এ ভীমের !

যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ ।

যুধিষ্ঠির । একবার যাও কৃষ্ণ, হস্তিনায়,  
অন্ধরাজে জানাবে বিনয়,  
পঞ্চপাণ্ডু-পুত্র তাঁরে—  
শেষ পঞ্চথানি গ্রাম মাগে !

শ্রীকৃষ্ণ । বৃথা আর্থা, গমন তথার,  
চোরা না শুনিবে ধর্মের কাহিনী,  
অহুমানি—হবে অপমান,  
শেষ প্রতিদান দিতে ক্রোধায়ি জলিবে,  
বিষ উথলিবে, ঘটবে প্রলয় !

বুধিভির । তবু কৃষ্ণ, তাহে ধর্মের সমীপে—

কর্তব্যের ঋণ হ'তে পাব পরিজ্ঞান ।

হে প্রীমান, নহিলে ত্রিলোকে

গাহবে তোমার নিন্দা,

কবে ধর্মরথিগণ, হেন অবটন—

নারায়ণ থাকিতে ঘটিল কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ । বার বার অনুরোধ যবে,

দেখি তবে একবার সুধাইয়া মধ্যমপাণ্ডবে ।

ভীম । সুধাইবি কারে কৃষ্ণ, সুধারে দাদারে,

“ধর্ম ধর্ম” ক’রে যার অস্তিত্বসার,

সারাৎসার, দেখ্ দেখ্ পাণ্ডবের দশা !

দেখ্ দেখ্ কৃষ্ণ, পাকালীর মুখ !

অহো—তবু ধর্ম, তবু ধর্ম তাঁর !

আর পণ-ধর্মের মোরা যাই রসাতলে ।

যাক্ কৃষ্ণ যা হয় তা কর,

দর্পহারী নাম তোর বিদিত ভুবনে ।

### গীত ।

কর দর্পহারি তোর যা মনে আছে তাই ।

আমি কি জানি কি বলব কৃষ্ণ বলনা ভেবে তাই ॥

দেখরে পাকালীর মুখ, দেখ রে কৃষ্ণ আমার বুক,

কত প্রাণে দিতেছিন্ সুখ তাকি জানিস্ নাই ॥

ধর্মরাজের ধর্মতরে, সেই রে দুঃখ অকাতরে,

সেই আরো তোরি তরে, তুই যা বালবি কানাই ।

যুধিষ্ঠির । ভাই বৃকোদর ! এই শেষ বার,  
বার বার বহু বার হ'য়ে গেছে ক্ষণ,  
কিন্তু ভাই, এই শেষ বার !

ভীম । হোক শেষ দাদা,—তব আজ্ঞা তাই হোক শেষ !  
যাজ্ঞসেনি—ফেলিও না আর অশ্রুজল,  
শত পদাঘাত—শত শক্তিশেল ধারণাছ বৃকে,  
বার বার ধর্মরাজ-আজ্ঞা—এই শেষ বার !  
হয় শেষ বারে হবে শেষ, নয় শেষ তোমার আমার !  
থাক পণ, থাক রম্যতল,  
তুষানলে—হবে শেষ লীলা তার ।

যুধিষ্ঠির । যাও শ্রীগোবিন্দদান অভাগার দোষাক্ষেপে দুনি,  
বিধিমনে বুঝাইবে ভাই দুর্ঘোষনে ।  
চাহিবে মাধব, প্রথমতঃ অর্দ্ধরাজ্য,  
শেষ নয় পঞ্চধানি গ্রাম দিক্ ভিক্ষাক্রমে,  
এতেও না শুনে যদি দুর্কৃত্তির বশে,  
অবশেষে অলিবে প্রলয়-বহি ভারত-সমরে ।  
আর হরি, দেখা কর, মার সাথে ।

শ্রীকৃষ্ণ । তাই হবে, আর্ঘ্য, তাই হবে, তাহারই কর অয়োজন ।  
সম্প্রীতে দিবে না রাজ্য কভু দুর্ঘোষন,  
তবে যাবো আমি, তব আজ্ঞা আর ধর্মের কারণ ।

দ্রোপদী । যাবে যাও হৃষিকেশ ! না করি বারণ,  
 কমললোচন, কি কব তোমারে—  
 জান তুমি পাঞ্চালীর হুঃখরাশি যত !  
 কেশে ধরি সভায় আনিল, বিবস্ত্রা করিল,  
 আবেগে কাঁদিল তরুণাথে বসি পাখীকুল,  
 তবু সে কুলপাংশুল—না দমিল একবার,  
 না ভাবিল কুলবধু আমি সে তাহার,  
 তার মুখ কেমনে হেরিবে জনার্দন !  
 লজ্জানিবারণ নাম যার হেতু ধরিলে মুরারি !  
 পাপ-অরি—তব বাক্য কভু না শুনিবে,  
 তার হিতে কেন বা যাইবে,  
 সবংশে মরিবে নরাধম ।  
 নারায়ণ, হেরেছি স্বপন,  
 রথে চড়ি করে রণ পাণ্ডুপুত্রগণ,  
 ধরি রাক্ষস-আকার—না রাখি বিকার,  
 করি বিদীর্ণ উদর—  
 হুঃশাসন রক্তপান করে বীর বৃকোদর ।  
 ধবল কুঞ্জর, পরে মাদ্রীর তনয়,  
 শর্ম্মরাক্ষ আর ধনঞ্জয়—  
 ধবল কুশুমমালা পরে পঞ্চজন,  
 শ্রান করি আসিছেন যেন কৌরবের সেনা-রক্ত-জলে ।  
 দেখিয়াছি হরি, কুরুক্ষেত্রে নাহি আর স্থল—

রক্ত মহানদ-মূর্ত্তি ক'রেছে ধারণ ।

পাণ্ডবের জয় জয় রবে—পূজিছে ভুবন ।

শ্রীকৃষ্ণ । নহে স্বপ্ন-বাণী, যাক্সসেনি—

সতী-বাপী হইবে সফল ।

বিফল গমন মম, মাত্র দাদা ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা করিতে পালন ।

সবংশে মজ্জিবে দুর্য়োধন,

অচিরায় তব দুঃখ সতি, হইবে মোচন ।

আসি সতি !

[ গ্রহান ।

বৃষস্কির । এস ভাই—রুদ্র-দ্রলান,

কাঙাল পাণ্ডবগণ তোর,

তুই মাত্র তাদের ভরসা ।

চল ভাই, কৃষ্ণাদেশে করি রণোজোগ !

ভীম । চল দাদা, একদিকে তুমি ধর্ম্ম,

অন্য দিকে পণ-পারাবার,

দেখি সন্ধিস্থলে আজ ঘটে কি ঘটনা ।

— [ সকলের গ্রহান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

পঞ্চ ।

শকুনির প্রবেশ ।

শকুনি । ভাই আপন মনে চিন্তা ক'রে দেখছি, কাল ত এই বার

ঘুনিয়ে আসছে । প্রতিহিংসা সাধন ক'রতে গিয়ে—নিজের

কালকে নিজে নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেছি। এই যে কুরু-পাণ্ডবের বিপুল রণ-আয়োজন হ'চ্ছে—এতে স্থির নিশ্চয়—একটাকি জ্ঞান? যেমন জন্ম হ'লেই মৃত্যু নিশ্চয়, তেমনি এ কুরু-পাণ্ডব-রণে শকুনির মৃত্যু অবধারিত। লোকে বলে মরণের অবধারিত কাল নাহ, কিন্তু আমি ত বলি যে কথাটা কোন মূল্যবানই নয়। কেন না তাহ'লে আমি বলছি কেন, এই বুকেই শকুনির মৃত্যু অবধারিত! তাই হোক— তাই হোক, তবু প্রতিজ্ঞাসামাধন হবে। কৃষ্ণ! যত্ননাথ! তুমি বড় চতুর! আজ পাঁচখানি গ্রাম নিয়ে সন্ধি ক'রতে আসছ? মনে ক'রছ, নরায়ণ শকুনির প্রতিজ্ঞাটা ভঙ্গ ক'রে দেবে? তা কি পার নারায়ণ! মানুষকে যে তুমি ছনিয়ার অস্ত্র জ্ঞানোয়ার করে পাঠিয়েছ! আর তুমিও একটা অস্ত্র! তোমারও মনে বাহিরে ছুটো ভাব, বাইরের ভাবে—শকুনির প্রতিজ্ঞাটা পণ্ড করা, আর মনের ভাবে—কুরুকুল ধ্বংস করা। তাই কর নারায়ণ, বাইরে শকুনির যা করা কর্তব্য, সে তাই ক'রবে। আর তোমার মনের ভাব ত পূর্ণ হবেই, তাহ'লেই শকুনিরও মনের আশা পূর্ণ হবে। বাহ্যিকরূপে, এই জন্তই ত তোমার বাহ্যিকরূপে নাম! দোষি নারায়ণ! শকুনির বাহ্য পূর্ণ হয় কি না? এখন—সন্ধি যাতে না হয়! ভাগ্যে আমার তেমন ছেলেই নয়, তবে বলা যায় কি? লীলাধর আবার এক নূতন খেলাও ত খেলতে পারেন, তা ক'রতে দেওয়া হবে না। তিনি যাতে ক্রুদ্ধ

তন, তারই উত্তোগ আয়োজন ক'রতে হবে। ছর্যোধনকে পরামর্শ দি, কৃষ্ণকে বেঁধে রাখ, যাতে সে পাণ্ডবের রথের সারথি না হ'তে পারে। আর ঐশ্বর্যা দেখিয়ে মাধুর্ঘ্যটাকে দূরে রাখতে হবে, বেশ—উত্তন—শকুনির যুক্তি বার্থ হবে ? নারায়ণ তা ত কখন করেন নি। দেখি এইবার কি হয় ? ফিকিরবাজের সঙ্গে ফিকির না ক'রলে নিজ স্বার্থ পূর্ণ হবে কিরূপে ? ঐ না ছঃশাসন আসছে ? হেলে আসছে দেখ না ! বাপু ত ভাবছেন না, বেগুন গাছ এবার তেলপানা হ'য়ে আসবে ।

### ছঃশাসনের প্রবেশ ।

ছঃশাসন । মামা, মামা, আর শুনেছ, পাণ্ডবেরা আমাদের ভয়ে কৃষ্ণের মুখে একটা কুটো দিয়ে পাঁচ খানা গ্রাম ভিক্ষা ক'রতে পাঠিয়েছে !

শকুনি । ( স্বগতঃ ) ফড়িংয়ের কথা শুনেছ ? ( প্রকাশ্যে ) সভা না কি ভাগ্নে !

ছঃশাসন । সভা বলে মামা, দাদা তাই সভা সাজাতে ব'লেন ।

শকুনি । সভা সাজান কেন, সে গয়নার ছেলেটাকে বুঝি ঐশ্বর্যা দেখিয়ে ভুলাবার মংলব ! বা, বা, কি মংলবই বার ক'রেছ বাপধন ! আমিও তাই ভাবছিলাম !

ছঃশাসন । সভা না কি মামা, তাহ'লে তোমার মংলবে মিলেছে বল ? হাঃ, হাঃ, মামা, ওটা আমারই মংলব ।



শকুনি । বল কি রে বাপধন ! তা আমার ভাগনে কিনা ?

কিন্তু বাপ, আর একটা কাজ আছে, সেটা ক'রতে পারলেই,  
ঠিক তোমার মামার পাশাখেলা রে বাবা, ঠিক, পাশাখেলা !  
অনেক কষ্টে মংলবটা ঠাওরেছি ।

দুঃশাসন । কি বল দেখি মামা ! মামা, তুমি আর জন্মে আমা-  
দের কে ছিলে বল দেখি বাবা ! একরক্ত—একরক্ত না হ'য়ে  
আর যারনি ! তা মামা, মংলবটা কি বল ত ?

শকুনি । আমি ত ব'ল'ব, আবার শেষে হয় ত অন্ধরাজ, ভীষ্ম,  
দ্রোণ বলবে, না ।

দুঃশাসন । মামা, সে কথা আর মনেও ক'রো না । বুড়োদের  
রস এবার শুকিয়ে গেছে । তুমি কি বল না ?

শকুনি । ওহে বাপু, বোঝ না, পঞ্চপাণ্ডবদের নাচনি কিসের ?  
এক শ্রীকৃষ্ণের !

দুঃশাসন । তা ত ঠিক মামা ! তার তুমি কি মনে ক'রেছ বল  
দেখি ?

শকুনি । সেই কৃষ্ণকে বাঁধতে হবে, তাকে পাণ্ডবদের রথের  
সারথি হ'তে দেওয়া হবে না ।

দুঃশাসন । উঃ, মামা, ভারি যুক্তিটা ক'রেছ ! উঃ, কি—মাথা  
মামা তোমার । আজ কৃষ্ণ আসবে, আর সকলে মিলে  
আচ্ছা লুকনো দড়ি নিয়ে কি বল মামা ! পেছনোড়া করে !  
এই ত বুদ্ধি, এই ত যুক্তি, মামা এখন চল দেখি, দাদার কাছে  
যুক্তি করিগে ! একাজ ক'রতেই হবে ! সে বিটুলে ছোঁড়া-

টাকে বাধতে পারলেই—সত্যিই বলেছ মামা, আবার পাশা-  
খেলা ! চল মামা, চল, এস মামা ! ( হস্তধারণ )  
শকুনি । পাশাখেলা চাঁদ, পাশাখেলা—আবার দ্রৌপদীর বস্ত্র-  
হরণ ! ( স্বগত ) কেমন কৃষ্ণ হ'য়েছে ত ?

[ উভয়ের প্রস্থান ।

### দারুক ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

দারুক । প্রভু ! এই পথে কুরুরাজ-সভা ।

শ্রীকৃষ্ণ । কুরুসভামাঝে কিবা প্রয়োজন ?

অহঙ্কারী দুর্যোধন দেখাইতে ঐশ্বর্য আনায়,

নানারত্নে সভাগৃহ ক'রেছে উজ্জ্বল ।

দেখিছ না বীর, পথ মণিরত্নে ঢাকা,

ভাবে কৃষ্ণ হ'তে আমি ধনী ।

চিন্তামণি বুঝিবেন আজ;

কেন আমি দুর্যোধন ভারত-সম্রাট হ'তে চাই ।

দারুক । প্রভু, সাক্ষ্য রবি যান অস্তাচলে,

কোথা তবে কার দ্বারে হবেন অতিথি ?

শ্রীকৃষ্ণ । রে দারুক ! কুরুপুরে আছে তবু মম

বিদুর—বিদুর মহামতি,

• সেইখানে আজ হইব অতিথি,

জান ত স্মৃতি, অহঙ্কার মম বড়ই বাদ্যাই ।

অহঙ্কারে যে আনায় চার,

হোক কোটিপতি সেই রাজরাজেশ্বর,  
 রই তার বহদুরে ।  
 হীন অহঙ্কারী যেই জন হউক কাঙাল সেই,  
 রাজার প্রাসাদ হ'তে তার পর্ণের কুটির ভাল ।  
 চল রে দারুণ, এই পথে—  
 হের রে দারুণ ভক্তিপথ কতই সরল,  
 ঐ পাণ্ডবের প্রজাকুল নমে কৃষ্ণে কত ভক্তিভাবে ।

### প্রজাগণের প্রবেশ ।

#### গীত ।

প্রজাগণ । জয় যদুনন্দন, জগৎ বন্দন জয় জনার্দিন হরে ।  
 নারীগণ । এস গোপীরঞ্জন, কলকল্লভন, লজ্জানিধারণ মুকুল মুরারে ॥  
 প্রজাগণ । এস হে কেশব, যাদব, মাধব, যুগ্ম কুঞ্জবনচারি,  
 নারীগণ । এস ব্রজেশ্বর, রাধিকা-অধর, অমির প্রেম ভিখারি,  
 সকলে । এস হে গোবর্দ্ধনধারি, বিগিনবিহারি স্নিগ্ধ-বন বিহারে ।  
 প্রজাগণ । এস এস হে নট, নব বসন্ত প্রকট, তোমার উদয়ে বনমানি,  
 নারীগণ । কোকিল ডাকিল, অমর শুক্লিল, ফুটিল উদ্যানোৎকলকলি,  
 সকলে । এস হে বঙ্কিম, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম, রাধিকামানসজ্ঞ আতঙ্ক নাশ মুরারে ॥

সকলের প্রস্থান ।

## পঞ্চম গর্ভাক ।

কুটির ।

### কুস্তীও পদ্মার প্রবেশ ।

কুস্তী । পদ্মা, বোন, কি শুনি ? আমার বাছা পাণ্ডবদের সঙ্গে  
পাপমতি হুযেঁগাধন নাকি যুদ্ধ ক'রবার জন্য সৈন্তসামন্তের  
আয়োজন ক'রেছে ? শুনিছি, কুরুক্ষেত্রে নাকি ভীষণ যুদ্ধের  
স্থল প্রস্তুত হ'রেছে ? হুযেঁগাধনের পক্ষের রাজগণ নাকি ক্রমে  
ক্রমে সেই যুদ্ধস্থলে এসে মিলিত হ'চ্ছেন ? হা গোবিন্দ !  
ক'রলে কি ? অনাথ পাণ্ডবগণের যে তুমি ভিন্ন আর ভরসা  
নাই বাপ ! কি ক'রছ গোবিন্দ ! আমার বাছাদের উপায়  
কি ক'রেছ ? তুমি ত তাদের কাছে আছ ? বাছাদের ত  
অভয় দিয়েছ ? না বাছারা আমার “গোবিন্দ গোবিন্দ” ক'রে  
চক্ষের জলে বুক ভাসিয়ে ফেলছে ? এ বিপদে বিপদভঞ্জন  
তুমি কি আমার নিশ্চিন্ত র'রেছ ? পদ্মা, ঠাকুরপো কোথায়  
গেছেন ? একবার আমার বাছাদের কথা জিজ্ঞাসা ক'রতাম,  
একবার আমার গোবিন্দের সংবাদ নিতাম ।

পদ্মা । দিদি, ভয় পাচ্চ না কি ? ভয় কেন দিদি ! যে গোবিন্দের  
আমাদের পাণ্ডবসখা নাম, সে গোবিন্দ আর কি—নিশ্চিন্ত  
আছেন ? ভক্তবৎসল—কাঁঠালবন্ধু—পাণ্ডবসখা হরি, নিশ্চয়ই

তার কোন ব্যবস্থা ক'রেছেন। দিদি, পাণ্ডবদের ভাবনা তোমার চেয়ে আমাদের গোবিন্দের অধিক, তা ত তুমিই ব'লে থাক।

কুন্তী। তা আর একবার ক'রে ব'লতে বোন ! আমি ত গোবিন্দের ভরসায় বুক বেঁধে এই কুটিরে ব'সে আছি, তা না হ'লে বাছারা আমার পাপ পাশাখেলার যথাসৰ্ব্বস্ব হারিয়ে তিথারীর সাজে রাত্রীস্বয়ং ত্যাগ ক'রে যখন বনবাসী হ'ল, তখন মায়ের প্রাণ কিসে আর স্থির রৈল পদ্মা ! জানি গোবিন্দই পাণ্ডবের ভরসা, তাই গোবিন্দের পাশ বাছাদিগে স'পে দিবে অটলমনে ব'সে রৈলুম। ভাবলুম, গোবিন্দের ধন, গোবিন্দের যা ইচ্ছা তাই ক'রবে, আমি ভাবতে বাব কেন ? পরের ধনের জন্ত আমার আবার চিন্তা কি ? সেই ভেবে এখনও স্থির আছি বোন ! তবে কথাটা শুনে অবধি গোবিন্দের কথাই মনে হয় ! বাপ আমার, আমার পাণ্ডবদের নিয়ে কি না কষ্টই পাচ্ছেন ! হা গোবিন্দ ! এমনি পণ্ডকপালী আমি জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম যে, একদিনের জন্ত তোমায় আমি স্থির হ'য়ে থাকতে দিলাম না ! ( রোদন )

পদ্মা। না দিদি, কেঁদ না; চল সন্ধ্যান্নান ক'রে ফুল-তুলসী তুলে আনিগে। তারপর আজ সারারাত ধ'রে আমাদের গোবিন্দের পূজা করা যাবে। তুমি ত ব'লেছিলে, আমার গোবিন্দকে তুলসীচন্দনে পূজা ক'রলে গোবিন্দ আমার অতি তৃপ্তি লাভ করে। তাই করি চল দিদি ! গোবিন্দকে তৃপ্ত রাখতে থাকলেই আমাদের সব হবে। পাপমতি দুৰ্য্যোধন যত সৈন্য-

সজ্জা করুক না, অনাথ পাণ্ডবের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র করুক না, কিছুতেই কিছু ক'রতে পারবে না। তুমিই ত বল দিদি, রাখে হরি মারে কে, আর মারে হরি, রাখে কে ?

কুন্তী। তাই চল বোন, আজ গোবিন্দনাম লয়ে গোবিন্দের পূজা ক'রেই রাত্রি সাপন ক'রব। যা করেন আমার গোবিন্দ !

[ উভয়ের প্রস্থান।

### শ্রীকৃষ্ণ ও দারুকের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। দারুক, এই আমার সেই বিহুরের পর্ণকুটির। দেখতে পাচ্ছ কি ? স্বভাবমূলত সৌন্দর্য্যে কুটিরখানি রাজপ্রাসাদ হ'তে কত উচ্চ। দেখছ দারুক। ভক্তের নিকট মান-অভিমান, হিংসা-দ্বेष-অহঙ্কার কিরূপ ভাবে তাড়িত এবং তিরস্কৃত হ'য়েছে! ভক্ত রে, তাই অভক্তের মণিমুক্তা-প্রবাল উপহার হ'তে ভক্তের তুলসীচন্দন আমার অনেক গুণে সুগাভান। বৎস, আজ তোমায় প্রত্যক্ষ দেখাব, কি জন্য আমি অহঙ্কারী জর্ঘ্যোধনের গৃহে আতিথা গ্রহণ না ক'রে বিহুরের পর্ণকুটিরে এসে অতিথি হ'লাম ? বিহুর। বিহুর—বাবা বিহুর।

নেপথ্যে—পদ্মাবতী—কে—ডাকে ? আমার নীলমণির কর্ণম্বর নয় ! বাবা এসেছ, বাবা এসেছ ?

দারুক। ওকি দয়াময় ! কে একটী উলঙ্গিনী রমণী উগ্গাদিনীর মত “বাবা বাবা” বলে উর্দ্ধ্বাসে এইদিকে ছুটে আসছেন !

শ্রীকৃষ্ণ । দারুণ রে, তবে বুঝি ঐ বিদুর-রমণী মা পদ্মাবতী  
আমার কণ্ঠস্বর শুনে স্নেহ-প্রেমাবেশে ভাববিহ্বলভাবে জ্ঞান-  
হারী হ'য়ে ছুটে আসছেন ! যাই দারুণ, অগ্রে আমি  
আমার উত্তরীয় দিয়ে মায়ের লজ্জা নিবারণ ক'রে আসি !  
আহা হা—কি ভাবোদ্ভাদিনী ভক্তি ! এ ভক্তি অতুলনীয় !  
সমস্ত জগতের দেখ্‌বার বস্তু !

[ বেগে প্রস্থান ।

দারুণ । সত্যিই দেখ্‌বার বস্তু, দেখ্‌ দেখ্‌ জগৎখানি ! কোন্  
ভক্তির মহিমায় আজ ভক্তের ভগবান্‌ হৃষীকেশের রাজপ্রাসাদ  
ছেড়ে ভক্তের ঘারে এসে অভিশিখি হ'য়েছেন ! ধন্য প্রভু  
দয়াময় ! তা নৈলে বা তোমার দীনের সখা, অনাথবান্ধব  
ব'লে লোকে ডাকবে কেন ? প্রভু ! আমার ভক্তির পাগল !  
ভক্তি পেয়েই ত নিত্য গোলক ত্যাগ ক'রে ভুলোকের মোহে  
ভুলোকবাসী হ'য়েছেন !

কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া পদ্মার প্রবেশ ।

পদ্মা । বাবা আমার, কতক্ষণ এলে ? না জানি কতক্ষণ এসে  
দাঁড়িয়ে ছিলে ? পোড়ারমুখী আমি নানে গিরেছিলাম,  
তাই তোমার যত্নের ক্রটি হ'য়েছিল ধন !

শ্রীকৃষ্ণ । এখন ও সব কথা রাখ মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে,  
কি আছে শিগ্গির ক'রে এনে দাও । সকল হ'তে খাওয়া  
হয়নি !

পদ্মা । ক্ষিদে পেয়েছে বাবা ! (স্বগত) কি খেতে দোষ,

কি খেতে দোব ! আমার কৃষ্ণ মুখকুটে খেতে চাইলে !  
হা কৃষ্ণ দয়াময় ! দরিদ্রা তিথারিণীর ঘরে কি খাবার আছে  
ধন, যে তোমার আমি খেতে দোব ? প্রভুও ভিক্ষা ক'রতে  
গেছেন, এখনও ফিরেন নি । তবে কি দোব ? আমার কৃষ্ণ  
খেতে চাইলে, আমি তাকে কি খাওয়াব ? কি—আছে ? ওমা,  
ঘরে যে কিছুই নেই ! ( প্রকাশ্যে ) বোস বাবা, এই ক'শের  
আসনে বোস, দেখি ঘরে কি আছে ? আমার গোপাল যে  
খেতে চাইলে—মুখকুটে খেতে চাইলে, আমি গোড়াকপালী,  
গোপালকে আমি কি খাওয়াব !

[ দ্রুতপদে প্রস্থান ।

দারুক । প্রভু ! এমন তিথারিণীর সঙ্গেও কি ছলনা ক'রতে হয় ?  
তেমন হুর্ঘ্যোধনের গৃহের রাজভোগ ত্যাগ ক'রে কার কাছে  
কি খেতে চাচ্ছেন ? জানি না লীলাধর, আবার কোন্ লীলার  
মহাবীজ আজ রোপণ ক'রছেন !

শ্রীকৃষ্ণ । দারুক ! দারুক, আবার তুমি ধনগর্ভিত হুর্ঘ্যোধনের  
কথা উল্লেখ ক'রছ ? তার গৃহে রাজভোগ নয় দারুক,  
বিষভোগ—বিষভোগ ! আমার ভক্তের কুটিরে তবু আমার যা  
দিবে, তাই আমি অমৃত ব'লে ভক্ষণ ক'রব । ওকে—লিসিমা  
আসছেন না ?

উদ্ভ্রান্তভাবে কুন্তীর প্রবেশ ।

কুন্তী । কৈ আমার কৃষ্ণ ! কৈ বাবা ! তোর পাঁচটী নকরের  
সংবাদ কি বল ? বাবা জ্ঞানহীনাম, তুই নাকি বিরাটপুরে



গিয়ে আমার অভির বিয়ে দিয়ে এসেছিস? বড় আনন্দ দিয়েছিস্ কৃষ্ণ! বড় আনন্দ দিয়েছিস্। কিন্তু কৃষ্ণ রে বাপ আমার, আমার তুলা অভাগিনী আর কে সংসারে আছে বাপ! আজন্মই শোকদুঃখেই জীবনাতিবাহিত হ'চ্ছে! কৃষ্ণ রে, অল্প বয়সে স্বামী, পাঁচটা শিশুসন্তান রেখে স্বর্গারোহণ ক'রলেন! ভাগ্যবতী মাদ্রৌ স্বামীর অনুগমন ক'রে সকল দুঃখের হাত এড়ালে। কিন্তু অভাগিনী তোর দাস পাঁচটীকে ল'য়ে কি যাতনাই না ভোগ ক'রছে ধন! অভাগিনীর গর্ভে অভাগারা জন্মেছিল বাপ! তাদের দুঃখের কথা ভাবতে গেলে আর স্থির থাকতে পারি না কৃষ্ণ! আর এক মুহূর্ত্ত বাঁচতে সাধ হয় না জনার্দন! অহো পাপমতি ক্রুর দুর্যোধন তাদের আমার কি না কষ্ট দিচ্ছে? আহা, সোনার চাঁদ ভীষকে আমার বিষ খাওয়ালে, ধর্ম্ম কেবল রক্ষা ক'রলেন। জতুগৃহে পুড়িয়ে মারতে বারণাবতে পাঠালে, কেবল মহামতি বিদুর হ'তে সে যাত্রা প্রাণ পেল। তারপর পাশা খেলায় বাছাদের আবার বনবাসী ক'রলে! কৃষ্ণ রে, বাছাদের আমার সে তপস্বীর বেশ দেখেছিলি ত? নারায়ণ! আবার নাকি বাছাদিগের সঙ্গে পাপমতি দুর্যোধন যুদ্ধ ক'রবার জন্তু আয়োজন ক'রছে? কপালে কি লিখেছিস্ হরি, তা তুই জানিস্! হা বাবা যুধিষ্ঠির, হা বাবা ভীষ্ম, হা অর্জুন, হা বাবা আমার দুঃখপোষা নকুল-সহদেব! হা বাবা—তোরা আজ আমার কেমন ক'রে এই ভীষণ যুদ্ধে রক্ষা পাবি চাঁদ! (মূর্ছা)।

শ্রীকৃষ্ণ । পিসি মা, একি—মূর্ছা গেলেন যে ? কেন মা ভাবছ ?  
 আর ভেব না মা, পঞ্চপাণ্ডবের এবার ? হুঃখ-অমার অবসান  
 হবে ! এবার মা, পাপমতি ক্রুর হুঃখোদন সবংশে নিহত  
 হবার জন্য আপন বাস্তব প্রস্তুত করছে । তাই মা,  
 দাদা যুধিষ্ঠির আমার আপনাকে হুঃখ করিতে নিবারণ করে  
 দিয়েছেন । বলেছেন, মা ধর্ম্মের প্রবল মহিমায়—এবার নিশ্চয়  
 শত্রুধ্বংস হবে । আর তোমার কোন চিন্তার বিষয় নাই ।  
 আমি ত বলছি ; তোমার সুখ-দিবার উদয় হয়েছে মা !

কুন্তী । বাবা, তুই বলছিস ? বল দেখি—আমার মাথায় হাত  
 দিয়ে বল দেখি কৃষ্ণ, আমার বাচ্চাদের এবার দুর্গতির  
 মোচন হবে ?

## গীত

বলুর কৃষ্ণ বলুর আমার ও বাচাধন ।  
 এগার সত্য কি পাণ্ডবের আমার হবে সে দুর্গতি নিমোচন ॥  
 জানি কৃষ্ণ চিন্তামনি তোর ইচ্ছার সৃষ্টি নয়,  
 ইচ্ছায় সকলি পারিস অনিচ্ছায় কিছু নয়,  
 হীনা কারা তোরই সৃষ্টি, তোরই ইচ্ছা যৌত সৃষ্টি,  
 এ কুরুক্ষেত্র রক্তপাতে গোঁই ইচ্ছা সমুদয়,  
 ইচ্ছায় পাণ্ডবগণে দিলি বনবাস,  
 ইচ্ছায় পুত্রালি পুত্র সর্ব অর্জুণাব,  
 সে ইচ্ছা কি জনাৰ্দ্দিন, করিয়াছ এইক্ষণ,  
 শুদ্ধিতে রাসনা অতি বল সত্যবারাধন ॥

শ্রীকৃষ্ণ । হাঁ মা, নিশ্চয় ব'লছি, তুমি এখন যাও, পদ্মা মা আমার জন্ত খাবার আনতে গেছে । দেখগে, কেন বিলম্ব হচ্ছে, আমার বড় খিদে পেয়েছে মা !

কুন্তী । খিদে পেয়েছে কৃষ্ণ, কি খাওয়াব ? পদ্মাই বা কোথায় কি পাবে ! ওমা—আমার কৃষ্ণ যে খেতে চাচ্ছে ! কি পান ? হা নারায়ণ, এমন দশা ক'রেছিস্ বাপ, রাজরাণী পিসি তোর—একমুষ্টি তুল দিবে যে তোর জল খেতে দিবে, তা তার সংস্থান নাট । যাই—দেখি অভাগিনী পদ্মা, কি ক'রছে ! কি খেলা রে কৃষ্ণ, তোর, কি খেলা !

[ প্রস্থান ।

দারুক । প্রভু ! আর যে দেখতে পারিনি ! আপন পিসিমার সঙ্গেও ছিল না নারায়ণ ! আহা—রাজরাণীর আজ কি অবস্থা !

শ্রীকৃষ্ণ । কি অবস্থা—দারুক ! কালেরই অবস্থা, দেহীর তাতে সংক্ৰ কি ? ঐ যে মা পদ্মা অতি কষ্টে ভিক্ষা ক'রে একটা সুপক কদলী ফল আনছেন ! (পদ্মার প্রতি) আন মা, ক্ষিদেয় আমি চারিদিক অন্ধকার দেখছি !

পদ্মার প্রবেশ ।

পদ্মা । এই যে এনেছি ধন ! এস, এস গোপাল, মায়ের কোলে এস । কোলে এসে এই সুপক কদলী খাও (ক্রোড়ে গ্রহণ) আহা, যে গোপাল আমার সৌর-সর-নবনী

ছুড়ে ফেলে দেয়, আজ সেই বাছাকে আমি কি না কদলী ফল  
খাওয়াচ্ছি ! কি ক'র্বে বাবা, যেমন করিয়েছ, তেমন ক'র্ছি ।  
খাও, খাও চাঁদ ! ( কদলীর সার ফেলিয়া মুখে চোপা প্রদান ।  
শ্রীকৃষ্ণ । না মা, আমি তোঁর হাতে আজ অমৃত খাচ্ছি ! স্বীক-  
সর-নবনীতে এমন মধুর স্বাদ নাই মা ।

### ঝুলিস্কন্ধে বিদুরের প্রবেশ

বিদুর । একি—একি—বিদুরের কুটিরে কক্ষচন্দ্র যে ! ওকি  
পদ্মা, কি ক'র্ছ, কি করছ ? ভাবাবেশে কি ক'র্ছ, কদলী-  
সারের পরিবর্তে—প্রভুর মুখে কদলীর স্বক প্রদান ক'র্ছ ?  
হার—হার, প্রভু আমার তাই অগ্নানবদনে ভক্ষণ ক'র্চ্ছেন !  
পদ্মা, পদ্মা, সর্বনাশ ক'র্লে, সর্বনাশ ক'র্লে ?  
পদ্মা । অঁ অঁ—প্রভুর মুখে আমি কি দিচ্ছি ? কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,  
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ! কৈ বাবা, তুমি ত আমার কোনও কথা  
বলনি ! আমি অভাগিনী নয় ভ্রমের বশে তোমার চাঁদ মুখে—  
শ্রীকৃষ্ণ । না মা, আমি অমৃত ভক্ষণ ক'র্ছি ! তোঁর হাতের  
কলার চোপা পর্য্যন্ত অমৃত ! আমার ত বিশ্বাস লাগেনি মা !  
বিদুর । হা প্রভু, এই জন্তই কি তোমার কাঁড়ালের ঝাঁকুর বলে ?  
তুমি ভুঁই না হ'লে তোমায় কে ভুঁই ক'র্তে পারে জগন্নাথ !  
শ্রীকৃষ্ণ । বাবা, ও সকল কথা এখন রাখ, স্তবে ত আর স্মৃধার  
নিবৃত্তি হয় না ? এখন কিছু দাও, আমার অতিশয় তৃষ্ণা  
পেয়েছে, কলা খেয়ে জল ভাল লাগে না ।

বিহুর। কি দোব, কি দোব, আমার গৃহে কি মিষ্ট আছে  
নারায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। মিষ্ট কি হবে ? (স্বগত) ভক্তের মধুর বাক্য অপেক্ষা  
ভগবানের মধুর দ্রব্য আর আছে কি ? যে মিষ্ট বাক্য তোমরা  
আমার দান কর, তার চেয়ে—ত্রিভুবনে ত আর কোন মিষ্ট  
পদার্থ নাই বিহুর ! (প্রকাশ্যে) তুমি ত ভিক্ষা ক'রে  
এলে, দাও না, গোটা কতক চাল দাও না, খেয়ে জল খাই।

বিহুর। হায় বাবা, বিহুরের ভাগ্যে যে আজ তগুলও জোটে না,  
আজ ভিক্ষায় তগুলকণা ক্ষুদ্র মাত্র পেয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই দাও না বিহুর, আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।  
খেয়ে জল খাই। শিগ্গির দাও, তেঁষ্টায় আমার ছাতি  
ফেটে যাচ্ছে।

দাক্ষক। (স্বগত) ভগবান, খুব দেখাচ্ছ, আরও দেখাবে ? ও  
বহুনাথ ! চরিত্ত-ভক্তের গৃহের ক্ষুদ্রও যে তোমার অতি প্রিয়—  
অতি মিষ্ট, তাই কি আজ ভক্তের চক্ষের সম্মুখে দেখিয়ে  
জগতে এক নূতন কীর্ত্তি রাখবে ?

বিহুর। কোন প্রাণে আজ অভাগা বিহুর আপনার শ্রীহস্তে তার  
ভিক্ষালব্ধ ক্ষুদ্র তুলে দিবে ঠাকুর। (গ্রহণ)

শ্রীকৃষ্ণ। দাও না, আমার তেঁষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, ওঃ, তুমি  
কি নিষ্ঠুর !

বিহুর। তবে লও বাবা, তোমার যা ইচ্ছা হ'য়েছে, তাই  
কর। (প্রদান)

শ্রীকৃষ্ণ । দাও, দাও । ( ভক্ষণ ) মা, জল দাও ! ( পান্য  
জলদান ও কৃষ্ণের জল পান ) আঃ—অতি তৃপ্ত হ'লাম ।

এখন বাবা, ঐ ক্ষুদ্রগুলি পিসিকে বন্ধন ক'রতে দাও, আজ  
এই কয়জনে মিলে ক্ষুদ্র পোষ্য রাত্রি যাপন ক'রব ! তারপর  
কল্য ষ্ঠাতে পাণ্ডবদের জ্ঞাত পঞ্চখানি গ্রাম ভিক্ষা ক'রতে  
কুরুসভায় যাব ।

বিহুর । বাবা, সে কথা পরে ব'লছি । তবে এই সামান্য মাত্র  
ক্ষুদ্র ! এতে কয়েক জনের কিরূপে হবে ? পুনরায় ভিক্ষায়  
যেতে অনুমতি দিন ?

শ্রীকৃষ্ণ । না বিহুর, এই সঙ্কায় আবার ভিক্ষা ? এতেই যথেষ্ট  
হবে । কুরুসভায় কাল প্রাতে যাব ব'লতে, সেকথা পরে  
ব'লছি ব'লে কি ব'লছিলাম বাবা !

বিহুর । প্রভুর সে কুরুসভায় যাওয়া হবে না । পাপিষ্ঠগণের  
মন্ত্রণা শুনলেম, প্রভু রাজসভায় গেলেই পাপাত্মারা  
আপনাকে পাণ্ডবের সহিত ঘাতে মিলিত হ'তে না পারেন,  
তার জ্ঞাত বন্ধন ক'রে রাখবে ।

শ্রীকৃষ্ণ । ( ক্রোধকষায়িত ক্রকুটপূর্বক ) কি কি বিহুর !  
আমাকে বন্ধন ক'রবে ? ওরে অহঙ্কারী দুর্বোধ্যন, এত  
অহঙ্কার তোর ! এই অহঙ্কারে তোর সব যাবে, সব যাবে ।  
বংশে বাঁতি জ্বালতে আর কেউ থাকবে না । বিহুর ! এই  
মহুর্ন্তে আমি পাপাত্মার যত গর্ভ সব ধ্বংস ক'রতে পারি,  
কিন্তু—কিন্তু—বিহুর—বিহুর ! আমার বাধুক !

পদ্মা । প্রভু, প্রভু, আমার গোপালকে তুমি কেন রাগিয়ে দিলে ?

দেখ, দেখি বাছার মুখ !

বিদুর । প্রভু ! প্রভু ! অন্টার ব'লেছি, ভ্রমবশে অন্টার ব'লেছি ।

ত্রিঙ্গতের হর্তাকর্তা জগৎপতে ! আদিব্রহ্ম পরাংপর !

আপনাকে বাধবে, এমন সাধ্য কার হরি ! তুমি যে কেবল

ভক্তের ভক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ ভিন্ন অন্তের কখন বাধা নও ।

মায়াময় ! তাই বাল্যে মাত্র ভক্তিমতি যশোমতির উদ্বোধন-বন্ধনে

একদিন মাত্র আবদ্ধ হ'য়েছিলে ! আহা, লীলাময়ের মধুর ভাব

যে কত মধুর, তা যে বর্ণনাতীত ! গোপীর দ্বারে ননী চুরি

ক'রে মায়ের তুমি ক্রোধ বাড়ালে, স্নেহাঙ্কমাতা ক্রোধভরে দড়ি

নিরে তোমার বেঁধে রাখবার মনন ক'রলে, মায়াময় তুমিও

ক্রোধ ক'রে যশোমতির অসংখ্য হস্ত পরিমিত রজ্জুতেও বাধা

দিলেনা ! শেষে আবার মায়ার অঙ্ক হ'য়ে দুই অঙ্গুল পরিমিত

রজ্জুবন্ধনে যে আবদ্ধ হ'লে ! তুমি না বাধা দিলে তোমার

কে বাঁধতে পারে হরি ! মায়াময় ! মায়ার পুতলি তুমি,

ছার দুর্গোদধন তোমার কি ক'রতে পারে জগন্নাথ !

## গীত ।

জগন্নাথ জগদীশ অশেষগুণ-আধার হে ।

কে পারে বাঁধিতে তোমার, এমন শক্তি কার হে ।

বাঁধা না দিলে হরি কে বাঁধিতে পারে তোমার,

তুমি আপন হাতে আশনি বদ্ধ অপানি মুক্ত মায়াময়,

তোমার তুলনা তুমি, না পাই উপমা আমি,  
সুখের উপমা দিতে সুখই উপমা তার হে ।  
অনাদি অনন্ত রূপ ধ্যানের অতীত বাহা,  
ভাৱের কল্পনা প্রভু নিত্যন্ত ক্ষিত্ততা তাহা,  
চক্ষু বা না দেখা যায়, কি কথা বলিব তার,  
যায় সনে কৃতকথা কৃতের বিকার হে ।

শ্রীকৃষ্ণ । বিহুর, তা বেশ ত ! এখন এস, রাত্রি হ'য়ে গেছে,  
পিশিমাঝে ক্ষুদ্র রাঁধুতে দেবে চল । তারপর সকালে বা হয়  
করা যাবে ।

পদ্মা । তাই হবে বাবা, এক্ষণে একটু বিশ্রাম ক'রবে চল ।

বিহুর । আর প্রভু, হুয়ায়্য বিহুরেরও বিশ্রামের দিন কতদিনে  
ব'টবে, তাও ব'লে দিবে চল ।

[ সকলের প্রস্থান ।

—:~::~:~::~:—

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ।

রাজসভা ।

ধৃতরাষ্ট্র, বিহুর, কর্ণ, ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপাচার্য্য  
দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ ।

ধৃতরাষ্ট্র । বাবা দুৰ্যোধন, এখনও ঘোষ্ঠতাত ও আচার্য্য দ্রোণের  
কথা বক্ষা কর । আমিও তোমার বারবার, ব'লছি, আমার



কথাও শোন । পাণ্ডবের রাজ্য পাণ্ডবগণকে প্রদান ক'রে  
ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাব স্থাপন কর ।

ভীষ্ম । ভ্রাতঃ ! আমি সম্পূর্ণভাবে তোমায় অনুরোধ ক'রছি,  
যখন স্বয়ং বাসুদেব আজ মধ্যাহ্ন হ'য়ে আমাদের কুরু-  
সভায় আগমন ক'রছেন, তখন মনোমালিন্য দূর কর । তিনি  
জ্ঞায়ের পঞ্চপাতী, কখন জ্ঞায় প্রস্তাব ক'রবেন না । তাঁর  
মতে সম্মতি দান ক'রে তাঁর সম্মান রাখলে তোমাদের আর  
কোন অভাব থাকবে না । ত্রিলোকের লোক তোমাদের  
সম্মান ও পুষ্পমালা পূজা ক'রবে ।

দ্রোণ । বৎস ! আমি তোমাদের পুত্রাধিক স্নেহ ক'রে  
থাকি । এমন কি তোমাদের অস্ত্রে আমার এই শরীর,  
তাই বলি, এখনও আমার মতে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত বিদেবানল  
প্রজ্বলিত না ক'রে শান্তিভাব স্থাপন কর । আমি আশা করি,  
দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাক্য ভূমি কখন প্রত্যাখ্যান ক'রবে না ।

দুর্যোধন । আচার্য্য মহাশয় ! আপনাদের সকলের সকল কথাই  
শুনলাম । কিন্তু জীবন্তে কখন পঞ্চপাণ্ডবের সহিত আমার  
সম্ভাব সংস্থাপিত হবে না । আর আপনারাই বা কোন্ ধর্ম্মে  
তাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ ক'রতে ব'লছেন, জানি না । ধর্ম্ম-  
মতে এ রাষ্ট্রোদ্ব্যর্থো আমারই সম্পূর্ণভাবে অধিকার ।  
তবে এখন যদি তাদের রাজ্য দান ক'রতেই হয়, তাহ'লে  
বিনা যুদ্ধে—বিনা রক্তপাতে হুচ্যগ্রপরিমিত ভূমি কিছুতেই  
আমি প্রদান ক'রব না । তাতে অনুরোধই কি, আর ষাট-

বলই কি ? আর আমি যখন বারবারই এক বাক্যের অবতারণা করছি, তখন কি দুর্যোধনকে আপনারা এতই অসার অপদার্থ বিবেচনা করেন যে, তার বাক্যের কোন মূল্যই নাই ?

দ্রুপদ । ঠিক দাদা, এঁরা সব তাই মনে করেন ।

ধৃতরাষ্ট্র । বাছা, ক্রুদ্ধ হয়ো না, এখন সময় আছে, বিশেষত পাণ্ডুনয়নগণ অজেয়—মহাপরাক্রান্ত !

দুর্যোধন । আপনি আমাকে ঐ ভয়ই বারবার প্রদর্শন করেন, কিন্তু আপনি জানেন না যে, শত্রুর বলাবল পরীক্ষা ক'রেই প্রতিপক্ষ যুদ্ধোত্তোগ ক'রে থাকে ।

শকুনি । নিশ্চয়ই, গুঁতোর ঠেলা সকলেই বুঝে ।

ভীষ্ম । ভ্রাতঃ, তোমাকে অধিক বলাই আমার বাহুলা, কিন্তু এর পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর ।

দুর্যোধন । পরিণাম আমার, আপনাদের যদি কোনরূপে পাণ্ডবের পক্ষ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই । আমি জানি, আমার আত্মীয়স্বজন আমার সম্পূর্ণ প্রতিকূল ।

কর্ণ । সে কথা সত্যকে আমি অনেক দিন হ'তেই ব'লে আসছি !

ভীষ্ম । তবে আর আমার কোন বাক্য বলবার নাই ! দুর্যোধন ।

শেষে এই স্থির ক'রে রেখেছ ? ভালই, আমরাও প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েছি । তুমি সমরোত্তোগ কর, আমরা তোমার সহায়, কিন্তু স্থির জেন, কৃষ্ণের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে কারও নিস্তার নাই ।

দুর্যোধন । তাতেও ভীত নই, একদিন না একদিন সকলেরই  
মৃত্যু অবধারিত । আপনারা সহায় থাকলেই যথেষ্ট । আমি  
রুক্মের ভয় বা পঞ্চপাণ্ডবের পরাক্রমের বিষয়ে একদিনের জ্ঞাতও  
কোন চিন্তা হৃদয়ে আনি না ।

ডঃশাসন । স্বপ্নেও না ।

### শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুরের প্রবেশ ।

দুর্যোধনাদি ভিন্ন সকলে । আহুন, আহুন, নমস্তে বহুধন্য  
শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ।

### গীত

নমস্তে নবনীলম নিলি নীলেন্দ্রবর-মল্লর কান্তি শ্রীমল্লমল্লন হে ।

নীল সাগরে রক্ত কোকনদ নীল মৃগমর লেপিত যুগল পদ—

মস্ত মধুকর তোষণ হে ।

বদন চন্দ্রে পশন মল্ল কুহুম-গন্ধ বহিছে,

রুচির অঙ্গে ঢকল নরন গল্পন ধেন নাচিছে,

বিষ অধরে মল্লর হাসি মধুর মুগলী বাজে,

বিনোদ মুকুল আনন্দ কল্ল বিনোদিয়া বিনোদ সাজে ।

শ্রীকৃষ্ণ । সন্তুষ্ট হ'লাম, এক্ষণে আমার কি জ্ঞাত আগমন, তা ত  
আপনারা সকলেই অবগত আছেন? তাহ'লেও আবার  
বলি, ধর্ম্মায়া যুধিষ্ঠির আপন ধর্ম্ম রক্ষার জ্ঞাত আমাকে দৌতা-  
কার্য্যে নিয়োগ ক'রে পাঠিয়েছেন । তিনি ব'লেছেন, ভাই  
তাই বিবাদে প্রয়োজন কি? আমাদের প্রাপ্য রাজ্য বিভাগ

ক'রে দিয়ে এ সমরানল নির্ঝাঁপ কর। তাহ'লে আর ভাই  
 হুয়োধনের সহিত আমাদের কোন মনোমালিন্য থাকবে না ;  
 আমাদের অন্তরে যা হবার তা হ'য়ে গেছে । এক্ষণে প্রিয়  
 মহারাজ হুয়োধন এ বিষয়ে কি বলেন ?

বিহুর । বৎস ! হুয়োধন ! শ্রুত বাক্য রক্ষা কর ।

শ্রুতরাষ্ট্র । আমার মতে বাপ স্মরণ, এইক্ষণেই তাদের রাজ্য  
 তাদের বিভাগ ক'রে দাও । নিদ্রিত সিংহকে জাগ্রত ক'রবার  
 আর আবশ্যক নাই । বাবা, এখনও বুদ্ধের কথা রাখ ।

হুয়োধন । কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়, এ প্রাণ পরিত্যক্ত  
 হ'লেও নয় । দেহ অশানের চিতার সঙ্গে মিশিয়ে গেলেও নয় ।

হুঃশাসন । প্রেতাঙ্গ হ'য়েও পাণ্ডবের বিরুদ্ধে থাকবে ।

কর্ণ । তাহ'লে সখার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ নিশ্চয়ই হবে ।

শকুনি । আর আমি যে বাপু, মাথা ঘামিয়ে এতটা পর্ত্ত ক'রবুম,  
 তার কি হ'ল ?

হুয়োধন । না কৃষ্ণ, সে কথা তুমি ভুলে যাও, হুঃখিত হও না ।

যে যার স্বার্থ, সেই তা বুঝে থাকে । তুমি পাণ্ডবগণকে বলগে,  
 তা কিছুতেই হবে না ।

বিহুর । হুয়োধন, ও কথা ব'ল না, তোমরা তাদের পথের  
 ভিথারী ক'রেছ ।

শ্রীকৃষ্ণ । 'আচ্ছা, তারপর আরও ধর্ম্মরাজ ব'লেছেন, হুয়োধন  
 যদি তাতেও আপত্তি করে, তাহ'লে হুয়োধন পৃথিবী ভোগ  
 করুক, মাত্র পঞ্চদ্রাতাকে সে পঞ্চধানি গ্রাম ভিক্ষাস্বরূপ দান

ক'রে এই সমরানল নির্দীপিত করুক । তাতেও আমরা তার প্রতি হুঃখিত হবো না ।

হুঃ্যোধন । না কৃষ্ণ, না, কিছুতেই না, পঞ্চথানি গ্রামের কথা দূরে থাক, আমি বিনা যুদ্ধে এক সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও পঞ্চপাণ্ডবে প্রদান ক'রতে সম্মত নই, এই কথা তাদের ভূমি স্পষ্টভাবে বল্বে ।

বিদুর । কি ভিতরীকে ভিক্ষাও দিলে না ? হুঃ্যোধন ! তোমার দ্বারে আজ ভিক্ষুকও বঞ্চিত ?

ধৃতরাষ্ট্র । না বাবা সুযোধন, এ বিষয়ে তুমি মত কর, তারা অনেক সহ্য ক'রেছে, এ অবস্থায় তাদের একরূপভাবে প্রত্যা-  
খ্যান ক'রো না ।

হুঃ্যোধন । কখনই নয়, কখনই নয়, আবার—আবার প্রতিজ্ঞা ক'রলাম, পশ্চিমের সূর্য্য পূর্বে আসতে পারে, যোগী যোগ-  
ত্যাগ ক'রতে পারে, ব্রাহ্মণ গায়ত্রীবজ্জিত হ'তে পারে, তথাপি হুঃ্যোধনের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ব্যর্থ হ'তে পারে না !

শ্রীকৃষ্ণ । স্থির হ' হুঃ্মতি হুঃ্মত্যা হুঃ্যোধন, স্থির হও ! আর তোমায় বহুবাড়ম্বর ক'রতে হবে না । তোর আসন্নকাল উপস্থিত ! তুই নয় আমাকে আজ বন্ধন ক'রবার ভয় মন্ত্রণা ক'রে রেখে-  
ছিস্ ! কৈ, বন্ধন কর ! হুঃ্যোধন, হাঃ হাঃ হুঃ্যোধন ! আমার বন্ধন ক'রবি ? কর কর, হাঃ হাঃ, তোকৈ অনেকবার আমি ক্ষমা ক'রে আস্ছি—তা না হ'লে আমার ভক্ত পঞ্চপাণ্ডব  
আজ বনবাসী হ'য়ে এত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে কেন ? হাঃ

হাঃ, ভা না হ'লে আজ আমি—রে কীটামু কীট, তোর  
গৃহে—তোর নরকময় গৃহ আমি কৃষ্ণ, দৌতাকর্ষে আসব  
কেন ? হাঃ হাঃ, হর্যোধন ! তোর অসন্নকাল উপস্থিত,  
( বিরাটমূর্ত্তি প্রকাশ )

হর্যোধন ব্যতীত সকলে । নারায়ণ ! নারায়ণ ! রক্ষা করুন !  
রক্ষা করুন !

জগতের পতি প্রভু জগতের গতি,

সৃজন পালন তুমি সংহার মূর্ত্তি ।

তুমি আত্ম, তুমি অস্ত, তুমি মধ্য সব,

তোমাতে নিখিণ বিশ্ব বিলয় উদ্ভব ।

নমঃ নমঃ বিশ্বরূপ ব্রহ্ম সনাতন,

ক্ষম অপরাধ প্রভু নিতা নিরঞ্জন । ( প্রণাম )

শ্রীকৃষ্ণ । এস বিহুর ! আর না, আজি অর্জুনের রথের সারথি-  
রূপে সজ্জিত হইগে চল । বাজ্, বিজয়-শব্দ ! বাজ্ !  
বাজ্ ! ( শব্দবাদ্য করণ )

বিহুর । কালের ডকা বেজে উঠ'ল ! হার, হার, কেউ আমার  
কৃষ্ণের কথা শুনলে না !

[ বিহুর সহ প্রস্থান ।

হর্যোধন ব্যতীত সকলে । গেল, গেল, এবার সব গেল ! কুককুল  
ধ্বংস হ'ল !

ধৃতরাষ্ট্র । চল, চল, নারায়ণকে কিরাও, পায়ে ধর, কৃষ্ণকে যেতে  
ছিও না ।

[ হর্যোধনাদি ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

দুর্ঘ্যোধন । সখা, কৃষ্ণের উক্তি শুনে ত ? ( বাজাও রণবাদ্য )

এই ক্ষণেই পিতামহ ভীষ্মকে সেনাপতি-পদে বরিত ক'রে  
কুরুসেনাগণকে সজ্জিত হ'তে বল। দেখি কৃষ্ণ, তুমি  
পাণ্ডবের সাহায্য ক'রে আমার কি ক'রতে পার ?

সবলে । জয় মহারাজ কুরুপতির জয় ।

[ ਸਕਲੋਰ ਐਸ਼ਾਨ ।



ମହମ୍ମଦ ଗର୍ଭାନ୍ତ ।

বিরাট পুর ।

### ভীম ও দ্রোপদীর প্রবেশ ।

ভীম। যাক্সসেনি! এবার তোমার আনুলায়িত কুন্তল বাধ্বার  
দিন উপস্থিত হ'চ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ একবার হস্তিনা হ'তে প্রত্যাবৃত্ত  
হ'লেই হয়।

জ্রোপদী ! কেন নাথ, আপনি কি জানেন না, আজ নারায়ণ  
 হস্তিনা হ'তে পাপমতি ছুঁয়েগাধন কর্তৃক অপমানিত হ'য়ে  
 ফিরে এসেছেন। তারা বিনা যুদ্ধে স্বেচ্ছা ভূমি পঞ্চ-  
 পাণ্ডবকে প্রদান ক'রবে না।

ভীম। কি বাসুদেব কৃষ্ণের অপমান? পঞ্চপাণ্ডব থাকতে  
কৃষ্ণের অপমান! আরে দুৰ্য্যোধন, তোর নিস্তার নাই! আর





আমি তোমার সৈন্তরক্ষা ক'রব এবং প্রতিদিন কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাক্ষাতে পাণ্ডবীয় দশ সহস্র সেনা সংহার ক'রে যুদ্ধে ক্ষান্ত হব। আর এও জান্বে দুর্যোধন, এই যুদ্ধে যে নারায়ণ কোন পক্ষে অস্ত্র ধারণ ক'রবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, আমি তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রব।

দুর্যোধন। তবে আর আমার কোন দুঃখ নাই পিতামহ! জানি আপনার প্রতিজ্ঞা অব্যর্থ! এতক্ষণে জান্লাম, আপনি যথার্থ আমার প্রতি স্নেহশীল। আরও জান্লাম, এবার পাণ্ডব ধ্বংস নিশ্চয়! বাজাও রণবাণ! সৈন্যগণ অগ্রগামী হও।

[ রণবাণ বাদন ও সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্মসহ অর্জুন, দ্রুপাদসহ ভীম, শকুনি-  
সহ সহদেব ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীসহ সহ দুর্যোধন  
যুধিষ্ঠির, নকুল, কর্ণ ইত্যাদির যুদ্ধ করিতে  
করিতে প্রবেশ।

ভীষ্ম। ঐ দেখ অর্জুন, তোমার দশ সহস্র সৈন্তের প্রাণ সংহার  
ক'রলাম।

[ সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

নবম গর্ভাঙ্ক ।

কৈলাসপর্বত ।

রণরঙ্গিণী ভাবে ভগবতীর প্রবেশ ।

ভগবতী । চলুক, চলুক অহর্নিশ সংগ্রাম চলুক । এ কুরুযুদ্ধের  
যেন বিরাম না হয়, ঐ মহাপাপী কুচক্রী ক্ষত্রিয়রাজগণের  
ধ্বংস হোক, ভারতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হোক, ইচ্ছাময়ের  
ইচ্ছা পূর্ণ হোক । রণ—রণ, অবিরাম রণ চলুক, রণরঙ্গিণী  
আমি ত ঐ চাই ! হাঃ—হাঃ, রণ—রণ—রণ —

মহাদেবের প্রবেশ ।

মহাদেব । একি শিবে ! আজি একি বেশ ধারণ ক'রেছ ? অট্ট-  
হাস্যে কেবল “রণ রণ” ব'লে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে যে আরও  
বিভীষণা ক'রে তুল্ছ ? একি মহাদেবি !

ভগবতী । জান না, জান না সংহারি ! হাঃ হাঃ—কুরুক্ষেত্রে আজ  
ভীষণ রণ, অসংখ্য মহাপাপী রাজগণের ধ্বংস হ'য়ে গেল ! দশ-  
দিন যুদ্ধ ক'রে গঙ্গাপুত্র ইচ্ছার আজ অর্জুন-যুদ্ধে পরাশ্রয়-  
শায়ী হ'লেন ! হাঃ হাঃ—কুরুক্ষেত্র আজ রক্তময়ী মহানদী  
হ'য়েছে ! ইচ্ছাময় গোপাল নীলমণি আমার আজ সেই নদীতে  
প্রাণের ভক্ত অর্জুনকে নিয়ে নৃত্য ক'রছেন ! হাঃ—হাঃ,  
তাই—তাই আমি তার না নৃত্যকাণী—বাহার সঙ্গে যোগ না

দিলে নীলমণি আমার কার্ কয়তালীতে নৃত্য ক'র্বে গো !

নাচ, নাচ আমার নীলমণি ! দেখ শঙ্কর—দেখ শঙ্কর, আজ

মা-ছেলে এক সঙ্গে কেমন নৃত্য ক'র্ছি দেখ !

মহাদেব । কে রে, কে আমার আশুতোষ ব'লে বিষপত্র ছুড়ে

মারিস্ ? শঙ্করি ! কোন্ ভক্ত, কোন্ ভক্ত !—যাই । যাই,

বিষম আকর্ষণ ! স্থির থাকতে পারি কৈ ? যাই ভক্ত, কে তুই ?

যাই যাই ।

[ বেগে প্রস্থান ।

ভগবতী । জয়দ্রথ ! জয়দ্রথ ! হাঃ—হাঃ, অপমানিত জয়দ্রথ আজ

পাণ্ডব-সংহারের জন্য আশুতোষের স্তব ক'র্ছে ! সংহারীর

শরণাপন্ন হ'য়েছে ! নাচ, নাচ আমার নীলমণি ! ঐ—ঐ সপ্ত-

রথি নিয়ে অভিমত্যা বধের বড়যন্ত্র । ঐ—ঐ—জয়দ্রথকে আশু-

তোষের বরদান, ঐ নারায়ণী সৈন্যের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধ

ক'র্তে চলেছে ! হান্ন, হান্ন, বীরকুমার অভিমত্যা মুত্যা হ'ল !

বিজয়ার দ্রুতপদে প্রবেশ ।

বিজয়া । কি ব'ক্ছিস্ মা, এখনও কি বেলা হয়নি ! ক'দিন

থেকে যে একবারে বিভোরা হ'য়ে পড়েছি !

ভগবতী । চুপ্ পাগলী বেটি ! ঐ দেখ, ঐ দেখ, মা ! আমি কি

আর স্থির র'য়েছি ? একবার কুরুক্ষেত্র, একবার কৈলাস ক'র্তে

ক'র্তে অস্থি-চৰ্ম্ম সার ক'রে ফেলছি । এ কি আশ্চর্য !

শুক জ্যোতিষ্য হত হ'লেন ! নাচ নাচ আমার নীলমণি !

একি—দেখ, বিজয়া, আজ ভীম, হযোঁধনের নক্সাই ভাতাই  
নিহত ক'রলে ! নাচ আমার নীলমণি, আমিও নাচি । ঐ  
ঘটোংকচ কর্ণকর্ষক নিহত হ'ল । ভাল, ভাল, তারপর—ও  
কে ? শত হস্তীর ন্যায় মহাবলধারী বীর বৃকোদর হুঃশাসনের  
কেশাকর্ষণ ক'রে আনছে নয় ? বিজয়া, বিজয়া, ছুটে আর !  
ছুটে আর ! আজ হুঃশাসনের রক্তে সতী সাধবী দ্রৌপদীর  
আমার সেই পাশাখেলার দিন—যে কুন্তল উন্মুক্ত হ'য়েছিল,  
সেই কুন্তলের আজ বন্ধন হবে । চ'লে আর ম', চ'লে আর ।

### গীতি ।

চলে আর রে বিজয়ে, দেখি চল-জগদ-বালা !  
মুক্তকুন্তলা হবে যুক্তকুন্তলা-নাশিবে সতী সন্দর-দ্বালা ।  
আসে উর্ধ্ববাসে বীর বৃকোদর, মূর্তিমান যেন বম-ভয়ঙ্কর,  
হুঃশাসন, কেশ ধরি বীরের —  
ঐ বিদারিল হৃদি, বহে রক্তমালা ।  
সতীর আনন্দে বহে অক্ষয়ল,  
পুষ্পবৃষ্টি করে স্বর্গে দেবদল,  
শোকপূর্ণ অই কুরুজয়ল,  
পাণ্ডবশিবিরে পূর্ণ হুঃহলা ।।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

## দশম গর্ভাক ।

যুদ্ধস্থল ।

দুঃশাসনের কেশাকর্ষণপূর্বক ভীমের প্রবেশ ।

ভীম । আজ সেই দিন, পাশাখেলার দিন যে প্রতিজ্ঞা—সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণের আজ সেই দিন । হুরায়া দুঃশাসন ! স্বরণ হয় কি ? শত ভ্রাতায় যে দিন এই ভীমকে বিষপান ক'রিয়েছিলি !

দুঃশাসন । ছেড়ে দাও যেক দাদা, সত্য ব'লছি, সত্য কথা ব'লব, ও মামা—

ভীম । হুরায়া ! স্বয়ং যম এলেও আজ ভীমের হস্তে তোর রক্ষা নাই । মনে হয় কি বারণাবতের জতুগৃহ দাহ ?

দুঃশাসন । সত্যি ব'লছি মেজদাদা, এ সকল দাদার কাজ, তোমার দুঃশাসন কোন দোষের দোষী নয় ।

ভীম । তার পর মনে কর, পাশাখেলা, আর সেই ক্রপদরাজ-কুমারীর কেশাকর্ষণ !

দুঃশাসন । তা, তা ত শোধ হ'রে গেছে মেজদাদা, এখন পর্য্যন্ত তুমিও আমার কেশাকর্ষণ ক'রে আছ ! রক্ষা কর দাদা, আমার আঁকেল হ'রে গেছে ! আমি ঘাট মানছি ! ছোট ভাই ব'লে অপরাধ মার্জনা কর ।

ভীম । তোর অপরাধ মার্জনা ? তোর বকের রক্ত পান ক'রে

তবে আমার তোকে মার্জনা! অহো—সেই দিন—সেই  
অন্ধবেলার সেই দিন! যাক্সসেনি, যাক্সসেনি, কৃষ্ণা, কৃষ্ণা,  
ছুটে এস, ছুটে এস! সেই দিন—সেই দিন, সেই দিন আজ  
উপস্থিত! এস, এস, সম্মুখে এস, তোমার আলুলায়িত কবরী  
বন্ধন ক'রে দি এস! চল পাপাত্মা, আমার কৃষ্ণার শিবিরের  
সম্মুখে চল! তোর উষ্ণ শোণিত না হ'লে কৃষ্ণার আকুল  
কুন্তল সঙ্কুচিত হবে না। এস কৃষ্ণা, ছুটে এস!

হুঃশাসন। কে কোথায় আছ, বন্ধা কর! তোমার পায়ে পড়ি  
দাদা, আমায় ছেড়ে দাও।

[ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

—○\*\*○—

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

দ্রোপদীর শিবিরসম্মুখ।

বেগে ভগবতী ও বিজয়ার প্রবেশ।

ভগবতী। দেব্ বিজয়া, এই স্থানে দাঁড়িয়ে দেব্! আজ মতীর আলু-  
লায়িত কবরীর বন্ধন! ঐ—ভীম হুঃশাসনের বন্ধ বিদীর্ণ ক'রগে!  
ঐ, ঐ, তার উষ্ণ শোণিত পান ক'রছে! ঐ দেব্ কৃষ্ণা—  
কৃষ্ণা—ব'লতে ব'লতে উর্দ্ধ্বাসে শিবিরের সম্মুখে আসছে!  
নেপথ্যে ভীম। কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, ছুটে এস, ছুটে এস!

### বেগে দ্রোপদীর প্রবেশ।

দ্রোপদী। কৈ—কৈ—মধ্যমপাণ্ডব! তাঁর কণ্ঠস্বর ব'লেই ত  
অনুমিত হ'ল! কৈ তিনি! এই যে তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাসের,  
কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম! ও কে আসে? রক্তাক্তকলেবর!  
কোন রাক্ষস নাকি? নারায়ণ! নারায়ণ! কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—  
দ্রোপদীকে রক্ষা কর।

### বেগে রক্তাক্ত কলেবরে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। এস—এস—যাজ্ঞসেনি! এস পাঞ্চালি! এস কৃষ্ণা আমার,  
আজ হুঃশাসনের রক্তপান ক'রে তৃপ্ত হ'য়েছি, আবার সেই  
রক্তে তোমার আনুলায়িত কেশ বন্ধন ক'রে মহাতৃপ্তি লাভ  
করি এস! ব্রত পূর্ণ—প্রতিজ্ঞা পূর্ণ সতি!

(দ্রোপদীর উন্মুক্ত বেণী বন্ধন)

দ্রোপদী। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ! আহ্নন নাথ, শিবির-  
মধ্যে আহ্নন। নাথ, একমাত্র তুমিই দ্রোপদীর মন্ববেদনা  
বুঝেছিলে!

[ উভয়ের প্রস্থান।

ভগবতী। কম্পিতা বহুক্ষরে! আজ সতী আনন্দে হৃদয় পূর্ণ  
ক'রে ফেল!

বিজয়া। ও কি না, ও দিকে কিসের ধমুটকার হ'চ্ছে?

ভগবতী । কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ হ'চ্ছে ! ঐ কর্ণ বধ হ'ল !

নাচ—নাচ—আমার বনমালা ।

বিজয়া । ওমা নৃত্যকালি ! এবার ঘরে চল মা ! কত দিন আর এমন ক'রে বেড়াবি জননি ! ক'দিন যে এ ভাবে কেটে যাচ্ছে ! ও কে মা !

ভগবতী । শকুনি ! শকুনি ! জালায় কাতর শকুনি ! সহদেবের হস্তে আজ শকুনির মৃত্যু !

সহদেব ও শকুনির যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ।

শকুনি । না বাবা সহদেব, আর যুদ্ধ ক'রে কি হবে ? যে হৃদয় জালায় জলছি রে ! মার—মার তীব্রবাণ মার, তবে যদি জালায় কতকটা উপশম হয় ।

সহদেব । নরাদম ! সেই অক্ষকৌড়ার প্রতিশোধের দিন আজ !

শকুনি । এখনি—এখনি বাপ, তুই সে জালায় প্রতিশোধ নে ! তবে সব হ'য়েছে, কেবল এক জন অবশিষ্ট র'য়েছে ! সেইটে দেখে যেতে পারলেই, বড় তৃপ্তির সহিত আজ ম'রতে পার'তাম সহদেব ! আমি মৃত্যুই চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার নিকট একটি ভিক্ষাও চাই ! ভিক্ষা দিবি না কি বাপ ! নয় তোমার দাদা ধর্ম্মরাজের নিকট আমার নিয়ে চল, আজ মৃত্যুর দিনে ধর্ম্মরাজের নিকট ভিক্ষা নিয়ে ম'রব ।

সহদেব । তোকে ভিক্ষা, মহাপাপী শকুনি, তোকে ভিক্ষা ? কি ভিক্ষা ?



শকুনি। ভিক্ষা, ভিক্ষা, অল্প কিছুই ভিক্ষা করিনি বাপ, কেবল পিতৃ-ভ্রাতৃনাশী হর্য্যোধনের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত শকুনির জীবন ভিক্ষা !

সহদেব। দে আশা তোর সুদূরপর্য্যন্ত ! ধর্ম্ম নরাধম, অস্ত্র ধারণ কর ।

শকুনি। অস্ত্রধারণের আর আমার আবশ্যক নাই। যদি ভিক্ষাই না পাই, তবে অস্ত্রধারণের আর আবশ্যক কি ? না, না, আছে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রক্ষা করব ! আর আজ যদি কোনরূপে সহদেবের হস্তে রক্ষা পাই, তাহ'লে পাপাত্মা হর্য্যোধনের মৃত্যুও দেখে যেতে পারব ! দেখি কৃষ্ণ, তোর মনে শকুনির অদৃষ্টে আজ কি আছে, তাই দেখি ! আর সহদেব !

[ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান। ]

ভগবতী। ঐ মা, শকুনি বধ হ'য়ে গেল ! ঐ যে দ্রোণাচার্য্য-পুত্র অশ্বখামা মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে পৃথিবী অপাণ্ডবা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করলেন ! হায় ব্রাহ্মণ ! আমার নীলমণির বিক্রমে তোমার প্রতিজ্ঞা ! সে প্রতিজ্ঞা কি তোমার রক্ষা হবে ?

বিজয়া। আর প্রতিজ্ঞা দেখে কাজনি মা, এত বিভোর হ'য়ে থাকলে বাবার কাজ কর'বি কখন ! ভাব দেখি, কদিন কি ভাবে কেটে যাচ্ছে ? আর ওকে আসে মা !

ভগবতী। ঋষ্ট্যন্ন-সংহার হ'য়ে গেল ! কুরুকুলের সব বোদ্ধারই পতন হ'ল, তাই পাপমতি হর্য্যোধন দৈপার্য্যন হ্রদে লুকায়িত

হবার জন্ত পালাচ্ছে ! চল্ মা, চল্—একবার পাণ্ডব-শিবির  
দেখে আসি ! সেখানে আবার নীলমণি কি ভাবে নাচছে  
তাই একবার দেখিগে চল্।

[ বেগে ভগবতী ও বিজয়ার প্রস্থান।

—:~:~:~—

## দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক

দ্বৈপায়ন ইদং।

### বেগে ত্র্যয়োধনের প্রবেশ।

ত্র্যয়োধন। কেউ দেখ' না, কালামুখ ত্র্যয়োধনের পাপমুখ কেউ  
দেখ' না ! সব কক্ষের কপটতার ঘট্টন ! তা না হ'লে—  
বিপুল কুরুকুল আজ নির্মূল ! শত ভ্রাতার মধ্যে আজ আমি  
মাত্র মহাপাপী ত্র্যয়োধন ব'য়েছি ! ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি শত  
শত আত্মীয়-স্বজন বিসর্জন দিয়ে ত্র্যয়োধন আজ একাকী—  
নিরাশ্রয়—অসহায়—তার পৃষ্ঠরক্ষক কেহ মাত্র নাট' ! কে—কে  
—আসে ? দাদা যুদ্ধভিরা আসছে না কি ? কৃষ্ণ বৃষ্টি পর্জাতে  
ব'য়েছে ? এখনও বৃষ্টি সন্ধি ক'রতে ব'লছে ? না, না, তা হবে  
না—সন্ধি হবে না, কিছুতেই নয় ? যে পথে প্রাণের  
ভ্রাতাগণকে—পিতামহ ভীষ্মকে—অর্জুনের স্রোণকে সাহস

শকুনিকে—হৃদয়ের অর্দ্ধভাগ সখা কর্ণকে—হৃদয়ের শোণিত  
 ভ্রূশাসন—প্রাণের লস্করণকে জলাঞ্জলি দিয়েছি—সেই পথে—  
 সেই পথে সন্ধি, ক্রমা, সব বিসর্জন দিয়েছি—তবু  
 সম্মান চাই। হৃষ্যোধন কাপুরুষ নয়, হৃষ্যোধন  
 সত্য ভঙ্গ ক'রবে না। ও কে—ভীম ক্রোধকবায়িত  
 নয়নে আমার দিকে চাচ্চ ? তাই ত করি কি ? করি কি ?  
 কোথায় যাই ? বড় অপমান—বড় অপমান ! একদিন  
 রাজহৃদয়জ্ঞে অপমানিত হ'য়ে অক্ষকৌড়ায় তার প্রতিশোধ  
 নিয়ে ছিলাম—আবার—আবার সেই অপমান ! ভীম—  
 ভীম আবার আজ আমার সেই অপমান ক'রছে ! এর  
 প্রতিশোধ চাই, এর প্রতিশোধ চাই ! আবার—আবার—  
 আবার মাতুল শকুনির নৃষ্টি ক'র'ব, আবার সেই অক্ষকৌড়া হবে,  
 দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হবে, তবে প্রতিশোধ—তবে প্রতিশোধ !  
 অহো, কে আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিস্ রে ? আবার তাহ'লে  
 কুরুসংগ্রাম উপস্থিত হবে—আবার হৃষ্যোধনের চরম দশা  
 জগতের জীব দেখতে পাবে ! অঁ!—অঁ!, তবে আর না  
 পালাই, পালাই, কোথায় যাই ? কোথায় গিয়ে কালামুখ  
 লুকাই ! লোকে বিদ্রূপ ক'র'বে ? ক'র'বে কেন, ক'র'ছে !  
 অহো, বড় অসহ হ'ল ! অ'লে গেল, অ'লে গেল ! যাই, যাই,  
 এই ত বৈপায়ন হৃদ, এইখানে তার মধ্যে গিয়ে লুকায়িত  
 হ'য়ে থাকি। কেউ দেখ' না, কেউ দেখ' না, অভিমানী  
 হৃষ্যোধন আজ পালাচ্ছে ।

## গীত

কালামুখ লুকাইতে চলে দুর্ঘোষন ।  
 কেহ চেও না, কারেও কও না,  
 সে যে বড় অভিমানী, অভিমানে তাজিবে জীবন ।  
 তার সকল সাধ মিটিল গো,  
 ঘাসনার তরু আপনি শুকাল,  
 করিল আপন করে বংশ নিশ্বাস গো,  
 একবার মনে তখন না ভাবিল,  
 এবার কুলপাংশুল কুল হ'তে চলিল—শান্তি লভ দ্বিভূষণ ।

[ বেগে প্রস্থান ।

## বেগে ভগবতী ও বিজয়ার প্রবেশ ।

ভগবতী । দেখলি, দেখলি মা, নীলমণির আমার খেলা দেখলি ?  
 দ্রৌপদীর পাঁচ পাঁচটা ছেলেকে মা, পাপিষ্ঠ অশ্বখামা হত্যা  
 ক'রে গেল, তবু হুয়ায়া ব্রাহ্মণকে কিছু বল্লে না ?

বিজয়া । তোমার নীলমণির কথা তুমি রাখ মা । তা না হ'লে  
 আপনার ভাগ্নে—শুণের ভাগ্নে—অভিমহার মরণটা  
 কেমন ক'রে ঘটিয়ে দিলে !

ভগবতী । ঐ দেখ্ বিজয়া, ঐ দেখ্ নীলমণি আমার ভীমকে  
 নিয়ে বৈপাশ্বনু হ্রদের নিকটে চ'লেছে । ঐ যে উপস্থিত হ'ল ।  
 অভিমানী দুর্ঘোষন ভীমের কথা সহ্য ক'রতে পারলে না ।  
 বৈপাশ্বনু হ্রদ হ'তে দুর্ঘোষন বর্হর্গত হ'ল । ঐ ভীষণ রণ

ঐ—হৃষ্যোধনের মৃত্যু। আঃ, এবার কুরুক্ষেত্র জুড়িয়ে গেল,  
বহুধরা দেবী তৃপ্ত হ'লেন!

বিজয়া। ওমা—ওমা, বুক যে ফেটে গেল মা, কারা রোদন  
করে মা!

ভগবতী। অভাগিনী কুরুনারীগণ; আর কে রোদন ক'রবে মা!

সব শেষ হ'য়ে গেল! অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে অধৈর্য্য হ'য়ে,  
ভীমকে হত্যা ক'রবার জ্ঞাত কিরূপ হস্ত প্রসারণ ক'রছে  
দেখছিঁস? নীলমণি আমার লৌহের ভীম অন্ধের সম্মুখে নিয়ে  
দিলে। ও অন্ধ! তুমি এও বোঝ না, এ সব আমার নীলমণির  
কৌশল! ঐ মা, আবার মহর্ষি বাস ধৃতরাষ্ট্রকে সাস্থনা দিচ্ছে  
দেখ! যুধিষ্ঠির আমার কিরূপ ভাবে বৃদ্ধকে বন্দনা ক'রছে  
দেখ! যাক বৃদ্ধের প্রাণ কতকটা শান্ত হল! কিন্তু আমার  
যুধিষ্ঠিরের প্রাণে সর্বদাই অশান্তি! তাই বুঝি বাসুদেবের  
সহিত পরামর্শ ক'রছে! এবার অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ!  
অজ্ঞানদি দেশজয়ে বহির্গত হ'ল! ঐ দেখ মা, অশ্বমেধ পূর্ণ  
হল! নীলমণি আবার দ্বারকায় চ'ল্লেন, আমরাও এখন  
কৈলাসে যাই চল!

বিজয়া। মাগো, বহুবৎসরের ঘটনা তুই আমার যে ভাবে দেখালি,  
তা মহামায়া, কেবল তোরই মায়ায় মা! তি না হ'লে এত-  
কাল কি আমি তোর সঙ্গে ঘুঙে পারি! ঐ বুঝি মা, বিহুর-  
কুটীর! বিদুর কি ক'রছে না!

ভগবতী। বিহুররূপী যম এবার যম-রাজ্যে যাওয়ার জ্ঞাত অয়োজন

ক'রছেন। ঐ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী, গান্ধারী সকলেই বানপ্রস্থে  
যাবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে বিদুরের নিকট আসছে।  
ঐ তারা বন গমন ক'রবার জন্য বহির্গত হ'ল। ঐ দেখ্ মা,  
তারা সকলেই বনে অবস্থান ক'রছে। ঐ দেখ্ মা, বিদুর মহা-  
প্রস্থান ক'রবার জন্য গন্ধাতীরে গমন ক'রলে।

যব। ও কি মা, মহামতি বিদুর যে, ধর্ম্মরাজ যম মূর্ত্তি ধারণ ক'রে  
যমরাজ্যে গমন ক'রছে! ঐ দেখ্ মা! বিদুরের অমিয়পূর্ণ  
জ্যোতিঃ ধর্ম্মরাজ মূর্ত্তিরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হ'ল! ও কি  
হ'ল মা!

ভগবতী। তা জানিস্ না বিজয়ে! মহর্ষি মাণ্ডব্যের অভিলাষে  
মৃত্যুপাতি যম বিদুররূপে কুরুকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রেছিলেন।  
ঐ দেখ্ মা, নিশ্চিন্ত যমরাজসভা যমের মিলনে কি অপূর্ণ  
কাম্বু বিস্তার ক'রছে! গা—মা, জয় ধর্ম্মের জয়! এস কৈলাসে  
ধাই চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।





## কোড় অঙ্ক ।

যমরাজসভা ।

যম, চিত্রগুপ্ত, যমকিঙ্করগণ, যমপারিষদগণ,  
ও নর্তকীগণের প্রবেশ ।

যম । প্রভুর ইচ্ছায় আবার ত এলাম চিত্রগুপ্ত !

চিত্রগুপ্ত । প্রভুর অদর্শনে আমরা জীবন্ত হ'য়েছিলাম প্রভু !

যমকিঙ্করগণ । প্রভুর অভিশাপ হয়নি, আমরাই অভিশপ্ত  
হ'য়েছিলুম ।

২য় কিঙ্কর । ধর্ম্মরাজ বিহনে ধর্ম্মরাজ্যে কে আর সুখী ছিল ?

৩য় কিঙ্কর । ভয়ঙ্কর অশান্তিতে নিয়ত জজ্বরিত হ'য়েছি দেব !

৪র্থ কিঙ্কর । যে যন্ত্রণা পেয়েছি প্রভু, তুহানলে বোধ হয় সে  
যন্ত্রণা নাই ।

১ম পারিষদ । ভেবেছিলাম, বুঝি সে কুহেলিকার আর অবসান  
হবে না ।

২য় পারিষদ । সেই মহর্ষি ব্রাহ্মণ মাণ্ডব্যের বিষম অভিশাপ-বাণী  
স্মরণ ক'রেছি, আর ব্রাহ্মণের কার্য্য ভেবেচি ।

৩য় পারিষদ । এখন বর্ষা অন্তর্হিত হ'ল, শারদ শশাঙ্ক-জ্যোতিঃ  
মেদিনী পূর্ণ ক'রলে ।

৪র্থ পারিষদ । আর কুমুদ-কল্লার আমরা—আমাদের আর আন-  
ন্দের শেষ নাই ! নর্ত্তকীগণ, তোমরাও এ আনন্দে যোগদান কর ।

### গীত

নর্ত্তকীগণ । আর যে শারদ টান ঢলে ঢলে আর ।  
ফুলের পাপড়ি থেকে নিয়ে রেণু, ডেকে আন মলয় বার ।  
কোকিলার কর নিমন্ত্রণ, প্রিয়সখী ভাল জানে সন্তাষণ,  
সঙ্গে নিয়ে রতি মদন আসবে তুঘিতে সবার,  
মল্লিকিনী ঢেউ খেলাঘে প'রে পারিজাতের মালায় ॥



কল্যাণপুর "পঞ্চপতি প্রেসে"

শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত ।









